সৎনাম

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এজেণ্ট—বসু এণ্ড কোং,

মনোমোহন লাইব্রেরী,—২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈশাখ, ১৩১১ সন।

[মূল্য ১৲ এক টাকা

ভূমিকা।

"সৎনামী" সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ইহারা ভগবানকে "সৎনাম" বলে, এ নিমিত্ত ইহাদের নাম "সৎনামী"। নাটকের ঐতিহাসিক অংশ কয়েকখানি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।* বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক রাজপুত-রমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। আমার ধারণায় ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস-রচয়িতার কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহার রচিত পুস্তকে, সাময়িক অবস্থা ও ঘটনার বৈলক্ষণ্য না দৃষ্ট হয়। ভিক্টার হুগো, ডুমা, ইউজিনসু, সার্ ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতির গ্রন্থ এরূপ রচনার দৃষ্টান্তস্থল। এ সম্বন্ধে অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, কিন্তু আমি তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। যদি কেহ সে ত্রুটি দেখেন, অনুগ্রহ করিয়া আমায় জানাইলে বারান্তরে সংশোধনের চেষ্টা পাইব।

এই নাটক, হিন্দু-মসলমানের দ্বন্দ্ববিষয়ক। সুতরাং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ কটূক্তি হইত, তাহা এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক রচনায় অপরিহার্য্য। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধীয় এবং রাউণ্ডহেড ও ক্যাভেলিয়ার দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধীয় সার্ ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ। মসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে

---

* 1. The Posthumous Papers of the late Sir H. M. Elliot, K. C. B.

2. British India by Hugh Murray F. R. S. E. and Others.

3. Scott's History of Dekkan

4 Calcutta Review.

5 Elphinstone's History of India

6 Mogul Dynasty (Catron)

যদি কেহ কৃপায় এই নাটক পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, যে, মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত, এইরূপ নাটক-কারের ধারণা। যদি কোন স্থল কাহারও কর্কশ বোধ হয়, ভ্রাতৃজ্ঞানে সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। পুনর্ব্বার স্যর্ ওয়াল্টার স্কটকে উল্লেখ করিয়া বলি, যে যদিচ তাঁহার উপন্যাসে ইংলণ্ড ও স্কট-লণ্ডের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসী এক্ষণে একজাতি হইয়া আনন্দের সহিত তাহা পাঠ করে। হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে আমরা এক- হিন্দুস্থানবাসী সুখ-দুঃখের অংশী। অতএব পূর্ব্বকালে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোন জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয়জাতির পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে।

পুস্তকে যাহা থাকে, অভিনয়ে যদি তাহার কতক অংশ পরিত্যক্ত হয়, তাহা যে অভিনয় বা রচয়িতার দোষই, এমত নহে। তাহার অপর কারণও আছে। সেক্‌সপীয়র, সিলার প্রভৃতির নাটকাবলীও কতক কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়া অভিনীত হয়। দৃশ্য কাব্য-রচয়িতা, কাব্যের হাত একেবারেই এড়াইতে পারেন না। কিন্তু অনেক সময়ে, সাময়িক অবস্থানুসারে সেই কাব্যাংশ দর্শক-মণ্ডলীর প্রিয় হয় না। এ নিমিত্ত অধ্যক্ষেরা অনেক স্থান পরিত্যাগ করেন। বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের বাল্যাবস্থা। অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব সর্ব্বদাই থাকে। অধ্যক্ষেরা এই অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও অপরাপর কারণে, যে কারণ উল্লেখ কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইবে, নাটকখানি রঙ্গালয়ের উপস্থিত উপযোগী করিতে বাধ্য হন। এই নাটক অভিনয়ে যদি কেহ পরিত্যক্ত দোষের প্রতি লক্ষ্য করেন,

তিনি অথবা অন্যকে বা রচয়িতাকে দোষী করিবেন। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধরচনা ভিন্ন সম্পূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত হয় না ;—কিন্তু স্থানাভাব।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি রচিত হয়। এতদিন অভিনীত হয় নাই, তাহার কারণ,—"গুলসানা" নামে একটী চরিত্র এই নাটকে আছে। সেই চরিত্রটী "প্রমদা" নাম্নী একটী অভিনেত্রীকে দেওয়া হয়। রিহারস্যাল চলিতেছে, এমন সময়ে অভাগিনী দুরন্ত পীড়ায় আক্রান্তা হয়। তাহার যে সাংঘাতিক পীড়া, তখন ধারণা হয় নাই। পীড়ায় আরোগ্য লাভ করিয়া উক্ত অংশ অভিনয় করিবে, তাহারই অপেক্ষা করা হইতেছিল।* তাহার পীড়া পাছে বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় অন্যকে এ অংশ (part) দেওয়া হয় নাই। বৎসরাধিক পীড়া ভোগ করিয়া অভাগিনীর মৃত্যু হইল। পরে সম্প্রদায় বিদেশ যাওয়া প্রভৃতি নানাকারণে এ পর্য্যন্ত অভিনয় হয় নাই। এক্ষণে "সৎনাম"—সাধারণের সম্মুখে পুরস্কার বা তিরস্কার অপেক্ষায় উপস্থিত।

১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১৮ই বৈশাখ, ১৩১১ সাল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

* উক্ত অংশ (part) অভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

চরিত্র।

পুরুষ।

আরঙ্গজেব	...	ভারত-সম্রাট্।
হামিদ খাঁ বিষণ সিংহ	...	আরঙ্গজেবের সেনাপতিদ্বয়।
কারতরফ খাঁ	...	মোগল দুর্গাধিপ।
মীরসাহেব	...	কারতরফ খাঁর সেনানায়ক।
করিম	...	কারতরফ খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য।
মহান্ত	...	সৎনামী পণ্ডিত।
ফকীররাম	...	সৎনামী পরিব্রাজক।
রণেন্দ্র	...	মহান্তের শিষ্য।
চরণদাস	...	ফকীররামের শিষ্য।
পরশুরাম	...	সৎনামী ধনাঢ্য যুবক।
রঘুরাম	...	রাজপুত্র।

আরঙ্গজেবের মন্ত্রী, সুবেদার, রহিম, আবদুল, কৃষক, নাগরিকগণ, সৎনামী-যুবাগণ, সৎনামী-সৈন্যগণ, রক্ষীগণ, দূতগণ, যবন-সৈন্যগণ, পারিষদগণ, পাচকগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বৈষ্ণবী	...	মহান্তের কন্যা।
মোহিনী	...	ঐশ্বর্য্যশালিনী বৃদ্ধা বারাঙ্গনা।
গুলসানা	...	কারতরফ খাঁর কন্যা।

পান্না, যুবতীগণ, সখীগণ, সৎনামী-নারীগণ ইত্যাদি।

"সৎনাম"

১৩১১ সাল, ১৮ই বৈশাখ, শনিবার, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। প্রথম অভিনয়-রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ;—

আরঙ্গজেব ...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
হামিদ খাঁ ...	" নটবর চৌধুরী।
বিমল সিংহ ...	" গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
কারতলব খাঁ ...	" চণ্ডীচরণ দে।
মীরসাহেব ...	" গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
করিম ...	" হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
মহান্ত ...	" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
ফকীররাম ...	" হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
রণেন্দ্র ...	" অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
চরণদাস ...	" অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।
পরশুরাম ...	" অতীন্দ্রনাথ দে।
বধুরাম ...	" অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বৈষ্ণবী ...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
সোহিনী ...	" পান্নাসুন্দরী।
গুলসানা ...	" রাণীসুন্দরী।
পান্না ...	" "ব্ল্যাকি" হরি।

শিক্ষক (Rehearsal-Master)	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। " হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য (সহকারী)
সঙ্গীত-শিক্ষক (Opera-Master)	" দেবকণ্ঠ বাগচি। " শশিভূষণ বিশ্বাস।
নৃত্য-শিক্ষক (Dancing-Master)	" নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর (Stage-Manager)	" আশুতোষ পালিত।
ঐকতান-বাদনাধ্যক্ষ (Band Master)	" শশিভূষণ বসাক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহান্তের আশ্রম-সম্মুখ।

মহান্ত ও বৈষ্ণবী।
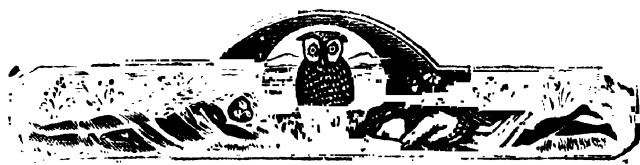
মহান্ত। মা, দুটী খাওগে না—বেলা হলো।

বৈষ্ণবী। না না—এখন আমি ভাব্‌বো।

মহান্ত। কি ভাব?

বৈষ্ণবী। তা কি আমি জানি, তা জানি না। কি ভাবি—অনেক দূর, অনেক দূর, কত কি, কত কি!

মহান্ত। দেখ মা বোঝো, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর তোমার ত্রিভুবনে কেউ নাই, আমি ম'রে গেলে কি হবে?

বৈষ্ণবী। না না, মরো না বাবা মরো না, আমি এখন ভাবি।

মহান্ত। তোমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে?

বৈষ্ণবী। কে জানে। বাবা, তুমি আকাশ দেখ না? দেখ না, দেখ না কত কি আছে! কত কে আসে!

মহান্ত। কি দেখ?

বৈষ্ণবী। জানি না।

মহান্ত। আমার কথা তুমি বোঝ না কেন? দেখ কন্যাপুত্রের লোক প্রার্থনা করে, বৃদ্ধকালে সেবা করবে বলে। তুমি কি বুঝতে পার না, তুমি অমন করে বেড়াও, তাতে আমার মনে কত দুঃখ হয়। এখন আর বালিকা নও, যুবতী হয়েছ; দিন নাই, দুকুর নাই, সাঁজ নাই, সন্ধ্যা নাই—একলা নদীর ধারে, গাছতলায় গিয়ে ব'সে থাক, লোকে আমায় তাতে নিন্দা করে তা জান?

বৈষ্ণবী। আমি ঘরে থাকৃতে পারি না বাবা,—আমার মন হুহু করে বাবা।

মহান্ত। আচ্ছা—একটী রাঙ্গা বর আনবো, বিয়ে করবি?

বৈষ্ণবী। না না, ও কথা শুনতে নাই, ও কথা শুনতে নাই!— এই দেখ আমার বুকের ভিতর মানা ক'চ্চে—শুনতে নাই; বলো না, বলো না, তা' হ'লে আবার চলে যাবো, এবার চলে গেলে আর আসবো না।

মহান্ত। আচ্ছা খেগে যা; তুই না খেলে আমি তো খাই না জানিস্?

বৈষ্ণবী। কি করবো বাবা!

মহান্ত। হা আমার অদৃষ্ট! গৃহিণী কৌমারী-ব্রত করে কি কন্যা-রত্নই আমায় দিয়ে গেছেন! মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত করে নিয়েছে

কন্যাকে কিছু বলবো না। আচ্ছা তোমার অনুরোধই রক্ষা করবো, কন্যাকে কিছু বলবো না; কন্যার অদৃষ্টে যা আছে হবে। রণেন্দ্র আমার পুত্র অপেক্ষা অধিক, আমার অবর্ত্তমানে সে বোধ হয়, আমার কন্যাকে ফেলতে পারবে না।

(ফকীররামের প্রবেশ)

কি ফকীর, হাসছ কেন?

ফকীর। আমোদে প্রাণ ভরে গেছে,—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কাবুল হ'তে ফিরে আসছেন—তাই আনন্দে আর বাঁচছি না। এবার শুনছি কাবুল হ'তে বিশেষ শিক্ষা পেয়ে, আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ আরও কিছু অধিক পরিমাণে হবে।

মহান্ত। হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেব বাদসার আর স্নেহ কি?

ফকীর। কেন মহান্তজী, তোমরা তো টোল ক'রে ক'রে, ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্ব্বাণ লাভ করো। কেউ যদি মারে, সে কিছু নয়—স্বপ্ন মাত্র! বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্ন মাত্র! স্ত্রীও নাই—বাড়ীও নাই। এক মাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন—কিছুই নয়, মায়া! খালি নির্ব্বাণ হবার চেষ্টা করো! তা আওরঙ্গজেব বাদসা সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত হিন্দুর আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্ব্বাণমুক্তি দান করবেন; তিনি দিল্লীশ্বর—জগদীশ্বর, সব পারেন কি না!

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। কিরে বৈষ্ণবী, এখনো ব'সে রইলি, খেতে গেলি নি?

ফকীর। খাওয়া কি মহান্তজী, নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ!

মহান্ত। ব্যঙ্গ রাখ, তোমার কথাটা কি? আওরঙ্গজেব বাদসা কি হিন্দুদের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন?

ফকীর। আরে ক্রুদ্ধ কেন? দেখ্‌ছেন হিন্দুরা বহুকাল হ'তে সাধন ক'রে ক'রে, মনুষ্যাকার বৃক্ষ-প্রস্তর হ'য়ে সব সহ্য ক'চ্চে, কেন না, শেষে মুক্তিলাভ করবেন। এতদিনে বোধ হয়, সাধন-ক্রিয়া সমাপ্ত হ'য়েছে; সেই নিমিত্ত পরম দয়াল বাদ্‌সা যবন-রূপী জগদীশ্বর কৃপা ক'রে মুক্তিদান করবেন।

মহান্ত। আচ্ছা ফকীর, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?

ফকীর। কে বল্লে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন চমৎকার শাস্ত্র ব্যাখ্যা! মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জান্‌তো, যে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ ক'রে, ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছপাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তা হ'লে বোধ হয় শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং নিজে তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। তোমার বিবেচনায় কি শাস্ত্রকারেরা ভ্রান্ত?

ফকীর। ভ্রান্ত নয়?—ঘোর ভ্রান্ত! তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কালে দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে, শাস্ত্রের উপর টীকা চালাবে; যে অর্থে শাস্ত্র লিখেছেন, সে অর্থ আর থাক্‌বে না।

মহান্ত। ফকীর, বৃদ্ধ হলে, আজও বুঝলে না, যে রজোগুণে মুক্ত হয় না; রজোগুণে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, জীবকে বাসনায় জড়িত করে।

ফকীর। আর তমোগুণে জড় হ'য়ে বাসনার হাত এড়ায়!

মহান্ত। মূর্খ আমি কি সে কথা বলছি। তমোগুণে অলস জড় হয়। কুম্ভকর্ণ তমোগুণের আদর্শ। সত্ত্বগুণ উদয় হ'লে,

তবে পরমার্থ লাভ হয়—যেমন বিভীষণ। রজোগুণী রাবণ,—দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ, এই তো তার ফল ?

ফকীর। আপনার কি ধারণা, যে, হিন্দুস্থানে সকলে সত্ত্বগুণী, তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে ? তা নয় !- একবার চক্ষু খুলে দেখ, যে ঘোর তমতে দেশ আচ্ছন্ন—অলসে কুম্ভকর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে ! অনলস হয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হ'বে। ভগবান বলেছেন, কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ করতে পারে ? সৎকার্য্য ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্ব্বাণে অধিকারী। জড় হয়ে থাকলে যে সত্ত্বগুণী হয়, তা মনে করো না। আমাদের অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ—তারা তমাচ্ছন্ন নয়—রজোগুণী বীরপুরুষ। বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।

বৈষ্ণবী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

মহান্ত। যাক্ তোমার সঙ্গে কথার প্রয়োজন নাই। এখন তোমার কথাটা কি বুঝিয়ে বল' না ?

ফকীর। এই যে তোমায় বল্লেম;—কাবুলের যুদ্ধে গিয়ে বাদ্‌সা তলোয়ার খেয়েই এসেছেন, তারা কাবুলে তাদের নির্ব্বাণ-অভিলাষ নাই, তলোয়ার চালাতে পান নাই—তলোয়ার ভোঁতা হ'য়ে আছে—তাই বোধ হয় দয়াল পুরুষ ভাব্‌ছেন, তলোয়ারও সানানো হবে, আর হিন্দুদের নির্ব্বাণমুক্তি দানও হবে, সেই জন্য তাঁর সৈন্যেরা কাট্‌তে কাট্‌তে লুট কর্‌তে কর্‌তে ধেয়ে আস্‌ছেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। বৈষ্ণবী য', এক ঘটি জল এনেও তো উপকার করবি না; এই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং রন্ধন করে দিচ্চি, সময়ে দুটি আহার করবি তাও পারিস্ না।

ফকীর। মহান্তজী, আজও কন্যার বিবাহ দাও নাই?

মহান্ত। হুঁ! এ কিম্ভূতকিমাকার কন্যাকে কে বিবাহ করবে বল? বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমন সুন্দর দেহে চৈতন্য দেন নাই! একি অদ্ভুত সৃষ্টি কিছুই বুঝ্‌লেম না। একবার বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলেম, তা'তে তিনদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল।

বৈষ্ণবী। বাবা বাবা, আর ও কথা বলো না—আর ও কথা বলো না! ও কথা আমি শুনতে পারবো না, আমি চলে যাবো—চলে যাবো। দেখো দেখো, আমি কি করি দেখো! হিঃ হিঃ হিঃ! আমি বটতলায় ব'সে আকাশ দেখিগে আর ভাবিগে।

[প্রস্থান।

মহান্ত। দেখ ফকীর আমার অদৃষ্ট দিবারাত্র বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়,—ভয় নাই, লজ্জা নাই, একলা নদীর ধারে ব'সে থাকে। গৃহকাজ ত করেই না, সময়ে আহারও নাই। তোমার কি বোধ হয়, কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে?

ফকীর। আমি তো কিছু বুঝি না। মহান্তজী, আমি সত্য বলচি, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করেছি, এমন তেজস্বিনী, সুলক্ষণা কুমারী আমি কোথাও দেখি নাই।

মহান্ত। সুলক্ষণা—হুঁ! গৃহিণী কৌমারী-ব্রত ক'রে এই কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত করে লয়েছেন, কন্যাকে

যেন কিছু না বলি। যাক্ আমার আর ক'দিন ? সৎনাম ! যে যার কর্ম্মফল ভোগ করবে, আমি কি করবো ?

ফকীর। মহান্তজী, শাস্ত্রের মর্ম্ম কি কন্যা নিজ কর্ম্ম-ফলে জন্মেছে বা মহান্তজী ও তাঁর গৃহিণীর সে কার্য্যফলের কিছু অংশ আছে ?

মহান্ত। আমাদেরও কর্ম্মফল, নইলে এ ভোগ হবে কেন !

ফকীর। ও আক্ষেপ রাখ। এখন প্রস্তুত হও, কিছু অর্থ নাও, মেয়েটাকে নিয়ে পালাই চলো।

মহান্ত। আর ফকীর ! সৎনামের মনে যা আছে তা হবে, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাবো। যেখানে পালা'বো, সেইখানেই তো দিল্লীশ্বরের রাজ্য !

ফকীর। মহান্তজী, ভিরকুটা রাখো, সাত্ত্বিক ভাব ছাড়ো, কেন যবনের হাতে প্রাণ দেবে ? তাঁর সৈন্যেরা নাড়োল নগর দিয়েই দিল্লী যাবে।

মহান্ত। তুমি যাও ভাই—আমি আর কোথায় যাবো ?

ফকীর। নিতান্তই বৃদ্ধবয়সে যবন-হস্তে নির্ব্বাণ লাভ করবে ? বোঝো—আমি আর বিলম্ব করতে পাচ্ছি না, অপর বন্ধু-বান্ধবকে সংবাদ দেব—তুমি অবুঝ হয়ো না, আত্মরক্ষার উপায় করো ; যবন-হস্তে কেন অপঘাতে প্রাণত্যাগ করবে ?

মহান্ত। ভাই, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

ফকীর তুমি পণ্ডিত না নিশ্চেষ্ট কাপুরুষ ! আপনার জীবন, কন্যার ধর্ম্মরক্ষায় বিমুখ হচ্ছো ? ভাল যা বোঝ, তাই করো, আমি চল্লেম। আবার বলচি এখনও আমার কথা রাখো।

মহান্ত। সৎনামের যা ইচ্ছা তাই হবে

ফকীর। সৎনামের কি ইচ্ছা তা বুঝেছি। হা নির্ব্বোধ শাস্ত্রাভিমানি!

[ফকীরের প্রস্থান।

মহান্ত। সৎনাম! সৎনাম! ফকীর ভেবেছেন অদৃষ্ট-ফল লঙ্ঘন করবেন—পলায়নে অদৃষ্ট খণ্ডন হবে। আরে মূর্খ, তাও কি হয়? সৎনাম! সৎনাম!

(একদল যবন-সৈন্যের প্রবেশ)

সকলে। আল্লা আল্লা হো!

১ম সৈন্য। সুবেদার, এ বুড়ার পাশ বহুৎ মাল আছে; এ কাফের-দের মোল্লা, ভূতের পূজা ক'রে বহুৎ রুপেয়া জমা করেছে।

সুবে। আরে কি তোর কাছে মাল আছে নিকলে দে।

২য় সৈন্য। সুবেদার, ওর একটা বড় জোয়ান বেটা আছে।

সুবে। পিছের বাৎ পিছে। বুড়া, রুপেয়া দেও।

মহান্ত। আমি গরীব, আমি রুপেয়া কোথা পাবো, আমার যা আছে নাও।

সুবে। কোথায় জমিনের নীচে গেড়ে রেখেছিস, বাহিরে আন্। যাও, ওর ঘর লুট করো।

১ম সৈন্য। ও টাকা গেড়ে রেখেছে, ঘটা-বাটা নিয়ে কি করবো?

সুবে। দে রুপেয়া দে।

মহান্ত। দোহাই দিল্লীশ্বরের! আমার কিছুই নাই।

সুবে। নেই? দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল বেঁধে গাছে লট্‌কে দে।

মহান্ত। আমি মিথ্যাবাদী নই। আপনারা রাজা, কেন মিথ্যা দণ্ড দেবেন! আমার অর্থ নাই

সুবে। বুড়া, তোর রুপেয়া নাই? তবে মুসলমান হ।

মহান্ত। জীবন থাকৃতে নয়।

সুবে। তবে মর কাফের। (অস্ত্রাঘাত ও মহান্তের মৃত্যু) কুচ্ করো।

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রর প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি হলো! গুরু হত্যা দেখ্‌লেম, এই কি অদৃষ্টে ছিল! কে এ কাজ কর্‌লে! কেরে নরাধম, কেরে নির্দ্দয়, এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে!

(একজন লোকের প্রবেশ)

লোক। ওরে বাপ্‌রে, ওরে বাপ্‌রে, হিন্দুর আর বাচওয়া নাইরে, কারও বাচওয়া নাইরে—যবনের হাতে কারও বাচওয়া নাই!

রণেন্দ্র। কি—কি—কি হয়েছে?

লোক। সুবেদার সব কাট্‌তে কাট্‌তে চলেছে। মহান্তজীকে কাট্‌ছে দেখে, দৌড়ে গিয়ে ঝোপের ভিতর লুকিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে তাড়া করেছে। ওরে বাপ্‌রে কি হবে রে—কি হবে রে!

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। গুরুদেব, তোমার অপঘাত মৃত্যু দেখ্‌লেম। এর কি প্রতিশোধ আছে? গুরুদেব, মার্জ্জনা করুন, আপনার শিক্ষা আমি ত্যাগ কর্‌লেম,—আজ হ'তে জিঘাংসা আমার জীবনের ব্রত, যবন-হত্যা আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান। যত পাপ হয় হোক। গুরুদেব, তোমার পাদস্পর্শ ক'রে বল্‌চি, আমি নির্ব্বাণ চাই না। যবনকুল নির্ম্মূল করতে পারি, তবে আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্‌বো, তবে আবার যোগক্রিয়া কর্‌বো। যবন ধ্বংশ

না ক'রে, যদি আমি পরকাল কামনা করি, যেন যবনহস্তে আমার মৃত্যু হয়।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এ কি, এ কি, রক্ত কেন! বাবা এমন ক'রে রক্তের উপর শুয়ে কেন! এ কি, বাবা উঠ। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র, বাবা এমন ক'রে শুয়ে কেন?

রণেন্দ্র। আরে অভাগিনি, আরে উন্মাদিনি, আমারা পিতৃহীন,—গুরুদেবকে যবনে বধ করেছে!

বৈষ্ণবী। কি কি রণেন্দ্র, যবনে মেরেছে, যবনে মেরেছে! (কম্পন) আমায় ধরো না, ধরো না, আমি মূর্চ্ছা যাবো না, আমি এই রক্তে স্নান করলেম। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র আমি চল্লেম। বাবা মরে গিয়েছেন, আমি কাঁদ্‌বো না,—আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে, আমি চল্লেম। রণেন্দ্র, তোমারও পিতা, তুমি সৎকার ক'রো। আমি পাগ্‌লী,আমি চিরদিন পিতাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, আমি সৎকার করলে পিতা রাগ করবেন। রণেন্দ্র, রণেন্দ্র, তুমি সৎকার ক'রো, তুমি সৎকার ক'রো, আমার সৎকারে অধিকার নাই। আমায় পাগল মনে ক'রো না। রণেন্দ্র, আমার মাথার চুল দেখ্‌ছো?—কত চুল দেখ্‌ছো? হাজার যবন বধ হবে, আমি একগাছি চুল ছিঁড়্‌বো!—এম্‌নি করে আমি কেশহীনা হবো! তার পর একদিন বুকের রক্ত দিয়ে বাবার তর্পণ করবো! আমি চল্লেম, আমি চল্লেম।

রণেন্দ্র। কোথায় যাস্, কোথায় যাস্! এসময় পাগলামো করিস্‌নে।

বৈষ্ণবী। না ভাই – না রণেন্দ্র—আমি পাগল নই। দেখ' আমার মাথায় বাজ পড়েছে, আমার পাগ্‌লামোর উপর বাজ

পড়েছে। আমার কিছু মনে থাক্‌তো না জান তো। আজ শোনো, তিন বছরের বেলায় মা মরেছেন, সে দিন একবার এম্‌নি হ'য়েছিল, বাবার আদরে আবার কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেম। আজ সে আদরের উপর বাজ পড়েছে,—আমার সব কথা মনে পড়েছে দিন—দিন, প্রহর—প্রহর, দণ্ড—দণ্ড, পলে—পলে যা হয়েছে, সমস্ত মনে পড়েছে, বাবা যা তোমায় পড়াতেন তা মনে পড়েছে;—শুন্‌বে শোনো—

> কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
> অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
> মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

এর অর্থ বুঝেছি! দুর্ব্বল-হৃদয়ে কাঁদ্‌বো কেন? নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন—আমি যবন বধ কর্‌বো।

রণেন্দ্র। যেও না—যেও না, স্থির হও।

বৈষ্ণবী। কি ক'রে স্থির হবো! ঐ দেখ শিখিবাহিনী, শক্তিধারিণী, বিমানবিহারিণী আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন; ঐ দেখ রণরঙ্গিণী যোগিনীরা যার চতুর্দ্দিকে অট্টহাসে নৃত্য কচ্চে; ঐ দেখ—ঐ আকাশ-পটে দেখ! আমার চক্ষের উপর যে ছায়া ছিল, সে ছায়া দূর হয়েছে;—ভৈরবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার নয়ন পথে পতিত হয়েছে;—দেবী আমার উদ্দেশ্য, আমার অন্তরে বল্‌ছেন,—সম্মুখে আমার প্রশস্ত পথ।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হাঁ—ভগ্নি, হাঁ গুরু-কন্যা! ক্ষুদ্রহৃদয়-দৌর্ব্বল্য আমিও ত্যাগ করলেম।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

মহাশয়, আপনারা দেখুন কি সর্ব্বনাশ!

১ম-প্রতি। পাপরাজ্যে দিন দিন এইরূপই হবে। চল, শ্মশানে মৃতদেহ লয়ে যাই। মহান্তজীকে যখন হত্যা করেছে, আমরাও নগর পরিত্যাগ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

বেশ্যাপল্লীস্থ পথ।

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবী। দাও দাও, তলোয়ারখানা আমায় দাও; তুমি হিন্দু, তলোয়ার নিয়ে কি করবে, আমায় দাও।

পরশু। কে তুমি?

বৈষ্ণবী। আমি যে হই, তলোয়ার নিয়ে তুমি কি করবে? কেন তলোয়ার নিয়ে সং সেজে রয়েছ? মুসলমান যদি বাপকে বধ করে, তলোয়ার নিয়ে পালাবে; যদি ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তলোয়ার নিয়ে ছুটবে; যদি শস্য কেটে নেয়, তলোয়ার ফেলে জোড়হস্ত ক'রে দাঁড়াবে; যদি ছেলে কেড়ে নেয়, বন্ধু মারে, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, কেঁদে তলোয়ার আপনার বুকে মারবে;—তোমার শাস্ত্রের নিষেধ, তোমায় তলোয়ার খুলতে নাই! দাও—দাও তলোয়ার আমায় দাও।

পরশু। তুমি কে?

বৈষ্ণবী। আমি মহিষমর্দ্দিনী, রণরঙ্গিণী, যবনকুল-বিনাশিনী!—আমি হিন্দু বটে কিন্তু তোমাদের মত হিন্দু নই, যবনকে ভয় করি না। তলোয়ার তুমি রেখো না, আমায় দাও, কেন মার হাতের তলোয়ারকে অপমান করো; অসুরনাশিনী এই, অস্ত্র ধরে, অসুরকুল নির্ম্মূল করেছিলেন। অস্ত্রের পূজা করো, কিন্তু অস্ত্রের অপমান করো। বোঝ' না অসির বড় তৃষা,—যবনশোণিত পানে বড় তৃষা।

পরশু। তুমি কিসে জান্‌লে আমি অস্ত্রের অপমান করি।

বৈষ্ণবী। এই তো সমস্ত নগর বেড়িয়ে দেখ্‌লেম,—একজন মুসলমান দেখে, ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে দশজন হিন্দু পালাচ্চে;—তাদের হাত আছে, অস্ত্র আছে, মানুষের আকার কিন্তু গো, মেষ, ছাগ অপেক্ষা হীন। পালাচ্চে—পালাচ্চে, আর যবনেরা পাছে পাছে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে অস্ত্রাঘাত করচে, কেউ ফিরে চাচ্ছে না।

পরশু। আমি সে হিন্দু নই।

বৈষ্ণবী। কিসে জানবো? এই তো এ বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে; ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুরলহরী শোনো, উচ্চহাস্যরব শোনো, তলোয়ার হাতে আছে,—যাও, গিয়ে বধ করো।

(পান্না, রহিম ও আবদুলের প্রবেশ।

পান্না। রহিম, রহিম—তোমার মাথার দিব্যি আমি বলচি, আমি পরশুরামকে চাই নে, আমি সাতদিন তারে বাড়ী আসতে দিই নাই। আবদুল—ভাই, রহিমকে বুঝিয়ে বলো।

বৈষ্ণবী। এগো ও—এগো ও—লুকোচ্ছ যে? তলোয়ার খোলো।

পরশু। চুপ, স্থির হও।

রহিম। পা ছাড়, নইলে লাথি মার্‌বো।

পান্না। ছাখ্ রহিম, তোর জন্যে মরি, আর তুই আমায় পায়ে ঠেলে যাচ্চিস্, তোর ভাল হবে না!

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে চাস্ নে?

পান্না। না, সত্যি বল্‌চি—চাই নে।

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে তার বাড়ী বাঁদী পাঠিয়ে তারে ডেকে আন; আমার সাম্‌নে যদি তার মুখে, দাঁড়িয়ে লাথি মার্‌তে পারিস, তা হ'লে তোর সঙ্গে আলাপ রাখ্‌বো।

পান্না। আচ্ছা, তুই ঘরে আয়, আমি এখনই বাঁদী পাঠাচ্চি।

পরশু। বাঁদী পাঠাতে হবে না। রহিম—আমার মুখে পদাঘাত করবে? পদাঘাত কিরূপ ছাখ্। (রহিমকে পদাঘাত)

রহিম। কাফের!

(আবদুল ও রহিম উভয়ের পরশুরামকে আক্রমণ)

(যুদ্ধে রহিমের পতন)

পান্না। রহিমকে খুন কর্‌লে—রহিমকে খুন কর্‌লে!

(অন্য দুইজন মুশলমানের প্রবেশ)

(বৈষ্ণবী কর্তৃক নবাগত মুসলমানদ্বয়ের চক্ষে দুই মুষ্ঠি ধূলি ক্ষেপণ)

(আবদুল ও পরশুরাম পরস্পর পরস্পরকে আঘাত)

পান্না। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

[পান্নার প্রস্থান।

(বৈষ্ণবী ভূপতিত রহিমের তরবারি লইয়া নবাগত মুসলমানদ্বয়কে প্রহার)

বৈষ্ণবী। চলো—চলো, আজকের মত কাজ হয়েছে, আরও অনেক কাজ আছে। ও কুলটার পানে চেয়ো না—চল—চল—তুমি আঘাত পেয়েছ, এখনি মারা যাবে, তোমার জীবন অমূল্য, এসো—এসো, এসো ভাই এসো। আবার যবন মারবো এসো,—এসো।

[পরশুরামকে সবলে টানিয়া লইয়া বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পান্থনিবাস।

ফকীররাম ও চরণদাস।

ফকীর। বাবা চরণদাস?

চরণ। আজ্ঞে।

ফকীর। উঠেছ বাবা?

চরণ। আজ্ঞে না—শুয়ে আছি।

ফকীর। উঠ্‌তে যে হচ্ছে বাবা।

চরণ। আমিও তাই মনে কচ্ছিলেম, উঠ্‌তে হচ্ছে বটে।

ফকীর। একবার সহরে যেতে হচ্ছে।

চরণ। আজ্ঞে।　　　(উত্থান ও গমনোদ্যম)

ফকীর। কোথা যাচ্ছ?

চরণ। আজ্ঞে সহরে।

ফকীর। সহরে কি করবে বাপ্‌?

চরণ। আজ্ঞে তাও তো বটে, সহরে কি করবো? তাও তো বটে

ফকীর। একবার মহান্তর খবরটা আন্‌তে হবে।

চরণ। আজ্ঞে সে খবর পাবার আর যো নাই।

ফকীর। কেন রে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে তাঁর শুভবিবাহ হয়েছে।

ফকীর। কার সঙ্গে বাপ্?

চরণ। আজ্ঞে, সেটা বলতে পার্‌লেম না, তবে রোস্‌নাই হোচ্ছে দেখে এলেম।

ফকীর। বিবাহের রোস্‌নাই?

চরণ। আজ্ঞে শুভবিবাহ নয়—শুভবিবাহ নয়: শুভ--সৎকার হচ্ছে, সৎকার হচ্ছে।

ফকীর। এ শুভসংবাদ কখন পেলে বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, আপনি রাত্রে অনুমতি কচ্ছিলেন—সংবাদ পান নাই; তাই আমি একবার ঘুরে এলেম, দেখ্‌লেম খুব রোস্‌নাই।

ফকীর। এ কথা আমায় বল নাই কেন বাপ?

চরণ। আজ্ঞে, তাই তো--বলি নাই কেন?

ফকীর। তার মেয়েটার কি খবর জান?

চরণ। আজ্ঞে কে কি বল্লে যেন।

ফকীর। কি বল্লে, মনে ক'রে দেখ্‌বে কি?

চরণ। দেখ্‌তে হচ্চে বই কি ম'শায় দেখতে হ'চ্ছে বই 'ক?

ফকীর। তারে কি মুসলমান ধ'রে নিয়ে গেছে?

চরণ। আজ্ঞে, ওটা বড় ঠাওর কোত্তে পাচ্চি নে।

ফকীর। তারও কি রোস্‌নাই দেখ্‌লে?

চরণ। আজ্ঞে সেটা বড় দেখ্‌লেম না।

ফকীর। কোথাও কি চলে গিয়েছে?

চরণ। আজ্ঞে না, চলে যায় নাই, ছুট মেরেছে।

ফকীর। তার কি তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই ?

চরণ। তবেই তো—

ফকীর। তবেই তো কি বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো—

ফকীর। স্মরণ হচ্চে না বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন— ঠিক বলেছেন।

ফকীর। তবে আমায়ও সে দিকে যেতে হচ্চে, চল।

চরণ। তাই তো বলি, যেতে হচ্চেই তো— যেতে হচ্চেই তো।

রণেন্দ্রের প্রবেশ।

ফকীর। রণেন্দ্র, তোমার মুখের ভাবে বোধ হ'চ্ছে সংবাদ সত্য।

রণেন্দ্র। আজ্ঞে দুরন্ত যবন গুরুদেবের প্রাণসংহার ক'রেছে।

ফকীর। (স্বগতঃ) সত্যই মহান্তজী নির্ব্বাণ লাভ করেছেন (প্রকাশ্যে) মেয়েটা কোথায় কিছু সংবাদ জান ?

রণেন্দ্র। আজ্ঞে অদ্ভুত ঘটনা শুনুন,—গুরুদেবের মৃতদেহ দর্শনে সহসা যেন কোন সংহাররূপিণী দেবী এসে তার হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন ;—গুরুদেবের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে, যে, যবন-নিধন তার জীবনে ব্রত।

ফকীর। কি কি যবনবধ ব্রত ! (স্বগতঃ) আশ্চয্য নয়, তেজস্বিনী বালিকা লক্ষণে আমার অনুমান হয়েছে।

রণেন্দ্র। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না ;—গীতার শ্লোক ব'ল্লে, বলে তার মাতৃবিয়োগ হ'তে যে সব ঘটনা হয়েছে, সকল তার মনে পড়েছে ; এমন কি গুরুদেব আমায় যে সকল পাঠ দিতেন, সে সমস্ত সে বলতে পারে। উন্মাদিনী সহসা তেজস্বিনী,

শাস্ত্র-দীক্ষিতা বালিকা। প্রভু, এরূপ প্রকৃতিপরিবর্ত্তনের কারণ কি? শোকে অভিভূত হ'য়ে আরও জড়ত্বের সম্ভব, কিন্তু দেখ্‌লেম যে, চৈতন্যের দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। প্রভু, আমি স্বরূপ বর্ণনা করেছি।

ফকীর। বাপু, মহাবলশালিনী-শক্তির কার্য্যকালে বিকাশ হয়; প্রকৃত উত্তেজনা ব্যতীত সে মহাশক্তি সঞ্চালিত হয় না। আমরা যা দেখি, যা শুনি—সমস্ত ছবি মনে প্রতিফলিত থাকে; জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয়। কি বীজ কোন সময় অঙ্কুরিত হবে, তা মানববুদ্ধির অতীত। তীক্ষ্ণ শোকে জড়তার আবরণ ছেদ হয়েছে, হৃদয়ের সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। শাস্ত্রে ঋষিরা এর সম্পূর্ণ আভাস দিয়েছেন। স্থির জেনো, যারে আমরা উন্মাদিনী বল্‌ছি, সে সামান্যা নয়।

রণেন্দ্র। প্রভু, আর একটা নিবেদন;—শত্রুসংহারে কি নরহত্যা হয়? গুরু-হত্যাকারী কি দণ্ডের উপযুক্ত নয়?

ফকীর। বাপু, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে তো শত্রুবধ শাস্ত্রে বিধি ছিল, কিন্তু কলিতে শুন্‌ছি সে মহাপাপ!

রণেন্দ্র। আপনার কি আজ্ঞা?

ফকীর। বাপু আমার আজ্ঞায় তো পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডন হবে না। তা তোমার এ জিজ্ঞাসার কারণ কি?

রণেন্দ্র। গুরুহত্যার প্রতিশোধ দেব।

ফকীর। পার্‌লে ভাল, কিন্তু তুমি একা তো এক সেপাই দেখ্‌ছি।

রণেন্দ্র। প্রভু, আমি একা সত্য, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অবগত আছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

ফকীর। তুমি কি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ? দৃঢ়প্রতিজ্ঞের অর্থ কি তুমি অবগত আছ ? এক মন, এক ধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপপুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনীর কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুলতিলক পাশমুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে থাকো, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, প্রলোভনে সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে না। দেব, আমি অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, কিন্তু গুরুদেবের লালন-পালনে আমি বুঝতে পারি নাই, যে আমার পিতা-মাতা পরলোকে। বিষয়ত্যাগী মহাপুরুষ আমার সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য ক'রেছেন, কখনো কোন কুবচন বলেন নাই, আমি তাঁর একমাত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। আমার সেই গুরুদেবকে বিনা অপরাধে যবনে বধ করেছে। প্রভু! প্রলোভন কি এই প্রবল স্মৃতি অপেক্ষা বলবান্ ?

ফকীর। দেখ বাপ্, মহামায়ার সংসার, নারীরূপে তিনি পৃথিবীতে বিরাজ করেন। যদি নারী হ'তে তুমি দূরে থাকো, বোধ হয় অপর প্রলোভনে তোমায় বিচলিত করতে পারবে না, কিন্তু রমণীর বড় মুগ্ধকারিণী শক্তি !

রণেন্দ্র। প্রভু, রমণীর কি-সাধ্য আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ? কৌমার-ব্রত আমার জীবনের পণ, কুমারের ন্যায় বীর্য্যশালী হবো এই আমার উচ্চ আশা, রমণীর দাসত্ব করবো না আমার স্থিরসঙ্কল্প ; রমণী হ'তে আমার ভয় নাই।

ফকীর। বাপু, তোমার ভয় নাই, কিন্তু ঐ টুকুতেই আমার ভয় হচ্ছে। শুন রণেন্দ্র, যদি মহাকার্য্যে ব্রতী হয়ে থাকো, নির্ভয় হৃদয়ে অগ্রসর হও। যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছ, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো, কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। কামনা—এমন কি মুক্তিকামনা শূন্য হও। প্রকৃত পাশ-মুক্ত পুরুষের মুক্তিরও কামনা নাই;—দৃঢ়প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই। এই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষই প্রকৃত মুক্ত।

রণেন্দ্র। প্রভু, গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে, কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না।

ফকীর। এক ভয় রেখো। কালসর্পের ন্যায় রমণীসঙ্গ ত্যাগ ক'রো। দয়া, মায়া, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য—নারীপ্রলোভন নানা রূপ ধারণ করে। মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন।

ফকীর। আমার আশীর্ব্বাদ নয়, আপনাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করো, আপনার মনুষ্যত্ব উত্তেজনা করো, আপনার দেবত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখো। বাপু আমার একটা কথা। দেখ', হিন্দুস্থানে মহাসাহসী পুরুষ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রিয় ভারতবাসী পরকাল কামনা করে, সেইজন্য মুসলমানের পীড়নে বিচলিত হয় না, ভাবে এখানে ক'দিন! ক্রমে সেই সংস্কারে দারুণ কুফল উৎপন্ন হয়েছে। অনভ্যাসে কার্য্যকারী রজোগুণ দূর হয়েছে, সকলে তমোগুণে অভিভূত, এই নিমিত্ত সকলে কার্য্যভীরু। সংসারিক কার্য্যে সাহসহীন বটে, অপঘাতের ভয়ে অস্ত্রচালনা করে না, কিন্তু অন্তিমসময়ে দেখা যায়, যে, হিন্দুর তিলমাত্র মৃত্যুভয় নাই। অপর অপর জাতি যে সকল কথায়

উত্তেজিত হয়, পারত্রিক-প্রার্থী হিন্দুহৃদয় তাতে উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়রক্ষা, স্বদেশরক্ষা, এ সকল কথায় কর্ণপাতও ক'রে না; চায় মুক্তি, যে কার্য্যদ্বারা মুক্তিলাভ বোঝে, নির্ভিকহৃদয়ে সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এমন হিন্দু অতি বিরল, যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। দেখ, মুসলমানেরা দেব-দেবীর মন্দির ভঙ্গ করছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে। দেখা যায়, সে সময় তাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার, যে মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত, যবনযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়—কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়,—বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত হয়।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য,—প্রণাম।

ফকীর। চিরজয়ী হও।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) একি! সুদিন কি উদয় হলো! কুমার, কুমারী যবন-ধ্বংশে ব্রতী?—শুভলক্ষণ বটে! বৃদ্ধবয়সে কি সৎনাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন! (প্রকাশ্যে) বাপু চরণ, মেয়েটাকে খুঁজলে ভাল হয় না?

চরণ। আজ্ঞে হাঁ,—আপনি ঝোঁপে-ঝাঁপে যাবেন, আমি ডালে-ডালে খুঁজবো।

ফকীর। তবে এসো, সব বেঁধে ছেঁদে নাও। আমরা পরিব্রাজক, এক স্থানে থাকার আবশ্যক কি?

চরণ। আজ্ঞে বেঁধে-টেঁধে নেবো, না আগেই যাবো? ফিরে এসে আবার বেঁধে নিয়ে যাবো।

ফকীর। বাপু আর ফির্‌বো কেন? এ স্থান তো ত্যাগ কচ্ছি। বেঁধে নাও।

চরণ। তাও তো বটে, তাও তো বটে, আগেই তো বেঁধে টেঁধে নিতে হবে।

ফকীর। তাই তো বলি আমার চরণদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মহান্তের আশ্রম।

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী।

পরশু। কে তুমি বিধুবদনী জীবনদায়িনী?
কেন ছিন্নবেশা বিবসা তোমারে হেরি?
কেন উন্মাদিনীসম দম তেজস্বিনী বালা?
কোন কুল উজ্জ্বল জনমে তব?
কার সুখবাস করেছ আঁধার?
কহ, কোন' প্রয়োজন—
এ অধম পারিবে কি করিতে সাধন?
যদি সাধ্যাতীত হয়,
তবু সুহাসিনী, জেনো এ নিশ্চয়
চেষ্টার হবে না ত্রুটি,
প্রাণদাত্রী ইষ্টদেবী তুমি।

বৈষ্ণবী। প্রয়োজন করিবে সাধন ?
আছে এ জীবনে উচ্চ প্রয়োজন—
যবন-নিধন !
জান কি সুধীর, কার এই কুটীর আবাস ?
ছিল এক প্রাচীন পণ্ডিত ;
বিদ্যাচর্চ্চা বিদ্যাদানে ছিল চিররত।
জীবনে গরল তাঁর—
সাপিনীরূপিণী নেহার নন্দিনী !
পিতৃহত্যা করেছে যবন ;
করি নাই পিতার তর্পণ।
সাধ আছে মনে, পিতৃদেবতৃপ্তি হেতু,
প্রবাহিণী জাহ্নবী সলিল সম,
যবন-শোণিত-ধারে ভাসায়ে মেদিনী,
পিতৃদেবে করিব অর্পণ।
শুন শুন—নহে মম নিস্ফল জীবন ;
কৌমারী-কিঙ্করী এই হের উন্মাদিনী,
হৃদে মম জাগেন ঈশ্বরী,
শক্তিদান করিবেন শক্তিসঞ্চারিণী,
যবনকুলনাশিনী নেহার ভীষণা।
মম প্রয়োজন করিবে সাধন ?
ধর অসি ভীমবীর্য্যে ধরেছিলে যথা,
ভীমবীর্য্যে আক্রমণ করেছ যেমন—
ভীমবীর্য্যে পুনঃ হও যবন-নিধনে রতী ;
আছে কি শকতি ? সাধ্য হয়—সাধ প্রয়োজন।

পরশু। অদ্ভুত সংকল্প তব!

একাকিনী অনাথিনী বালা—নাহিক দোসর—

বাদ তব দিল্লীর ঈশ্বর সনে!

বৈষ্ণবী। এইমাত্র করেছিলে পণ,—

সাধ্যাতীত হয় যদি মম প্রয়োজন,

করি প্রাণপণ, কার্য্যোদ্ধারে করিবে উদ্যম।

বুঝিলাম, বাক্যমাত্র তব।

কিন্তু শোনো;—দৃঢ়-ব্রত জন—

মরণ সঙ্কল্প যার মনে—

অসাধ্য সুসাধ্য হয় তাহার উদ্যমে।

পাইয়াছ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভাব নাই অসাধ্য সাধন—

সেই কালে যবনে করিলে আক্রমণ;—

ছিল দুইজন, করেছ একাকী আক্রমণ;

একা তুমি, হয় নাই উদয় তোমার মনে।

জেনো স্থির—

সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে।

ভাব আমি একাকিনী নারী?

বাক্য মম উন্মাদ প্রলাপ?

নহি একাকিনী, নহে এ প্রলাপ!

বুঝেছি এখন—

অলক্ষিতে শতকোটী যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে,

জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,

ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন।

পরশু। বীরবালা, দাস আমি,
আমি তব সেনা একজন।
বুঝেছি বুঝেছি—কে করেছে বঞ্চনা আমায়,
কে নিয়েছে প্রাণের প্রতিমা হরে,
কে করেছে জীবন আঁধার ?
যবন—যবন !

বৈষ্ণবী। কোটি বক্ষে এইরূপ আছে শেলাঘাত—
কারো ধন করেছে হরণ,
কারো হৃদয়ের হার—রমণীরতন,
পুত্রহত্যা কার, কারো আবাস আঁধার,
যবনের নিত্যক্রীড়া মাতৃভূমি।

পরশু। বুঝিয়াছি, বুঝেছি ভৈরবী,
কহ দেবী, করিব কি কার্য্য অনুষ্ঠান ?
ধনাঢ্য কিঙ্কর তব,
আজ্ঞায় সর্ব্বস্ব পদে করিব অর্পণ।

বৈষ্ণবী। ভ্রাতা তুমি—নাহি সহোদর মম
প্রথম উদ্যমে কর সাহায্য প্রদান।
জান তুমি বহু বেশ্যা চাতুরী-নিপুণা ?

পরশু। লজ্জা কেন দিতেছ ভগিনি !
বেশ্যালয়ে অতীত শৈশবকাল,
বেশ্যালয়ে পোহা'য়েছে বিস্তর রজনী।

বৈষ্ণবী। যে অঙ্গনা অতিশয় চাতুরী-নিপুণা,
স্থান যেন দেয় মোরে তাহার আবাসে ;
অকপটে শিখায় চাতুরী ;—

আছে যত বেশ্যার মোহিনী
শিক্ষাদান করে যাহে মোরে।

পরশু। ভগ্নি—ভগ্নি, কি কথা পবিত্র মুখে তব,
একি তব অভিলাষ?
বুঝিতে দাসের মন কর কি ছলনা?
একি রঙ্গ ভীষণা-রঙ্গিণী?

বৈষ্ণবী। নহে এ ছলনা।
বুঝ কিবা অদ্ভুত কৌতুক :—
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে কর' অন্বেষণ,
করে নাই যবন পীড়ন,
হেন জন আছে কি ভারতে?
কিন্তু কে করেছে প্রতিদান?
যার নারী হরিয়াছে, কাঁদিয়া সয়েছে,
পুত্র, ভ্রাতা হত—করে নাই বচন নিঃসৃত,
সহিয়াছে চাহিয়া আকাশ পানে!
লইয়াছে ধন-জন,
ভগবানে করিয়া স্মরণ, ত্যজিয়াছে দীর্ঘশ্বাস,
করে নাই হস্ত উত্তোলন কেহ।
কিন্তু হের সামান্যা নারীর হেতু,
বীর সম যবনে বধিলে।
বেশ্যা বলি ঘৃণা কর' যারে,
তাচ্ছিল্য তাহার—
বলহীনে করিয়াছে বলীয়ান;
একাকী অভীত চাবি যবন-নিগ্রহে।

করো কার্য্য মম অভিপ্রায় মত ;
কার্য্যফলে বুঝিবে কি আয়োজন।
ভেবো না—ভেবো না,
কৌমারী, হৃদয়-বিহারিণী,
কার সাধ্য পরশে আমার কায়া !
নেহার কুমারী—
কারো নাহি অধিকার পতিত্বে আমার ;
রতি-রতীশ্বর কিঙ্কর-কিঙ্করী মোর।
বল কোথা কে আছে রমণী—চতুরতা-সুনিপুণা,
দাসী আমি হব গিয়া তাঁর।

পরশু। একান্ত বাসনা যদি তব,
প্রাচীনা জনেক বেশ্যা আছে এ নগরে—
ছিল মম পিতৃপ্রণয়িণী—
করেছিল পালন আমায়,
মাতৃহীন শিশুকালে আমি—
পুত্র সম করে মোরে জ্ঞান।
বিনা সে প্রাচীনা, অন্য কেহ নাহি এ সংসারে,
বিন্দুমাত্র অশ্রু দান করে মোর হেতু।
পত্র লয়ে যাও তার গৃহে
মম অনুরোধে—কন্যা সম রাখিবে যতনে।
পরশুরাম অধমের নাম,
দেহ কোন কার্য্যে অধিকার।

বৈষ্ণবী। তব সম ব্যথিত যে জন,
কর' অন্বেষণ।

বুঝা'য়ো তাহায়,
যবন অবধ্য নয় হিন্দু-অস্ত্রাঘাতে।
প্রতিশোধ শিক্ষা দেহ তারে।
হ'য়ে অগ্রসর, দেখা'য়ো তাহায়—
বীর করে যবনবিজয়—
অনায়াসে হয় সমাধান।
এসো, আছে লিখিবার আয়োজন.
পত্র দেহ, যাব তব ধাত্রীর আবাসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সোহিনীর বাটী।

সোহিনী ও যুবতীগণ।

সোহিনী। তুই সেই গানটা গা, গানের ভাব তো বুঝেছিস্? তুই গা'বি, সত্যি যেন তোর প্রাণ হ'তে গান উঠ্‌ছে; দেখি কেমন শিখ্‌লি।

১মা যুবতী। গীত।

নারীর মনে সরম নাইতো সই।
সকলি ফুরা'য়ে গেছে, তবু সই মন ভুলেছে কই॥
পুড়ে মরম হয়েছে ছাই, মরমে আর ব্যথা তো নাই,
সেই ভাল সে আছে ভাল, কইলো তারে চাই;
একলা ব'সে মনের ছলে, ভুলে তারি কথা কই॥

বুঝিলো মন যাদু জানে, নিরাশ হ'তে আশা আ'ন,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা সোনার স্বপন ভেসে যায় প্রাণে ;
বুঝা'লে মন কেঁদে বলে, সে বিনা কেমনে রই ॥

সোহিনী। গ্যাখ, সুরলয় ঠিক হয়েছে, কিন্তু গানে একটু বিষাদের ভাব রয়েছে দেখ্‌ছিস ?

২য়া যুবতী। হাঁগা তোমার এ বয়সে এত বিরহ এল্লো কোত্থেকে ?

সোহিনী। গ্যাখ্ আমাদের বেশ্যার প্রেম এই বয়সে; যৌবনে আমাদের প্রেমের অবকাশ নাই। এতদিন পরে কে মনের মানুষ ছিল, তা বোঝ্‌বার সাবকাশ হয়েছে।

২য়া যুবতী। যৌবনে প্রেম চাপা দিয়ে বুড়ো বয়সে বুঝি মরা আগুন জ্বালাতে হয়।

সোহিনী। জ্বালাতে হয় না গো, আপনি জ্বলে ওঠে।

যুবতীগণ।— গীত।

হয় না লো জ্বাল'তে পিরীত আপনি জ্বলে ওঠে।
মরা আগুন শুক্‌নো বুকে, জ্বলে ফিন্‌কি ছোটে ॥
গরবের সে দিন বয়েছে, মনে মনে সব রয়েছে,
চলে গেছে কত সয়েছে ;—
আঁতে আঁতে আঁক পড়েছে, বোঝে নি তো মন মোটে ॥
ভাবি সে তো আপন হ'ত, সয়েছে আর সইতো কত,
রাখ্‌লে তারে যেতো না সে তো ;
সব গিয়াছে তবু বালাই, তাড়ালে এসে জোটে ॥

সোহিনী। এই তো বুঝেছিস্।

৩য়া যুবতী। ওঃ—তোমার এত পিরীত ছিল গা? কি দিয়ে চাপা দিয়েছিলে?

সোহিনী। প্রাণের স্থসার, জীবনের সার, নারীর একমাত্র রতন—আত্মসমর্পণ সব ছেড়ে, প্রেম টাকার চক্‌চকানিতে চাপা দিয়ে রেখেছিলেম।

১মা যুবতী। এখন তো খুঁজে পেয়েছ?

সোহিনী। এখন খুঁজে পেয়ে আর কি কর্‌বো; তবে আগের কথা মনে ক'রে এক এক বার নিশ্বাস ফেলি।

যুবতীগণ।— গীত।

অযতনে দিয়াছি বিদায়।
জানিনে যৌবন-মদে মন বাঁধা তারি পায়॥
ভাবিনু গরব-ঘোরে, বেঁধেছি রূপের ডোরে,
রবে শত অনাদরে, মম প্রেম-পিপাসায়॥
অভিমানে যায় সে যখন, বুঝে তবু বোঝে নি মন,
ভালবাসা জনমের মতন, পায়ে ঠেলে চলে যায়॥

সোহিনী। ওলো এইবার তোরা বুড়ো-প্রেমের দরদ বুঝেছিস্। এখন যা, বেলা হয়েছে, বৈকালে আবার আসিস্।

[যুবতীগণের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও সোহিনীকে পত্র দান)

সোহি। (পত্রপাঠ করিয়া) মা, কে তুমি?

বৈষ্ণবী। তোমার দাসী, তোমার পরিচারিকা, তোমার কন্যা।

সোহিনী। মা, পরশুরাম পত্র লিখেছে, যে, তুমি তার ভগ্নীস্বরূপা।

পরশুরাম আমার পুত্রের অধিক। আজ হ'তে তুমি আমার কন্যা, পরমযত্নে পরম আদরে রাখ্‌বো। যদিচ তুমি মলিনবসনা, তুমি কদাচ সামান্যা নও। পরশুরাম, ভগ্নী বলে লিখেছে, কিন্তু আমাদের এই কুৎসিত-বৃত্তির উপদেশ দিতে লিখেছে। পরশুরামের প্রাণরক্ষা করেছ, সে তোমায় রাজরাণীর মত রাখ্‌তে পার্‌তো। তুমি কি ধনলোভে আমাদের এই বৃত্তি শিখ্‌তে এসেছ? মা, তোমার মুখ দেখে তো তা বোধ হয় না। যদি ধনলোভে এসে থাকো, আমার কেউ নাই, বিস্তর সম্পত্তি আছে, তুমি হেথায় আমার কন্যাস্বরূপ থাকো, এ সম্পত্তি তোমারই।

বৈষ্ণবী। না মা, তোমাদের মোহিনীবিদ্যা আমায় দাও।

মোহিনী। (স্বগতঃ) এ কি ! পাগল না কি ! পরশুরাম কি কোন কৌতুক করেছে। (প্রকাশ্যে) তুমি মোহিনীবিদ্যা লয়ে কি করবে ?

বৈষ্ণবী। মা মার্জ্জনা করো। শুনেছি যৌবনে তোমার মোহিনীশক্তিতে শত শত যুবক আকৃষ্ট হয়েছিল। মা, সে শক্তিবলে অতুল ঐশ্বর্য্য উপায় করেছ, কিন্তু সে শক্তির প্রকৃত মূল্য লও নাই। যে শক্তিপ্রভাবে শত শত যুবক—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে, তোমার শরণাগত হয়েছিল, যদি সেই শক্তি দ্বারা সেই যুবাবৃন্দকে উচ্চপদে চালিত করতে, তা হ'লে ভারতবর্ষে, ভগবতী ব'লে তোমার ঘরে ঘরে পূজা করতো। মা, তুমি অবশ্যই শাস্ত্র জানো ; অসুর-নিধন নারীর মোহিনী-শক্তিতেই হয়েছিল। মা, সেই মোহিনীশক্তি আমায় দাও, অসুর নিধন করবো, আবার ভারতবর্ষে দেবতার আধিপত্য প্রচার করবো।

সোহিনী। তুমি মানবী—না মায়াবী?

বৈষ্ণবী। তোমার ন্যায় মানবী, কিন্তু দেবী হবো আমার সাধ; পিতার তর্পণ কর্‌বো আমার সাধ। জড় ছিলেম, পিতার ভার ছিলেম, জড়ের কিছুই অধিকার নাই, এখনও আমি জড়, তাই পিতার তর্পণ করি নাই। যে দিন জড়ত্ব দূর হবে, সেই দিন মা, দেবতুল্য পিতৃদেবের তর্পণের অধিকারিণী হবো।

সোহিনী। মা তুমি যে হও, তুমি যে কার্য্যে এসে থাকো, হেতায় থাকো, আমি তোমায় শিক্ষা দেবো। এসো—এ মলিন বেশ পরিবর্ত্তন কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান
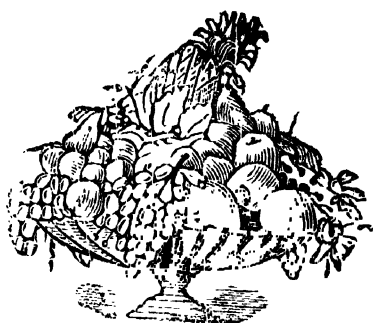
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

ফকীররাম, চরণদাস ও নাগরিকগণ।

১ম-নাগ। কোথায় যাব ? এ অত্যাচার আর কত সহ্য করবো ?

২য়-নাগ। থাক্‌বার যদি স্থান থাক্‌তো, তা হ'লে যে দিন বাড়ী পুড়িয়েছিল, সেইদিনই দেশত্যাগ করতেম।

১ম-নাগ। উঃ। যুবতী স্বর্ণপ্রতিমা পরিবারকে ধরে নে গিয়ে মুসলমান ক'রেছে, খাজনার জন্যে দশবছরের ছেলেকে গাছে টাঙ্গিয়ে মেরেছে।

২য়-নাগ। আমার ইচ্ছা হয়, আমাদের সৎনাম-সাম্প্রদায়িক যত হিন্দু আছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্র হ'য়ে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি। দিন দিন এ নিদারুণ জ্বালা সহ্য অপেক্ষা একেবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া শ্রেয় !

ফকীর। আহা, সাধু—সাধু !

চরণ। আহা, বধূ—বধূ !

২য়-নাগ। বলুন,—আর কি উপায় আছে ?

ফকীর। যুক্তি—সদ্‌যুক্তি বটে, কিন্তু ভাব্‌ছি একটা অগ্নিকুণ্ডে তো সব সৎনামী সম্প্রদায় পুড়্‌তে পারবে না।

২য়-নাগ। নিজ নিজ গৃহে অগ্নিকুণ্ড ক'রে সপরিবারে পুড়ে মরুগ্‌।

ফকীর। মুসলমানেরা টের পাবে। সন্ধান পেয়ে, ফৌজদারের পাইক এসে যদি বলে যে,—'খপরদার কাফের, বাদ্‌সার হুকুম, মর্‌তে পার্‌বি নে,'—তখন কার আর সাহস হবে বল যে, আগুনে ঝাঁপ দেয় ? তখন কুয়ো হ'তে জল তুলে সব অগ্নিকুণ্ড নিভাতে হবে।

চরণ। তাই তো বাদসার হুকুম ঠেলে কে মর্‌বে বল ? কার এমন বুকের পাটা ?

২য়-নাগ। মহাশয়, যে মরণে কৃতসঙ্কল্প, তার আর বাদ্‌সায় ভয় কি ?

ফকীর। বটে, মরণে কৃতসঙ্কল্প হ'লে, বাদসার ভয় থাকে না ? তা তো আমি জানি নে,—হায় হায় এতদিন তা জানি নে—তা জানি নে।

চরণ। তা জানি নে—তা জানি নে।

৩য়-নাগ। জান্‌লে কি ক'র্‌তেন ?

ফকীর। অন্ততঃ একটা যবন বধ ক'রে মর্‌তেম। না—না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না ! নর-হত্যা,বাপ্‌রে ! শত্রুহত্যা—অত্যাচারীহত্যা—পুত্রহন্তাহত্যা—নারী-বলাৎকারী-হত্যা—জাত্‌-কুল-ধন-জন-সর্ব্বস্ব-অপহরণ-কারীহত্যা,—মহাপাপ ! মহাপাপ !! সত্ত্বগুণ নাশ হবে ! সত্ত্বগুণ নাশ হবে !!

চরণ। বাঁশ হবে—বাঁশ হবে!

৩য়-নাগ। সে কি সম্ভব! মুসলমান বলবান। যবন বধ করবেন?

ফকীর। **বাপু, না বুঝে ব'লে ফেলেছি। মুসলমানের গায়ে তো তলোয়ার বসে না!**

চরণ। মাছিটী বসে না,—পিছ্‌লে পড়ে!

১ম-নাগ। আমরা মরণে কৃতসঙ্কল্প;—এসো প্রতিশোধ দিয়ে মরি এসো।

ফকীর। অমন কাজ করবেন না—অমন কাজ করবেন না! ছি ছি অমন কথা মুখে আনবেন না। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিশোধ দেওয়া সেকালে ছিল, একালে ও কথা বলতে নাই—মুখে আন্‌তে নাই! যে প্রগাঢ় তমঃতে আমরা আচ্ছন্ন আছি, সেরূপ প্রস্তরবৎ অত্যাচার সহ্য কচ্ছি, প্রতিশোধ কথা মুখে আন্‌লে সে তমঃর কিঞ্চিৎ হ্রাস হবে। বৃক্ষ-প্রস্তরকে আদর্শ করতে হবে;—এই যত নুড়ি আর গাছ আছে,—সহ্যগুণে সব নির্ব্বাণ হবে! আহা বৃক্ষ-প্রস্তর, তোম্‌রাই যথার্থ হিন্দু—তোম্‌রা যথার্থই সৎনামী! কি বলেন?

১ম-নাগ। মহাশয়, আপনি কি বলেন?

ফকীর। কিছুই নয়, আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো,—ঠিক বলে দেবে। নিত্যই অন্তর সে উপদেশ দেয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার ক'রেছে। যদি বলবান্ হ'তে, যদি যবনকে মার্জ্জনা করতে পারতে, অত্যাচারে যদি বিচলিত না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে যবনকে না অভিশাপ দিতে, তাহ'লে জানতেম, যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু তা

নয়,—তোমার মার্জ্জনা ভয়ে ;— যবনের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পড়্‌তে চাচ্ছো, কিন্তু যবন সম্মুখীন হ'তে সাহসী হচ্ছো না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় দেবে ? মাতৃভূমীর দুঃখে অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, হায় এমন সাহসী কেউ নাই !

২য়-নাগ। বলবান্ মুসলমান এ কথা নিশ্চয়।
যে কার্য্যে নিশ্চয় পরাজয়,
যুক্তি কভু নয়—হেন কার্য্যে হস্তার্পণ।
কি ফল লভিবে—পরাজয় হবে,
অত্যাচার বাড়িবে তাহায়।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। অত্যাচার অধিক কি হ'বে ?
ভ্রমি মাতৃভূমি,—
হের কত মন্দির পতিত,
ক্ষেত্র কত শস্যহীন,
মরে প্রজা অনাহারে,
যবনের অস্ত্রাঘাতে শব রাশি রাশি,
শত গ্রাম অরণ্যসমান,
অট্টালিকা পশুর আবাস,
কত শত সুন্দরী কামিনী
যবনী, যবন-বলাৎকারে ;
অত্যাচার বাড়িবে কি আর ?

১ম-নাগ। এখনো রয়েছি সবে কন্যাপুত্র লয়ে,
বিচার-আলয়ে দণ্ড পায় অত্যাচারী।
কিন্তু হ'লে বিগ্রহে সজ্জিত,
গ্রাম পোড়াইবে, স্ত্রী পুত্র বধিবে,
ধ্বংস হবে সৎনামী-সম্প্রদা'।
সমরে সজ্জিত মোরা হব কত জন?
অসংখ্য যবন,
জেনে শুনে ধ্বংস কেন করি আকিঞ্চন?

২য়-নাগ। নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র, নাহি লোকবল,
সম্প্রদায় কিরূপে বা ঐক্য হইবে?
হইতে যবনপ্রিয়, অর্থ-লালসায়—
কেহ বা করিবে গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ,
ধ্বংস হব' প্রথম উদ্যমে।

ফকীর। এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙ্গায় সাঁতার শিখে জলে নাম্‌তে হবে। খালি সভা ক'রে, বাদ্‌সার কাছে আবেদন পাঠান যাক্‌।

চরণ। হাঁ, হাঁ, সভা কর্‌তে হবে!

রণেন্দ্র। কি হেতু যবনগণ অজেয় ভারতে?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ;—
দ্বেষ-হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি-অভিমান—

দূরীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ।
অবথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে ;
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা ভাব গত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।

২য়-নাগ। মহাশয়, রাজপুতনায় রাজপুত্রগণ
প্রকাশিল অসীম বিক্রম।
কিন্তু কি ফল ফলিল ?
হিন্দুরক্ত বহিল কেবল,
এই মাত্র পরিণাম।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্যম,
চিতোর না হইল উদ্ধার।
প্রতিদুর্গে জহরব্রতের অনুষ্ঠান,—
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল রাজপুত-বালা,
বীরগণে শোণিত দানিল ;
পুত্রকন্যা সনে মহারাণা ভ্রমিল কাননে
নিষ্ফল সকলি কাল যবন-বিগ্রহে।

রণেন্দ্র। ভেদবুদ্ধি পরাজয় হেতু।

যবে বীরবর মানসিংহ অম্বর-ঈশ্বর,
অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে,
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিলেন রাণা।
বাদসাহে ভগিনী-অর্পণ
ঘৃণার কারণ তাঁর।
অভিমানে হ'ল বন্ধুভেদ,
হলদিঘাটে বহিল শোণিত,
রাজপুত—রাজপুত প্রতিবাদী

২য়-নাগ। মহাশয়,
যবনে ভগিনী দান করিল যে জন,
নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন।

রণেন্দ্র। এই শাস্ত্রব্যাখ্যা বীর, ভেদবুদ্ধি হেতু।
সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্য জ্ঞান।
হ'লে অনাচার, আছে প্রায়শ্চিত্ত তার,
তথাপিও হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে।
কিন্তু মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে,
ভোজনে তাহার সনে
হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।
যে সকল রাজপুতগণে
মুসলমানসনে কুটুম্বিতা করিলা স্থাপন,
মহারাণা ত্যজি অভিমান,
সে সকলে দানিলে সম্মান,
আত্মহীন জ্ঞানে সবে, যবনে শিরে

শ্রেষ্ঠমানি নেতৃপদে বরিত রাণায়।
পরে একত্র হইয়ে—যবনে করিলে দূর
হিন্দু রাজা বসিত ভারত-সিংহাসনে।
মুসলমান-সংস্পর্শে হয় যদি পাপের সঞ্চার,
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন,
হইতেন মহারাণা মোক্ষ-অধিকারী।
দেখ হিন্দুর কি ভ্রম।
করি বৃথা অভিমান
বান্ধব-স্বজন করিয়াছে পরিত্যাগ ;
মিত্র ছিল, শত্রু এবে সবে।
উচ্চ-পদস্থিত আছে বহু হিন্দুগণ
ঘৃণা মোরা করি সে সবারে।
না করি বিচার, যবনের অধিকারে—
যাবনিক-বিদ্যা উপার্জ্জনে,
যাবনিক-বৃত্তিভোগ মাত্র দোষে
যবনত্ব জন্মে নাই সে সবার ;
কিন্তু সে সবারে যবন সমান করি জ্ঞান।
এই ঘৃণা হেতু, সুশিক্ষিত হিন্দু যুবাগণে
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান।

তয-নাগ। আর্য্যবংশ-নির্ম্মলতা কিরূপে রহিবে ?
যবনের সংস্পর্শে ধর্ম্ম নাশ হবে !
তব উপদেশমত কার্য্য যদি হয়,
সনাতন ধর্ম্ম নাহি রহিবে ভারতে।

নগেন্দ্র। করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা,

কিন্তু স্বজাতীরে ঘৃণা প্রথম প্রক্রিয়া তার।
অথবা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ
জন্মিয়াছে হেন সংস্কার।
জনকের অবতার মহাত্মা নানক—
এই ভেদ-বুদ্ধি নাশ হেতু,
শিখ ধর্ম্ম করেন প্রচার ;—
হিন্দু হয় মুসলমানগণে।
দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেহ হইলে যবন,
শিখ সম্প্রদায় তারে করিবে গ্রহণ,
যবন যেমন—
হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান,
পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ,
হয় সে নির্ম্মল লয়ে ঈশ্বরের নাম।
হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ।
কিন্তু শতমুখে ঘোষে—
মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে !
হায় হায় !　কিবা বিড়ম্বনা,
ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম যার —
কুঞ্চিত কুটিল ভাব ব্যবহারে তার

ভন্ন-নাগ। হেন তব হয় কি ধারণা—
পরাজয় হইবে যবন ?

রণেন্দ্র। দমিত যবন হের মহারাষ্ট্র-বলে।
ধনহীন জনহীন পার্ব্বতীয় যুবা,
শিবজী ভারতপূজ্য,

দিল্লীশ্বরে করিলা দমন,
স্থাপিলা স্বাধীন-রাজ্য অসি-সঞ্চালনে।
কর' সাহস আশ্রয়—
উপেক্ষিয়া জয় পরাজয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি সবে হই অগ্রসর।

২য়-নাগ। সভয় ভারতবর্ষ যবন-বিক্রমে।
হয় যদি বিরোধী সৎনামী—
কে করিবে আশ্রয় প্রদান?
হব মাত্র সমূলে নির্ম্মূল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা;—
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন।
মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার,
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী;—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান, সংসারে অসাধ্য কিবা তার?
হে ধীমান্! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রিত;—
উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান

মহা কার্য্য কার অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমি মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত কার পুণ্যধামে।
এস ভাই মোক্ষলুব্ধ-চিত্ত কেবা,
এস এস মহাকার্য্যে কর' যোগদান!

২য়-নাগ। মহাশয়, আমি আপনার দাস, আমায় গ্রহণ করুন। আমার ধন, মান, জীবন এ সমস্ত আপনার চরণে অর্পণ করলেম। পারি যদি মাতৃভূমির জন্য শোণিত দান করবো।

সকলে। আমি—আমি—জয় সংনাম!

ফকীর। দেখো, সংনামের নাম গ্রহণ করলে, সে নাম না কলঙ্কিত হয়।

সকলে। কদাচ নয়! জয় সংনাম!

২য়-নাগ। আমাদের কার্য্য বলুন?

রণেন্দ্র। যেখানে যবনচর পীড়ন করচে দেখবেন, সেইখানে পীড়িতের সাহায্য করুন; ঘরে ঘরে মন্ত্রণা দেন, নিজ আদর্শে অন্যকে উৎসাহ প্রদান করুন। এই স্থানে আমরা আবার কল্য একত্রিত হবো।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

ফকীর। বৎস, কতদূর কৃতকার্য্য হ'লে?

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার চরণ-প্রসাদে অনেকেই যবন-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত। প্রতি অট্টালিকায়, প্রতি কুটীরে আমি যথাসাধ্য উৎসাহ দান করেছি। যে সকল হিন্দু যবনের ভৃত্য হ'য়েছে, তারাও কার্য্যকালে যবন-পক্ষ ত্যাগ ক'রে আমাদের

সাহায্য কর্‌বে;--এ প্রদেশে সকল যবন-গৃহে, যবন-বিরোধী হিন্দু সুযোগ-কামনায় অবস্থান কর্‌চে।

ফকীর। আমি এক সংবাদ শুন্‌লেম, পরশুরাম নামে কে একজন তোমার ন্যায় গৃহে গৃহে উত্তেজনা দান কচ্চে। সত্য মিথ্যা চরণ আজ সন্ধান নিতে যাবে—সে যবনের চর না সত্য কোন মহাত্মা সৎনামী!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

বৈষ্ণবী ও যুবতীগণ।

১মা যুবতী। সখি, আমরা হীন নারী, আমাদের হ'তে কি হবে?

বৈষ্ণবী। আমরা হীন! লোকে আমাদের হীন বলে, তাইতে আমরা হীন! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নারীগর্ভে জন্মেছেন, নারীর জন্য লক্ষ্যভেদ ক'রে শতরাজাকে পরাজয় করেছেন। আমরাই বীর প্রসব করি। সহধর্ম্মিণীরূপে আমরাই বীরকে উৎসাহ দিই। সকলেই নারীর--সংসার নারীচালিত। আমরা হীন! অকারণ আমরা আমাদের হীন বিবেচনা করি।

১মা যুবতী। সখি, আমরা খেলার জিনিস, আমাদের নিয়ে খেলা করে।

বৈষ্ণবী। আমরা খেলার জিনিস হই, তাই আমাদের নিয়ে খেলা করে। আমাদের রূপলাবণ্য, হাবভাব, মুনিমুগ্ধকারিণী সঙ্গীত-ধ্বনি, কাব্যালাপ এ সব কি খেলার জিনিস? যা'তে দেবতা মুগ্ধ হয়, তা কি খেলার জিনিস? লোকে যার জন্য সর্ব্ব-স্বান্ত হয়, তা কি খেলার জিনিস?

২য়া যুবতী। সই, চিরকালই তো খেলার জিনিস হয়ে আস্‌ছি। যতদিন যৌবন, ততদিনই আদর, তারপর বাসিফুলের মত পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়।

বৈষ্ণবী। সে আমাদের দোষ। আমরা মনে করি, তোষামোদ করে, পদানত হয়ে, পরপুরুষকে বশে রাখ্‌বো। যদি তোষামোদে পুরুষ বশ হতো, তা হ'লে কেউ আপনার নারী ছেড়ে আমাদের কাছে আসতো না। আমরা বিদ্যাবলে আকর্ষণ করি;—সে বিদ্যা পুরুষের পায়ে ফেলে দিলে, পেলে যাবেই তো। যদি প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিতেম, যদি আমার জেনে তার হতেম, তা হ'লে কি ছেড়ে যেতো? আম-রাও ভোলাতে চাই, তারাও সখ ফুরা'লে চলে যায়। কিন্তু দেখ ভাই, যদি ইচ্ছা করি, আমরা জনে জনে বীরাঙ্গনা হ'তে পারি।

৩য়া যুবতী। দিদি, তোমায় তো বলেছি, তুমি যা বলবে তাই শুনবো, তুমি যে রকমে চালাবে, সেই রকমে চলবো।

বৈষ্ণবী। ভাই দেখো, হোক্ না হোক্, মনের সাধ মিটাই এসো। যদি এমন একটী উপপতি পাই, যে বীর, ধীর, মান্য, গণ্য, শত্রুযুদ্ধজয়ী, পরমসুন্দর, আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমনি উপপতি হ'লে কেমন হয়?

৩য়া যুবতী। দিদি, তোর সব কথাই খেপীর মত।

বৈষ্ণবী। তা খেপীই হই আর যা হই, আমার প্রতিজ্ঞা, যে, ভীরু পুরুষকে কখনই অঙ্গ স্পর্শ করতে দেব না। যে নারীপ্রকৃতি, সে আবার নারীস্পর্শ করবে কেন? আমি বীরবেষ্টিতা বীরনারী হ'য়ে বেড়াবো।

৩য়া যুবতী। তা ভাই, তোমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, তুমি পারো।

বৈষ্ণবী। তুমিও পারো, আমরা সকলে পারি। কি পারি জান,— মুসলমানের ভয় হ'তে হিন্দুস্থানকে পরিত্রাণ করতে পারি, মুগ্ধকারিণী শক্তিবলে পুরুষকে উত্তেজিত ক'রে একাকী শত যবনের সম্মুখীন করতে পারি, হীন বেশ্যা ব'লে জগতে যে ঘৃণা আছে, সে ঘৃণা দূর ক'রে ভারতে পরমারাধ্যা হই! দেখো, আমাদের সকলকে কোন না কোন ধনাঢ্য যুবা উপাসনা ক'চ্ছে, জনে জনে সহস্র সহস্র জনের উপর অধিকার। আমরা যদি তাদের বলি, ভালবাসার পরীক্ষা দাও, তা হ'লে কি তারা দেয় না? যে পেছোবে, তার সঙ্গে প্রণয় কিসের? কেন তারে যৌবন দেব? যে ধনও দেবে, প্রাণও দেবে তারই হবো,—নইলে কার!

২য়া যুবতী। আচ্ছা ভাই, দেখি, তুমি কি খেলাটা খেলো।

বৈষ্ণবী। আমার খেলা নয়:—আর ভারতললনার খেলার সময় নাই। ভারতললনা অনেক দিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই। কুলাঙ্গনারা চিরপরাধীনা, স্বামীর অধীন হয়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে। ভারতকে উৎসাহ প্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহ প্রদানে শিক্ষাদান

আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু-অাস কোষমুক্ত দেখা আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান করতে উত্তেজনা করা আমাদের কাজ। এসো, সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই ; হীনের হীন হ'য়ে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ হবো। এই ভারতবর্ষে আমাদেরই গৃহে বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর, আমাদেরই উৎসাহে স্বকার্য্যসাধনে যত্নশীল হয়েছে। গুণী, ধনী, মানী সকলেই এই বারাঙ্গনাগৃহে এসে আমোদ করেছে ; তখন ভারতের সুদিন ! ধরাপতি আমাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন। কিন্তু সে দিন আর নাই। গুণবতী নারীর প্রশংসা-লালসায় পরস্পর প্রতিযোগী হ'য়ে,কবি কবিতা রচনা করেছে, চিত্রকর চিত্র অঙ্কণ করেছে, গায়ক গান করেছে ; যুদ্ধকালে বারাঙ্গনা জয়ধ্বনি দিয়ে বীরের কল্যাণ কামনা করেছে। সে দিন ফুরোয় নাই। আমরা ইচ্ছা করলে আবার আমাদের সে দিন ফিরে আসে।

২য়া যুবতী। দিদি, সত্যই তোমার কথায় মন সতেজ হয়। দেখি কি হয়, সকলে তোমার মতেই চলবো। ঐ সব আসছে, তোমার সেই গানটী গাও।

(যুবাগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী :— গীত।

দেখিস্ লো কে জানে নারীর মান।
যেচে প্রাণ বেচলে ধারে পদে পদে অপমান॥
সাম্‌লে থাকিস্ হ'স্‌লো হুঁসিয়ার,
প্রাণ সঁপে দিস্ আপন প্রাণের কদর আছে যার ;
মানী বিনা ধারে কে আর নারীর মানের ধার !
যার মান গেছে তার প্রাণ কি আছে,—আছে শুধু কথার কাণ॥

জীবন যৌবন দেব লো যারে,
দেখ্‌বো সে কি ভার নিতে পারে,
যার কোঁচ্‌কানো প্রাণ মচ্‌কে যাবে প্রাণ দিলে তারে ;
যে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে—করবে দরদ নারীর প্রাণ ॥

কবি-যুবা। আমি একটা কবিতা লিখেছি শোনো।

বৈষ্ণবী। কবিতার ভাব্‌ তো এই—একটা নায়ক একটা নায়িকার মুখচুম্বন কচ্ছে! নয় তো কোন নাগর, নাগরীর বিরহে হা-হুতাশ কচ্ছে! ও কবিতা শুন্‌বো কি, আমরা নিত্য দেখি।

কবি-যুবা। বাবা, প্রেমছাড়া আর কবিতা কি হয় বল'?

বৈষ্ণবী। তোমার মত কবির আর কি কবিতা হবে! "প্রাণ রে তোর জন্যে মরি" ও শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে!

কবি-যুবা। আচ্ছা চাঁদ, কাল 'মারকাট' লিখে আন্‌ছি।

বৈষ্ণবী। দেখ লিখো, দশজন হিন্দু পালাচ্ছে, আর একজন মুসলমান পয়জার পেটা কচ্ছে।

চিত্রকর-যুবা। আচ্ছা, আমার এই চিত্রখানি দেখ; এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর আমি তুলি ধরবো না। দেখো চিতোর-কামিনীরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর বীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে শত্রুশিবির দিকে ছুটছে।

বৈষ্ণবী। কি—কি, দেখি—দেখি! এরা কি আমাদের মত নরনারী, না কল্পনা ক'রে চিত্র করেছো? এত পুরুষ, এত মেয়েমানুষ প্রেম না ক'রে ওরা আগুনে পড়্‌ছে,—আর এরা মুসলমান মারতে ছুটেছে? মিছে কথা, তুমি ছবি পুড়িয়ে ফেলে দাও।

চিত্রকর যুবা। ওঃ, ন্যাকা হচ্ছেন; চিতোরের ঘটনা জানেন না।

বৈষ্ণবী। আমাদের মন দিয়ে কেমন ক'রে বুঝবো বল, যে, যবনে স্পর্শ করবে ব'লে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আর তোমাদের দেখে কিসে বিশ্বাস করবো, যে, পুরুষমানুষ যবনের সম্মুখে অস্ত্র তুলে যেতে পারে!

চিত্রকর-যুবা। কেমন হয়েছে, একবার চাঁদমুখে বলো না?

বৈষ্ণবী। যা বুঝিনে, তা আর ব'লবো কি। দেখ্‌তো ভাই তোরা, ব্যাটা ছেলে না কি আবার যবন মারতে যায়, না তলোয়ার কোমরে বেঁধে আমাদের বাড়ীতে এসে বলে,—"প্রাণ প্রিয়ে, একবার চাঁদমুখ তুলে চাও!"

১মা যুবতী। হ্যাঁ হে, দিদি রোজ রোজ লজ্জা দেয়, তোমরা কেউ দু'জন যবনকে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পার না?

৩য় যুবা। মারতে পারবো না কেন? তারপর বাদসার হ্যাপা সামলায় কে,—তুমি?

৪র্থী যুবতী। তবে তোমরা এই বাড়ী নাও, আমাদের মত লজ্জা-গজ্জা করে বসো; আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের এক একখানা দাও, দেখ আমরা বাদসাকে ভয় করি কি না।

৩য় যুবা। আর তলোয়ার কেন চাঁদ, তোমাদের নয়নবাণে একশো বাদসার মুণ্ড ঘুরে যায়।

বৈষ্ণবী। আমাদের আর নয়নে বাণ কি বলো! যদি নয়নে বাণ থাকতো, তা হ'লে তোমাদের বুকের গণ্ডারের চামড়া ভেদ করতো, তোমাদের মনে ঘৃণা হতো, স্ত্রীপুত্র যবনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা সহ্য করতে পারতে না। যাক্‌, আমোদ করতে এসেছো, বসো, গান শোনো, আমোদ করো, কিন্তু প্রেমের

কথা বলো না ;—প্রেম বীরের, কাপুরুষের নয়,—জেনো বীর ব্যতীত কেউ নারীর প্রাণ পায় না।

রঘুরাম। তুমি আমার একটা কথা শোনো, তোমার ঘরে চলো।

বৈষ্ণবী। কথা তো সেই—তুমি ভালবাসো ; তা আমার কি ? তুমি রাজকুমার, তোমার ধন আছে, আমায় দেবে—এই না ?

রঘুরাম। আমি যথাসর্ব্বস্ব দেব।

(ইত্যবসরে যুবাগণের বাঞ্ছিত যুবতীগণের সহিত পরস্পর কথোপকথন)

। তা আমি জানি। তুমি তো দেবে, তারপর মুসলমানের রাজ্য, যদি কেড়ে নেয়, আমি কি করবো ?

রঘুরাম। তুমি না বলেছ, তোমায় যে ভালবাসে, তাকে তুমি ভালবাস্‌বে ?

বৈষ্ণবী। হ্যাঁ বলেছি।

রঘুরাম। তবে এখন যদি মিথ্যা কথা কও, ধর্ম্মে সবে না।

বৈষ্ণবী। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কি ! কোন্ ধর্ম্ম ? হিন্দুধর্ম্ম, যবনধর্ম্ম না ম্লেচ্ছধর্ম্ম ? আমরা হিন্দু, আমরা কি ধর্ম্ম মানি ?

রঘুরাম। তা বটে, তুমি পাষাণী, তোমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই—তুমি পাষাণী !

বৈষ্ণবী। তোমার কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে ? তোমার কি প্রাণ আছে ?

রঘুরাম। যদি দেখাবার হতো, বুক চিরে দেখাতেম।

বৈষ্ণবী। প্রাণ বুক চিরে দেখাতে হয় না, কার্য্যে দেখাতে হয়। বিধর্ম্মী যবন, শত শত স্বধর্ম্মীকে দিন দিন হত্যা করছে দেখ্‌ছো, তোমার প্রাণ আছে, তোমার ব্যথা লাগে না ! শত শত বালকহত্যা, বৃদ্ধহত্যা, বলাৎকার তোমার চক্ষুর

উপর হচ্ছে, তোমার প্রাণ আছে, ব্যথা লাগে না! যবনেরা মন্দির ভঙ্গ করে মসজিদ নির্ম্মাণ করছে, তোমার ধর্ম্ম আছে, তোমার ধর্ম্মে এ সকল সহ্য হয়! পুণ্যস্থান তীর্থস্থান কলুষিত হচ্ছে, তোমার কর্ম্ম আছে, অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে নিবারণ করো না! বল্‌ছো আমায় ভালবাসো, তুমি কারেও ভালবাসো না, তোমার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তুমি জন্মভূমিকে ভালবাসো না, স্বজাতিকে ভালবাসো না, আপনার পরিবারবর্গকে ভালবাসো না; তুমি আপনার ধর্ম্ম ভালবাসো না, মনুষ্যত্ব ভালবাসো না, ভালবাসো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তাই আমার উপাসনা কচ্ছো। যদি পৃথিবীতে কোন বস্তু তোমায় ভালবাস্‌তে দেখ্‌তেম, তা হ'লে বুঝ্‌তেম, একদিন ভালবাস্‌তে পারো। কিন্তু বুঝ্‌লেম, তোমার হৃদয় ভালবাসাহীন,—হিন্দুর হৃদয় ভালবাসাহীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভালবাসা—মুখের কথা, অন্তর অসার।

(যুবা ও যুবতীগণ পরস্পর পৃথক হইয়া একদিকে যুবাগণের ও অন্যদিকে যুবতীগণের কথোপকথন)

রঘুরাম। তুমি কে? তুমি এ স্থানে কেন?

বৈষ্ণবী। তোমারই জন্য।

রঘুরাম। ব্যঙ্গ রাখো, বল? যদি তোমার ভালবাসার যোগ্য হ'তে পারি, তা হ'লে কি তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণবী। যখন ভালবাসার যোগ্য হবে, আমি কোন ছার, জগতের তুমি আরাধ্য বস্তু হবে।

রঘুরাম। আচ্ছা, পরের কথা পরে। বুঝেছি, প্রাণবিসর্জ্জনে তোমার ভালবাসা কিনতে হবে। ভালবাসো আর না বাসো, যদি

আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, জেনো তোমার ধ্যান ক'রে মরেছি।

[প্রস্থান।

(যুবতীগণের বৈষ্ণবীর নিকট আগমন)

১মা যুবতী। দিদি, তুমি মানুষ নও। বুঝ্‌তে পেরেছি, যে, আম্‌রা যুবাদের নরকগামীও কর্‌তে পারি, আর মনে কর্‌লে সৎকাজেও লওয়াতে পারি। আমরা এই পরস্পরে বলাবলি কচ্ছিলুম,—আম্‌রা যার যার সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলেই আমাদের কথা শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল,—বিলাস-চক্ষে না দেখে উপাসনার চক্ষে আমাদের দেখ্‌লে। আমাদের প্রতি অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে বলে বোধ হ'ল। তুমি ওদের সঙ্গে কথা কইলে ঠিকটী বুঝ্‌তে পার্‌বে।

বৈষ্ণবী। (দূরস্থিত যুবাগণের প্রতি) ওহে এসোই না, এত পরামর্শটা কিসের ? এসো না বসো, একটু আমোদ করি।

২য় যুবা। দেবি! যদি দিন পাই, আমোদ করবো, তোম্‌রা প্রকৃত আমোদের বস্তু! আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, আমরা কাপুরুষ। তোম্‌রা বেশ্যা নও—দেবাঙ্গনা, আমাদের মনুষ্যত্ব দান করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছ। পারি যদি মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেব,—নচেৎ অস্থিমাংসের ভার আর বহন করবো না। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

সকলে।— গীত।

ঢালিব রুধির জননী পিপাসিতা,
নাশিতে শোণিত সলিলে তৃষিতা,
কাঁদিতা [illegible] প্রসাদ।

কঠোর নিনাদিনী নারী রণাঙ্গনে,
সনাতন কেতন উড়িবে গগনে,
সন্তান পূজিবে পুন তরবারী,
কুসুম চন্দন অর্পিবে নারী,
প্রজ্জ্বলিত হৃদি আরতি কারণ,
ধূপ দীর্ঘশ্বাস অনল বরিষণ,
অর্ঘা-সলিল যবন-রক্ত-হ্রদ
রঙ্গিণী নর্ত্তণ ভীষণ আমোদ,
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পরশুরামের গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ।

যবনবেশে পরশুরাম ও অন্যান্য সৎনামীগণ।

পরশু। ভাই, তোমরা আমায় মার্জ্জনা কর'। তোমরা জনে জনে বীরপুরুষ, যথার্থ সৎনামের উপাসক, কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের পরীক্ষা ক'রে বুঝ্‌লেম, যে নিষ্ঠুর যবন কোন প্রকার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের নিকট আমাদের গুহ্যমন্ত্রণা জান্‌তে পার্‌বে না। এ বিষম সময়ে পরীক্ষা আবশ্যক ব'লেই উৎকট পরীক্ষা করেছি। তোমরা মার্জ্জনা কর।

১ম সৎ। পরশুরাম, কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাস ব্যতীত এ কার্য্য কখনই উদ্ধার হবে না। তোমার পরীক্ষা দ্বারা আমরা বুঝেছি, মৃত্যুভয়ে, যন্ত্রণাভয়ে, সৎনামী-যুবা যবনের অধীন হবে না।

(দুইজন যবনপাইকবেশী সৎনামীসহ বন্দী অবস্থায় যবনবেশী চরণদাসের প্রবেশ)

১ম য-পাইক। সর্দ্দার, এ ব্যক্তি সৎনামী, রাজদ্রোহী; সৎনামী পরশু-রামের অনুসন্ধান কচ্ছে।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। মোল্লার ছাওয়াল।

পরশু। তুমি হিন্দু—সৎনামী,—প্রাণভয়ে মিথ্যা কথা ক'চ্ছ; কিন্তু মিথ্যায় কোন ফল হবে না। যদি জীবনে প্রয়াস থাকে, সত্য বল; নচেৎ অগ্নিদ্বারা তোমায় দগ্ধ ক'রে বধ করবো।

চরণ। মোল্লার ব্যাটা, সাতপুরুষে মিছে জানি নে। করিমবক্স মোর ফুপু, কালু মিঞার বেটী মোর বাপের নিকে। দৈ আল্লা, মুই মিছে জানি নে।

পরশু। তুমি হিন্দু।

চরণ। আরে হিন্দুর বাপের ভিটে চষি।

পরশু। তুমি সৎনাম-উপাসক।

চরণ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তোবা—তোবা!

পরশু। আমাদের নিকট তোমার প্রতারণা চলবে না; সত্য কথা বলো যদি, নিস্তার পেলেও পেতে পারো। তুমি কোন্ সৎনামীর চর বলো? নচেৎ তোমার মুখে গোমাংস দিয়ে,

ধর্ম্মনষ্ট করবো, তারপর জীবন্ত কবর দেবো। ধর্ম্ম যাবে— প্রাণ যাবে।

চরণ। আরে এ তো জোয়ান ব্যাটার কাজ করবে। গুগ্‌লির ভর্‌তা খাই, গোমাংস কি খাতি পাই। আর কবর দিতে চাচ্চ', বড় ব্যাটার কাজ কচ্চো।

পরশু। তুমি মুসলমান।

চরণ। তোমার মাসীর সাথ নিকে করে দিয়ে পরকে নাও।

পরশু। এখনো ব্যঙ্গ কচ্চ'?

চরণ। না—নিকে করবার মোর বড় সখ! তোমার বুন কি বেটী যে ক'টা জোয়ান থাকে, সকলকে নিকে করতি পারি। মোদের সাতপুরুষে নিকে হয় নি, সাদির ক্ষোভটা মিটিয়ে নি।

পরশু। পাইক, এর দশ অঙ্গুলীতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন ক'রে অগ্নি দাও।

চরণ। আর কানি খোঁজবে কনে? আমার এই কাপড় ছিঁড়ে দশ আঙ্গুলে জড়াও, আর বাতিটে এগিয়ে দাও, আমি দশ আঙ্গুলে রোসনাই করে, তোমার মাসীকে নিকে করতি যাই।

১ম সৎ। ম'শায় এ কাফের, অগ্নিতে পোড়ালে এর ধর্ম্মনষ্ট হবে না; এর মুখে গোমাংস দিয়ে, কবরে দেওয়া যাক্!

চরণ। এক ঘটী ঠাণ্ডা পাণি এনো, মাংস খেয়ে একটু পাণি খাবো কি না? তারপর কবর দে গিয়ে নরকে উঠে তোমার সাত-পুরুষের সাত্ আলাপ করবো

পরশু। তুমি সৎনামী নও?

চরণ। আমি চাচার পোলা—সৎনামী কলাম কবে?

পরশু। আচ্ছা, এই কাগজে 'সৎনাম' লেখা আছে, এতে পা দাও।

চরণ। এই তো দেলাম,—তোমার বেটী এনে সাদি দাও।

পরশু। তুমি বড় সয়তান, আচ্ছা তোমার ব্যঙ্গ এখনি দূর হবে, খাও—এই গোমাংস খাও।

চরণ। পেট্‌টা বড় ভার আছে,—এই জিবে ঠেকাই, তাতেই তোমার চৌদ্দপুরুষের কাজ হবে।

২য় সৎ। সত্যই তুমি মুসলমান?

চরণ। আরে তোমার তালুই, চিন্‌তি পাচ্ছ না? আহা তোমার দাদী যখন ছ্যালো, কত আস্‌নাই করেছি।

পরশু। এখনো বিদ্রূপ? দাও এরে কবর দাও। দেখো এই কবরে তোমার মত পাঁচজন সৎনামী আছে, কবরের ভিতর রাজবিরুদ্ধে মন্ত্রণা করগে।

চরণ। আহা তোমার নানীকে পেলে বড় সুৎ হতো, নিরিবিলি কবরের মধ্যি আলাপ কর্‌তাম। ধর্‌ছো ক্যান? মাটী চাপা দেবা? এই আমি উল্‌ছি। (কবরে প্রবেশোদ্যত)

পরশু। এখনো বল?

চরণ। আহা মামু ব্যাশ আছি, দাও না দু'মুটো মাটি ফেলে। ব'কে কেন মুখ শুকুচ্ছো, কবর দিয়ে ব্যাটার কাজ ক'রে চলে যাও।

পরশু। দাও—কবর চাপা দাও। (কবর বন্ধ করন) পরীক্ষা হয়েছে, শীগ্‌গির খোলো, শীগ্‌গির খোলো—বিলম্ব হ'লে মারা যাবে।

(চরণকে বাহির করন)

চরণ। কি—চাচা—তোল্লে যে?

পরশু। কবরে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। অঙ্গের চর্ম্ম খুলে নিয়ে বধ করো।

চরণ। আর এক কাজ করবা ? খুব আমোদ হবে। গজাল ফুটিয়ে ফুটিয়ে মারনা ? তা তোমার যেমন সখ, তেম্নি করো, আমার মানা নাই, চাম খুলি নিতি চাও—খোলো।

পরশু কে তুমি ?

চরণ। তোমার ফুপু।

পরশু। মহাশয়, স্বরূপ পরিচয় দেন, দেখুন আমরা যবন নই। এ অধমের নাম পরশুরাম, আমার তত্ত্ব কেন কচ্চেন ? আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, মার্জ্জনা করবেন।

চরণ। পরশুরাম ঠাকুর, ওতে কিছু মনে ক'রো না, কিছু মনে ক'রো না, মরাটা কতক অভ্যাস হলো। রণেন্দ্রঠাকুর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তুমি সৎনামী না যবনের চর—আমি সন্ধান করতে এসেছিলেম।

১ম সৎ। কে রণেন্দ্র ? সেই মহাপুরুষই আমায় এই কার্য্যে ব্রতী করেন।

পরশু। সে মহাত্মার নাম আমি শুনেছি। দাসের প্রতি কি তাঁর আজ্ঞা, বলুন ?

চরণ। ঠাকুর, সে পরামর্শ তোমরা দু'জনে ক'রো।

পরশু। কোথায় তাঁর দর্শন পাবো ?

চরণ। তুমি যেথায় বলো, তিনি তোমার নিকট আসবেন।

পরশু। নগরপ্রান্তে বিকট শ্মশান, সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই; আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা তথায় উপস্থিত থাকবো, অনুগ্রহ ক'রে তথায় উপস্থিত হ'লে আমার দেখা পাবেন

১ম য-পাইক। মহাশয়,আপনি প্রকৃত সৎনাম-উপাসক আমি বুঝ্তে পেরেছি ; কিন্তু আপনি 'সৎনামের' উপর পদার্পণ কর্‌লেন ? সত্য বটে তাতে 'সৎনাম' লেখা ছিল না, কিন্তু তা তো আপনি অবগত ছিলেন না ?

চরণ। মহাশয়, আমার গুরুদেব বলেন, যে, বিধর্ম্মীর কাছে ইষ্টদেবতা গোপন কর্‌বার নিমিত্ত, ইষ্টনামের উপরও পা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পাতক হয়, অগ্নিতে পা দগ্ধ কর্‌লেই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

২য় য-পাইক। হ্যাঁ—এরূপ নিয়ম আমাদের হিন্দুর মধ্যে বটে ; শুনেছি, এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নাই।

চরণ। হ্যাঁ নাই বটে, কিন্তু মনটাও খুঁত খুঁত করে।

১ম য-পাইক। কিন্তু যদিচ আমরা গোমাংস দিই নাই, আপনি তো গোমাংসজ্ঞানে জিহ্বায় স্পর্শ কর্‌লেন ?

চরণ। গোমাংস মুখে দিলে যদি গুরুতর পাপ হয়, সে পাপে আমারই নরক হবে, কিন্তু গুহ্যমন্ত্রণা ব্যক্ত হবে না। কিন্তু আপনি নরকে যাবো, এই ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বো, এরূপ উপদেশ আমার নয়। নরকে কি যন্ত্রণা আছে জানিনে। কিন্তু ধরুন গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে ঘোরতর নরক যন্ত্রণা এড়াতেম। তার পর আত্মগ্লানি !—সে নরকের হাতে কি ক'রে বাঁচতেম ? আত্মগ্লানির অপেক্ষা নরক শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

১ম সৎ। দেখ্‌লেম,—আপনার মৃত্যুভয় নাই; যন্ত্রণার ভয় নাই। গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে, ধরুন আমরা না হয় আপনার প্রাণবধ কর্‌তেম। মর্‌তেন বটে, কিন্তু আপনার তো মহাপাপ হতো না।

চরণ। যদি আপনারা সত্য মুসলমান হতেন, আমি গোমাংস না স্পর্শ করলে তার প্রথম ফল কি হতো জানেন?—আপনারা জান্‌তেন আমি হিন্দু;—আরও জান্‌তেন হিন্দুরা চর পাঠায়। আমায় গোমাংস দিয়ে বধ কর্‌লে, আপনারা মনে মনে ধোঁকা খেতেন,—মনে সন্দেহ হতো, আমি বা সত্যই মুসলমান। আর একজন হিন্দু-চরকে বধ কর্‌তে মনে ধোঁকা হতো। তারপর আমি তো ধরা দিয়ে মর্‌তে আসি নাই, যে, আপনারা মেরে ফেল্‌লে নিশ্চিন্ত হতেম। আমি এসেছি, সৎনামের কাজে—তোমাদের সন্ধান নিতে—মরে তো ভূত হয়ে সংবাদ দিতে পার্‌তেম না। কাজ কর্‌তে এসেছি, যাতে না মারা পড়ি, সেই চেষ্টা করেছি।

পরশু। মহাশয়, আপনি প্রকৃত মুক্তাত্মা, কর্ম্মযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কার্য্যই আপনার উদ্দেশ্য, কার্য্যই আপনার জীবন, আপনি ফলাফল জ্ঞানশূন্য—নরকেরও আপনি ভয় রাখেন না।

চরণ। যখন সৎনামের আশ্রয় অবলম্বন করেছ, তখন তোম্‌রাও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তোমাদেরও নরকের ভয় নাই। আমাদের হিন্দুর মধ্যে বিড়ম্বনা কি জানো? মুসলমানকে আক্রমণ করে না কেন জানো?

১ম য-পাইক। মুসলমান বলবান—এই ভয়ে।

চরণ। না। মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই। বাঙ্গালী বলে এক জাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখেছি, মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে, জাহ্নবীতীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানো?—যবনের হাতে মরে পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়! হায় হায়, যদি

এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারে, যে আত্মরক্ষার জন্য, স্বগণ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, যবনবিরোধী হ'য়ে প্রাণ দিলে, কোটী জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে, ভারত অজেয় হতো। অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল।

পরশু। মহাশয়, আপনিই যথার্থ হিন্দু, যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ। জয় সৎ-নামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তস্থ বনসংলগ্ন শ্মশান।

মোহিনী ও বৈষ্ণবী।

মোহিনী। সঙ্গে লয়ে রঙ্গিণী সঙ্গিনী
করিলে অদ্ভুত রঙ্গ তুমি মা রঙ্গিণী।
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
তব উপদেশ মত কহিয়ে বচন—
মন্ত্রসম শক্তি সে কথার—
উত্তেজিত করিয়াছি হিন্দু-কুলাঙ্গনা ;—
ঘরে ঘরে পতি-পুত্রে করে উত্তেজনা

হইতে যবন-বাদী।
নাহি মৃত্যুভয়,
গায় মুখে সৎনামের জয়—
ভয়শূন্য ভীরু-হৃদি নারীর উৎসাহে।
মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর,
যথাসাধ্য হব' তব কার্য্যে অনুকূল।
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হলে সমাধান,
ভাবিব মা সার্থক জনম।
মরি যদি যবনের করে,
কৈবল্য করিব লাভ জেনেছি নিশ্চয়।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ তপ-জপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি পূজা সম।
আছে বহু রত্নধন---কর মা গ্রহণ,
অর্জ্জন সফল হবে তব কার্য্য ব্যয়ে।

বৈষ্ণবী। একা তুমি করেছ মা অসাধ্য সাধন ;—
তব সঞ্জীব বচনে-
কুলাঙ্গনা বীরাঙ্গনা পুনঃ হিন্দুস্থানে।
প্রতি গৃহে গৃহে,
প্রত্যেক কুটীরে দানিয়াছ উপদেশ,
হিন্দুকুল নারী, যেই উপদেশ-বলে
করিয়াছে উত্তেজনা

পিতা-পুত্র-স্বামী-ভ্রাতাগণে।
অদ্ভুত প্রভাব তব ;—
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ স্বদেশ বৎসল
তব মহামন্ত্র-দীক্ষা-লাভে মাতঃ !
হ'লে প্রয়োজন অর্থ তব করিব গ্রহণ।

(পরশুরাম ও যুবক-যুবতীগণের প্রবেশ

বৈষ্ণবী। আসিতেছে বীর্য্যবান সৎনামী সন্তান,
পরশুরাম সনে মন্ত্রণা কারণে।
দিতে হবে মহাত্মায় কার্য্য-পরিচয়,
প্রস্তুত কি আমরা সকলে ?

বলরাম। দিব কিবা পরিচয় নাহি জানি।
কিন্তু সৎনামের পূজাহেতু জীবন অর্পণে
সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ সবে তব উপদেশে ;
দেবী তুমি, সেনা আমরা সবে।
সাধ্যমত তব উপদেশ-বাণী
প্রচার করেছি ঘরে ঘরে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—
উত্তেজিত সে মন্ত্রপ্রভাবে।

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। (স্বগতঃ) কে আর এমন ছুঁড়ী আছে, যে ছোঁড়া মাতাবে ?
মহান্তর দিগ্বিজয়ী কন্যা আছেই আছে।

১ম যুবা। এ কি !—ইনি কি রণেন্দ্র ?

পরশু। না, ইনি একজন সৎনামী মহাপুরুষ, পরিচয় হ'লেই বুঝ্তে
পারবেন। বড় সুরসিক লোক, কথা কয়েই দেখুন না।

১ম যুবা। কি হে নাগর, বড় থর যে, কে বট' ?

চরণ। নাগর বটি।

২য় যুবা। নাগর, কোন নাগরীর উপর ঝোঁক ক'রে ?

চরণ। দাঁড়াও, দোকানে এসেছি, মাল বুঝে-সুঝে নি।

৩য় যুবা। (যুবতীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে, তোমাদের ভারি খদ্দের জুটেছে।

চরণ। (জনেক যুবতীকে দেখিয়া) এ খ্যাওড়া গাছে চড়বার মত বটে, কিন্তু কই এ না।

২য় যুবা। কি নাগর, পছন্দ হলো না ?

চরণ। না এর ছোট জান, খ্যাওড়া গাছে থাকে। (২য়া যুবতীকে দেখিয়া) তোমার তালগেছে জান বটে, কিন্তু তোমার কম্ম নয়, সে দস্যি ছুঁড়ীর পাল্লা দিতে পারবে না।

২য়া যুবতী। আমায় দেখ না ?

চরণ। আমি তো গুয়েপেত্নী খুঁজতে আসি নি।

৩য় যুবা। কি হে, এরেও পছন্দ হলো না ?

চরণ। আরে র'সো র'সো—কুৎ করচি। (বৈষ্ণবীর প্রতি) হ্যাঁ এই বটে, গয়না গাটী পরে মোসখেকো চেহারা করেছিস বটে !—খুব চটক ফিরিয়েছিস !

বৈষ্ণবী। কি চটক ফিরিয়েছি ?

চরণ। গাছকোমর বেধে অশথগাছে থাকতিস্ তো ?

বৈষ্ণবী। তোর কি চোখ নাই ? আমি কি অশথগাছে থাকবার মত ?

চরণ। বটে বটে, এখন বাঁশবনে শ্মশানে থাকিস ?

বৈষ্ণবী। আমি অট্টালিকায় থাকি, বাঁশবনে থাকবো কেন ?

চরণ। তোর স্বভাব, এই যে দিব্যি অট্টালিকায় বসেছ।

বৈষ্ণবী। তা তুই আমার কাছে কেন এসেছিস্?

চরণ। এখনো গাছে চড়িস্ কি না দেখ্‌তে।

বৈষ্ণবী। তোর এত গরজ কেন?

চরণ। আছে গরজ, নৈলে গেছোমেয়ের খোঁজ করি। তোরে ঝোঁপে-ঝাঁপে, খুঁজে খুঁজে দু'শো শ্যাল তাড়িয়েছি, আর বটগাছ, অশথগাছের ডালে বাঁদর বসতে দিই নাই,—তড়াক্ তড়াক্ ক'রে, ক্ষেপি হয়ে ডালে ডালে লাফ মেরেছি,—কি ভোলই ফিরিয়েছিস্!

বৈষ্ণবী। এঃ—এ ক্ষ্যাপা!

চরণ। ক্ষ্যাপা বই কি! আমি কি আর বোঝ নে, তুই যখন আনাচেকানাচে, ঝোপেঝাপে, ডালেডোলে বেড়াতিস, তখন তোর এক চটক ছিলো,—তোর হাস্যবদন ছিলো, ছুঁড়ী ছুঁড়ীর মত ছিলি; একটু বেতালা ছিলি বটে, কিন্তু এখন যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়েছিস্। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে, তুই তখন পাগ্‌লি ছিলি, না এখন পাগ্‌লি হয়েছিস্?

বৈষ্ণবী। তবে তোমার পছন্দ হয়েছে?

চরণ। আমি তো আর বলদচাপা শিব নই, যে বুক পেতে দেবো, আর রণ-রঙ্গিনী টিপ্ টিপ্ ক'রে নাচবে। তোরা দেখ্‌ছিস্ কি, ও পালে পালে নরবলী খাবে, তবে রণরঙ্গিনী ঠাণ্ডা হবে।

পরশু। (চরণের প্রতি) কহ মহাশয়, সংনাম-শ্রেষ্ঠ রণেন্দ্র কোথায়?

চরণ। এইবার আপনাকে একটু মাপ কর্‌তে হচ্ছে। আমার একটু ধোঁকা হয়েছিল, যে, তখন মুসলমান সেজেছিলেন কি হিন্দু

সেজেছিলেন? তাই বণ্ ঠাকুরকে একটু তফাতে রেখে তত্ত্ব নিতে এসেছি। এখন সে সন্দেহ দূর হয়েছে।

পরশু। কিসে?

চরণ। এই মাহিষমর্দ্দিনীকে দেখে। (উচ্চকণ্ঠে) জয় সৎনাম!

(রণেন্দ্রর প্রবেশ)

পরশু। এই কি সে মহামতি রণেন্দ্র সুধীর?

রণেন্দ্র। রণেন্দ্র এ দাস।

পরশু। স্বাগত হে সৎনাম-প্রধান!

পরশুরাম অধমের নাম,

আছি সবে তব প্রতীক্ষায়,

তব সুমন্ত্রণা মত কার্য্যে হব রত।

রণেন্দ্র। মহাশয়, ঘুচাও সংশয়—

কেবা এ রমণীবৃন্দ হেথা?

মন্ত্রণায় নারী কি কারণ?

কুলাঙ্গনা এঁরা কি সকলে?

বেশে নাহি পাই পরিচয়,

বেশভূষা বেশ্যা সম সবাকার!

বৈষ্ণবী। বারাঙ্গনা, নহে কুলাঙ্গনা;

কিন্তু সৎনাম-আশ্রিত—ব্রত সৎনামের সেবা।

উষ্ণ রক্ত-স্রোত বহে ধমনীতে,

নহে যথা পুরুষশরীরে।

ধন, মান, প্রাণদানে প্রস্তুত সকলে,

প্রস্তুত যেমতি—যত

সৎনাম-আশ্রিত কার্য্যব্রত যুবকমণ্ডলী।

রণেন্দ্র। এ কি আঁখির বিভ্রম,
কিম্বা সত্য তুই বৈষ্ণবী সম্মুখে!
কালামুখী, বেশ্যা বলি দিলি পরিচয়,
নাহি হলো লজ্জার উদয়?
শত ধিক্ জনমে রে তোর!
ধরি পিতার চরণ,
পিতৃ-মস্তক স্থাপিয়া মাথায়
প্রতিজ্ঞা করিলি কলঙ্কিনী—
পরিণাম এই কি রে তার?
প্রত্যয় না হয়—সত্য কি বৈষ্ণবী?—
কিম্বা কোন' পিশাচী আসিয়ে,
সে আকার করিয়ে ধারণ—
শেলাঘাত করে বুকে!
বল ভগ্নী, বল—রাখো প্রাণ
কর বেশ্যাভাণ বুঝিতে আমার মন!
জন্ম তব গুরুর ঔরসে,
মহাদেবী গুরুপত্নী তোমার জননী,
নহ' বেশ্যা তুমি;
কহ, এসেছ কি উদ্দেশ্য-সাধনে?
প্রতারণা কেন ভ্রাতা সনে!

বৈষ্ণবী। সত্য তব অনুমান,
নহি নাহ উদ্দেশ্য-বিহীনা।
কিন্তু জেনো, বেশ মম নহে প্রতারণা।
এতদিন বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালিতা,

শিখেছি মোহিনী-বিদ্যা বেশ্যার যেমন,
দীক্ষাদাত্রী বৃদ্ধা যোষা হের।

রণেন্দ্র। কুল-কলঙ্কিনী দূর হ' পাপিনী!
এই হেতু পরিণয় অস্বীকার তোর?
নিত্য নব যুবা-প্রেম আশে?
এই হেতু,
উদ্বাহের নামে, হয়েছিলি গৃহত্যাগী;
বৃক্ষমূলে, নদীকূলে বসিয়ে বিরলে,
বুঝি তোর ছিল এই ধ্যান?
চাহিয়ে আকাশ পানে,
হ'ত বুঝি সাধ তোর মনে,
পক্ষী সম উড়ি দেশে দেশে—
মজাইবি যুবজনে?
গুরুদেব—গুরুদেব!
প্রতিশোধ হ'ল না তোমার—
অক্ষম সন্তান তব!
কখনো করনি কোন দক্ষিণা গ্রহণ,
নন্দিনীর রক্ষাভার দিয়েছ কেবল।
কিন্তু বিফল জীবন—
নারিলাম গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন,
কুলটা দুহিতা তব।
কি হেতু উদ্যম—দিব প্রাণ বিসর্জ্জন!

বৈষ্ণবী। ত্যজ খেদ, শুন ভ্রাতা স্বরূপ বচন।
বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালন,

বেশ্যার মোহিনী-বিদ্যা করেছি অর্জ্জন,
জেনো তব উচ্চ কার্য্য করিতে সাধন,
নহে দেহ দানে ইন্দ্রিয়-তৃষায়।
কার সাধ্য স্পর্শে মম কায়,
কৌমারীনন্দিনী আমি!
সেহার সঙ্গিনী—
কৌমারীর অনুচরী ভীষণা যোগিনী!
সত্য বটে কলুষিত কায়;—
কিন্তু উচ্চ কামনায়,
মাতৃভূমি পূজা হেতু উৎসাহ-অনলে,
মহাপাপ দগ্ধ এ সবার।
কার্য্যফলে বুঝিবে এখনি।
কিন্তু ভ্রাতঃ, সত্য যদি হই কলঙ্কিনী,
হয়ে থাকো প্রভু-আজ্ঞা পালনে অক্ষম,
প্রায়শ্চিত্ত হবে কিবা জীবন অর্পণে?
যেই মহাকার্য্যে ব্রতী তুমি,
কার তরে করিবারে চাও পরিহার?
গুরুকন্যা হেতু?
সামান্য এ বিঘ্ন তব উচ্চ কার্য্যে বাধা!
শুন ভ্রাতা, মমতা না করিলে বর্জ্জন,
অন্য লক্ষ্য রাখিলে জীবনে,
স্বকার্য্য না হইবে উদ্ধার।
মজে যদি মজুক সকলি,
হয় হোক বারাঙ্গনাপূর্ণ মাতৃভূমি,

হয় হোক কাপুরুষ হিন্দুস্থানবাসী,
অসহায়, একা কর, কার্য্যের উদ্যম,
অপেক্ষা রেখো না তুমি কার।
পরাপেক্ষা সম,
কার্য্যক্ষেত্রে হেন বিঘ্ন নাহিক দ্বিতীয়।

রণেন্দ্র। কথা তোর নিম্নগামী প্রবীণা সমান।
শিখেছিস্ বেশ্যার আচার—
বহু বাক্-নিপুণতা।
কিন্তু তোর কুৎসিত প্রকৃতি
কুলটার রীতি—
সমাগত যুবাবৃন্দ দিতেছে প্রমাণ।
ধিক্ তোরে—বধ্য নহ গুরুর দুহিতা!

বৈষ্ণবী। স্থির হও কর' অবধান।
সমাগত যুবাবৃন্দ করিবে প্রমাণ,
কিবা কার্য্যে বারাঙ্গনারূপা ভগ্নী তব।
জান কি, কি শিক্ষা মম বেশ্যা-উপদেশে?
প্রেম-আশা মমতায় দিতে বলিদান!
ধনার্জ্জনে বেশ্যা করে প্রেম পরিহার—
মমতা না স্পর্শে বেশ্যা-হৃদে—
ধন লক্ষ্য—লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় কদাপি।
বেশ্যার দীক্ষায় লক্ষ্য প্রাপ্ত পূর্ণদৃষ্টি মম।
লবণাক্ত সাগরে ডুবিয়ে,
দৃঢ় পণ—অমূল্যরতন—করেছি অর্জ্জন।
ভার তব গুরুহত্যা প্রতিবিধিৎসার।

হের তোমা সম দৃঢ়ব্রত যুবকমণ্ডলী।
রাজপুত্র নেহার সম্মুখে,
প্রেম-আশে এসেছিল মহাজন,
আত্মতত্ত্ব জানে না তখন,
হের সে কামুক এবা স্বদেশ-বৎসল!
সপ্তদশ ত্রিসহস্র সৎনামী লইয়ে
যবন বিরুদ্ধে রণে দিবে যোগদান।

রঘুরাম। মহাশয়, এই দেবীর দীক্ষায়, সৎনাম-সেবায় এ অধম জীবন উৎসর্গ করেছে। পরীক্ষা করুন।

বৈষ্ণবী। হের জনে জনে উচ্চবংশ জাত,
কায়মনোবাক্যে সবে মহাকার্য্যে রত।
বিংশতি সহস্র সেনা যবন-বিরোধী,
হবে এ যুবকবৃন্দ-ইঙ্গিতে চালিত।
নদীকূলে, বৃক্ষমূলে বসিয়ে বিরলে,
দেখিতাম যেই ছবি অঙ্কিত আকাশে,
বুঝি নাই মর্ম্ম তার কৈশোর যখন।
এবে খুলিয়াছে মম তৃতীয় নয়ন,
পাইয়াছি কৌমারী মাতার দরশন।
রতি-কাম ভৃত্য মম কৌমারী-কৃপায়।
নহি কলঙ্কিনী আমি, নেহার বদনে;
দেখ স্থির দৃষ্টে—
বেশে কি করেছে আবরণ, দারুণ শোণিত-তৃষা?
দেখ না কি অগ্নি মম জ্বলে চারিপাশে?
ভস্ম হবে প্রেম-আশে আসিলে নিকটে।

আজি হবে কৌমারীর পূজা অবসান,
ভৈরবী পূজায় ভাই কর যোগদান।
দেখ' দেখ' শক্তিকরা শিখী-নিনাদিনী-
প্রতিষ্ঠিতা অস্থিবেদী 'পরে ;
নেহার পতাকা শিখীপদতলে [illegible]
ওই জাতীয় কেতন
নারী করে করিবে ধারণ,
সঙ্গে রঙ্গে ভীষণা সঙ্গিনী
ভেদিতে যবন-ব্যূহ— পথ-প্রদর্শিনী।
ছিল বেশ্যা —দেবী এবে হের সতী নারী
মাতার কিঙ্করী—
জনে জনে মোহিনী-প্রভাবে
ইন্দ্রিয়-আসক্ত-করে দেছে তরবারী।

পরশু। মহাশয়, সন্দেহ দূর করুন। এই দেবীর প্রভাবে যবনের অঙ্গে অস্ত্রচালনে সাহসী হয়েছিলেম। এ তেজস্বিনী দেবী-অঙ্গ অপেক্ষা অনল শীতল, এঁকে কলঙ্কিনী জ্ঞান করবেন না। দেবীলীলা দেবতারাই অবগত,—আমরা কি বুঝ্‌বো? কি রঙ্গে বারাঙ্গনা বেশ ধারণ করেছেন, তা আমাদের জানবার প্রয়োজন নাই। এই সমাগত যুবকমণ্ডলী, আপনার অধীন; আপনি আজ্ঞা করুন,—আজ্ঞানুসারে আমরা কার্য্যসাধনের চেষ্টা পাই।

রণেন্দ্র। কর' মার্জ্জনা ভগিনী,
স্নেহবশে কহিয়াছি কুবচন।

বৈষ্ণবী। মহাত্মন, গুরুভক্ত, স্বদেশবৎসল,

শতঋণী আশৈশব তোমার নিকটে,
কনিষ্ঠা তোমার।
আগত ত্রিযাম—
পূজার সময় উপস্থিত,
মহাশক্তি পূজার সময়।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে,
কল্য করি যবন নিধন।
জয় সৎনামের জয়।

রণেন্দ্র। বুঝেছি ভগিনী—
নারীদেহে অবতীর্ণা কৌমারী-জননী!

বৈষ্ণবী। মাতা শিখী-বিহারিণী!
সমাগত নন্দন-নন্দিনী;
অধিষ্ঠাত্রী উরগো হৃদয়ে,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী,
নাশিতে যবনে আদেশ' সন্তানে—
বর দেহ বরাননী হই রণজয়ী।

সকলে।— গীত।

জয় কৌমারী কৌমুদীবরণে।
বিকসিত চিত্ত-কোকনদ পদ শরণে ॥
শক্তি-সঙ্গিনী, শক্তি-স্বরূপা,
সমর-রঙ্গিনী রুধির-লোলুপা;
রণমদে ভীষণা, ময়ূর-আসনা,
জয়কারিণী, ভয়হারিণী,
শক্তিধারিণী অসুর-বাহিনী হরণে ॥

বৈষ্ণবী। (ধ্যানস্থ অবস্থায়)

শুন শুন সৎনাম সন্তান,
মাতার আদেশ শুন ;—
নেতৃ-পদে অধিষ্ঠিত কহ কে হইবে ?
কর এই মুকুট গ্রহণ।
কিন্তু সাবধান !—
শিরে যেই ধরিবে কিরীট,
মমতা কদাপি নাহি স্থান পায় হৃদে,
বৃদ্ধ নারী বালক নিধনে
নাহি হয় বিচঞ্চল।
কৌমারী মাতার এই কিরীট-প্রসাদ
ধর শিরে কামজয়ী বীর ;—
সাবধান !
রমণী-কটাক্ষ বক্ষে না করে প্রবেশ !—
সৎনামের প্রিয় পুত্র পর' শিরোপরে।

রণেন্দ্র। মহাত্মা পরশুরাম, আপনি গ্রহণ করুন।

পরশু। মহাশয়, আমার মস্তকে মুকুট কলুষিত হবে,—আমি বেশ্যার দাস ছিলেম।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনারা জনে জনে বীর অবতার ; আপনাদের মধ্যে যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি এই মুকুট গ্রহণ ক'রে, আমাদের নেতা হোন্। দেবী সম্মুখে আমি শপথ কচ্ছি, দাসভাবে আমি তাঁর অনুগামী হ'ব।

রঘুরাম। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে অনেকেই কুমার আছেন। কিন্তু বেশ্যার প্রেমলালসায় এসে আমরা দেবী দর্শন পেয়েছি,

মনের অবস্থা এখন' আমরা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি নাই। কি জানি, যদি পতন হয়, মুকুট কলুষিত হবে, দেবীর অভিশাপ-গ্রস্ত হ'বো, সৎনাম সম্প্রদায় উৎসন্ন যাবে। আপনি এই মুকুট গ্রহণ করুন।

রণেন্দ্র। ভাল, যদি সকলের অভিমত হয়, আমি গ্রহণ করলেম। দেবীর সম্মুখে আমার শপথ,—যদি আমার কৌমারব্রত ভঙ্গ হয়, যেন সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, যবনের দাস হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় যবনহস্তে নিধন হই। আমি এই মুকুট গ্রহণ করলেম। (মুকুট ধারণ)

বৈষ্ণবী। কি করলে—কি করলে! দেবীর নিকট শক্তি প্রার্থনা করলে না! দেবীকে প্রণাম ক'রে মুকুট ধারণ করলে না! ঐ দেখ দেবীর মুখ তমাচ্ছন্ন হ'লো! প্রণাম করো, প্রণাম করো!

রণেন্দ্র। সত্য ভগ্নী, অপরাধ হয়েছে। মা, অপরাধ হয়েছে; অপরাধ মার্জ্জনা করো, প্রণাম গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। ভগ্নি, রণরঙ্গিণী—তোমরা সকলে প্রসন্না হয়ে অনুমতি দাও, আমি পতাকা গ্রহণ করি। তোমরা কৌমারী-কিঙ্করী, তোমরা প্রসন্না হ'লে মা প্রসন্নময়ী প্রসন্না হবেন, আমার নারী-হৃদয়ে শক্তি দেবেন।

১মা যুবতী। দেবি, দেবি, ভগবতী তোমার প্রতি প্রসন্না, তুমি নির্ম্মলা কুমারী, তুমি পতাকা গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। (মোহিনীর প্রতি) মা দীক্ষাদাত্রী, ধাত্রী-জননি, তুমি আমার হস্তে পতাকা দিলে জানবো, দেবী আমায় নিজ হস্তে দান করলেন।

মোহিনী। মা, পতাকা গ্রহণ করো। তোমার উপদেশে আমার অপবিত্র করে পতাকা স্পর্শ করতে ভয় নাই। তোমার উপদেশে আমি বুঝেছি, যে, মার নিকট কন্যার অপরাধ হয় না; তোমার দীক্ষায় আমার ধারণা হয়েছে, যে মার পূজা করলে মা অন্তরে আবির্ভূতা হন; তোমার প্রভাবে মা আমার অন্তরে আবির্ভূতা; মার নামে তোমায় পতাকা প্রদান কচ্ছি। (পতাকা প্রদান)

সকলে। জয় কৌমারীর জয়!

সকলে।— গীত।

ভৈরব-উৎসব-মগনা নারী,
চঞ্চল বীর-করে তরবারী;
ভীমা শুভঙ্করী, জয় কৌমারী।
স্বদেশবৎসলা- প্রদর্শনী-পথ,
অরি রক্তস্রোত-পান বীর-রত;
ধূমকেতু সম উড্ডীন কেতন,
অসি উন্মোচন, যবন নিপীড়ন;
হুঙ্কারে গভীরনাদিনী সারি,
উত্থিত ভারত রোদনহারী;
ভীমা রণাঙ্গনা জয় কৌমারী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শস্যক্ষেত্র।

দুইজন মুসলমান-পাইকের প্রবেশ।

১ম পাইক। হ্যা দেখ চাচা, কারতরফ খাঁ ফৌজদারটা সেকেলে আকবরি আমলের মুসলমানের মত। এটাকে যে কেন ফৌজদার করেছে, কাফের আর মুসলমান সমান এনসাফ্ করবে।

২য় পাইক। সিক্দারটা জবর আছে।

১ম পাইক। মরদ বাচ্ছা মরদ! সেদিন আমি সাথে, একটা কাফেরের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লেম,—টাকা নিলে, মেয়েছেলে বেইজ্জত করলে, একটা ব্যাটারে লাথ্ ঝাড়্‌লে, মুখ দে লোউ উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

২য় পাইক। ওর সাথ মনের সাধে দুটো কাফের কেটেছিলুম। সিকদার যাচ্চে, তারা সেলাম দিলে না। অমনি আমায় ঠেকিয়ে দিলে,

গপ্ গপ্ করে তলোয়ার খানা ব'সে গেল ;—কাছ্ড়াতে লাগ্লো, পানি পানি করতে লাগ্লো !

১ম পাইক। এ আনাজের ক্ষেতে এসে কেন ঘুস্লি ?

২য় পাইক। আরে, বুঝিস্ নে, যারা চষে, তাদের মেরে কি হাতের সুখ ? বাঁচতে বা মরে না। একটা কেজিয়ে ক'রে যদি পাকা ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরান যায়, মেয়ে, মদ্দ, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত গালে-মুণ্ডে চাপ্ড়ায় আর নাচ্‌ত্তে থাকে !

১ম পাইক। দেখ্ছিস্ সয়তানের ঝাড়, তবু মুসলমান হবে না।

(একজন কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। পাইক সাহেব—পাইক সাহেব—সেলাম !

১ম পাইক। ভাই বড় মক্কা জবর হয়ে রয়েছে ! (কৃষকের প্রতি) আরে বেলকুল তুড়ে দে তো !

কৃষক। তুলো না—তুলো না, সবে ফুল ধরচে—সবে ফুল ধরচে ! ঐ গুলিতে সমবছরের গুজরান।

২য় পাইক। চোপ্‌রাও কাফের ! (চপেটাঘাত)

কৃষক। বাপরে, মারে, ক্ষেত লুট্লেরে, বালবাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যাবেরে ! (পলায়ন)

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। পাজি কাফের ! প্যায়দা সাহেবকে মক্কা দিতে চাও না ! প্যায়দা সাহেব, এ ক্ষেতকে ক্ষেত পুড়িয়ে দাও, রোসনাই করো।

১ম পাইক। না না—আচ্ছা মক্কা,—বাড়ী নিয়ে যাবো।

চরণ। তবে দাঁড়াও, তুলে মোট বেঁধে মাথায় ক'রে, তোমার বাড়ী দিয়ে আসি।

১ম পাইক। নে তোল, তুই আচ্ছা কাফের।

চরণ। আমি কাল মোল্লা ডেকে কলমা পড়্‌বো।

১ম পাইক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই আক্কেলমন্দ্।

চরণ। আর দাড়ী যে রাখ্‌বো চাচা, দু'শো শোর ঝোলাব চুলে।

২য় পাইক। তোবা—তোবা!

চরণ। তোবা—তোবা, শোর যে হারাম, তুমি যে খাও না প্যায়দা সাহেব। এই নাও, এই মক্কা তুলি।

১ম পাইক। বাঃ বাঃ—মজবুত কাফের।

চরণ। হাতে করে ক'টা তুল্‌বো, তোমার ওই তলোয়ারখানা দাও, চুটিয়ে ক্ষেত সাবাড় করে দি। যে ব্যাটার ক্ষেত, সে বড় দুষমন্ কাফের।

২য় পাইক। আচ্ছা লে—কাট। (চরণকে তরবারী প্রদান)

চরণ। এই যে কাটি মিঞা সাহেব! (প্রথম পাইককে অস্ত্রাঘাত)

২য় পাইক। খুন—খুন! (পলায়নোদ্যত)

চরণ। যাবে কোথায়? বোনাইএর ক্ষেতে দুটো মক্কা খেতে এসেছ, অক্কা হ'য়ে যাও। (দ্বিতীয় পাইককে অস্ত্রাঘাত) সাহেব, তোমার তলোয়ারখানা নি, কিছু মনে করো না, আমি সুবাদে তোমার ফুপু হই।

[চরণের প্রস্থান।

২য় পাইক। (উঠিয়া) রও কাফের! হুল্লা নিয়ে আসি, জানবাচ্ছা গাড়্‌বো। আজ সব ক্ষেত জ্বালাবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৃহপ্রাঙ্গন।

গৃহিণী, কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ (ভীমদাস), মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি) আজ তোমার জন্মদিন, ষোল বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তোমার কার্য্যকাল উপস্থিত, আজ হ'তে কার্য্যভার গ্রহণ করো। তোমার ভগ্নী বীর-পরিচ্ছদ স্বহস্তে প্রস্তুত করেছে, আমি স্বহস্তে তোমায় বীর-সাজে সাজিয়েছি। এই তলোয়ার লও, মুসলমান বধ করো। মুসলমান-পীড়নে তোমার পিতামহ, প্রপিতামহের মৃত্যু হয়েছে। তোমার পিতা প্রতিশোধের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করেছেন, তুমি তাঁর সহায় হও।

জ্যেষ্ঠ। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

কন্যা। দাদা, তুমি য'টা যবন বধ করবে, ত'গাছা মালা গেথে তোমার তলোয়ারে পরাবো।

জ্যেষ্ঠ। বোন, সৎনাম তোর কল্যাণ করুণ! বীর-মাতা হও!

গৃহিণী। আমি স্বহস্তে তোমার কটাতে তলোয়ার বেঁধে দি।

কন্যা। (মধ্যম ভ্রাতার প্রতি) ছাখ্, দাদা যুদ্ধে যবন মারতে যাবে। তুই মারতে পারলি নি, ভয়ে পালিয়ে এলি?

মধ্যম। দিদি, তারা চার পাঁচ জন মুসলমান ছিল, একলা পারবো কেন?

কন্যা। রাস্তায় পাথর ছিল না, ছুঁড়ে মারতে পারিস্ নি? তুই কি দেখিস্ নি, একজন মুসলমান দশজন হিন্দুকে মারে? তারা তো ভয় করে না?

কনিষ্ঠ। আমার লাঠি আছে দিদি, আমি খুব ঠ্যাঙ্গাবো।

কন্যা। এই দ্যাখ্, এই বালকের যা সাহস আছে, তোর তা নাই। আমি পাড়ার সব ছেলেদের বলে দেব, তুই মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে এসেছিস্। কেউ তোর সঙ্গে খেল্‌বে না, ছুঁড়ীরা তোর গায়ে ধূলো দেবে, বল্‌বে,—"ভীরু, মুসলমানের ভয়ে পালায়!"

মধ্যম। না দিদি, ব'লো না, আমি এখনি তাদের মার্‌বো।

গৃহিনী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের কটিতটে তরবারি বাঁধিয়া দিয়া, মধ্যম পুত্রের প্রতি) শোন্,—এই তোর দাদা তলোয়ার নিয়ে চল্লো। তুইও যুদ্ধ শেখ, তোরও ষোল বছর বয়স হ'লে, আমি তলোয়ার দেবো।

কনিষ্ঠ। আমায় দেবে?

গৃহিনী। দেবো।

জ্যেষ্ঠ। মা বিদায় হই!

গৃহিনী। বৎস, গৌরব অর্জ্জন করো। (জ্যেষ্ঠের প্রস্থান) (কন্যার প্রতি) ত্থাখ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠান বড় কঠিন।

কন্যা। মা, সৎনামকে ডাকো—তাঁর কার্য্য যেন উদ্ধার হয়।

(গৃহস্বামীর প্রবেশ)

গৃহ-স্বামী। গৃহিনী—গৃহিনী, আজ শুভ দিন! আজ আম্‌রা কারতরফ খাঁর দুর্গ আক্রমণে যাবো। দুরাত্মা আবালবৃদ্ধবনিতা এক সহস্র চাষীকে দুর্গে বন্দী করেছে, কাল তাদের প্রাণ বধ কর্‌বে।

গৃহিনী। এত কৃপা কেন?

গৃহ-স্বামী। আজ শস্যক্ষেত্রে কলহ হয়েছিলো, আগে দুই জন পাইক আহত হয়। তারপর চৌকীর জমাদার পঁচিশজন অস্ত্রধারী ল'য়ে শস্য পোড়াতে আসে, তাদের মধ্যে চার পাচ জন হত আর সকলে পলায়ন করেছে। সেই রাগে ফৌজদার সহস্র নির্ব্বিরোধী প্রজা ধ'রে নিয়ে গেছে।

গৃহিণী। কেবল বন্দী করে বুঝি শাস্তি হবে না, তাই প্রাণবধ কর্‌বেন।

গৃহ-স্বামী। হ্যাঁ—যারা যবন বধ করেছে, যদি তাদের সন্ধান না দিতে পারে, তা হ'লে এই সহস্র ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়ে মার্‌বে।

গৃহিণী। উদ্ধারের জন্য ক'জন প্রস্তুত ?

গৃহ-স্বামী। একশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৎনামী।

গৃহিণী। আর সৈন্য কোথায় ? শুনেছিলেম, প্রায় বিশ সহস্র সৎনামী সজ্জিত ?

গৃহ-স্বামী। নানাস্থান হ'তে তারা আস্‌ছে, তাদের আস্‌তে বিলম্ব হবে। নিকটস্থ অল্প সৈন্য যদি দুনো কুচে আসে, কাল সন্ধ্যার আগে উপস্থিত হ'তে পার্‌বে না। কিন্তু প্রাতেই বন্দী চাষীদের প্রাণবধ হবে। আজ রাত্রে তাদের উদ্ধার না হ'লে আর উপায় নাই।

গৃহিণী। দুর্গে কত সেনা আছে ?

গৃহ-স্বামী। সেই কথাই বল্‌তে এসেছি,—প্রায় দুই সহস্র। দুর্গের মধ্যে এক শত লোক থাকলে দুই সহস্র আক্রমণকারীকে রোধ কর্‌তে পারে। কি জানি যুদ্ধে কি হয়। ভীমদাস আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে। আমার ইচ্ছা—সে ষোড়শবর্ষীয় বালক—সে তোমাদের রক্ষার জন্য থাকুক

গৃহিণী। তোমরা যাও, আমরা আত্মারক্ষা কর্‌তে পার্‌বো। বালক উদ্যম করেছে, সে উদ্যমে বাধা দিও না।

গৃহ-স্বামী। তোমার যুবতী কন্যার উপায় ?

কন্যা। পিতা, যবন স্পর্শ কর্‌বার আগে বিষপান কর্‌তে পার্‌বো।

মধ্যম। পিতা, যবন এলে আমি যুদ্ধ কর্‌বো।

কনিষ্ঠ। আমি খুব ঠেঙ্গিয়ে দেব।

গৃহ-স্বামী। তোমাদের উচ্চ কামনা সৎনাম পূর্ণ করুন! বিদায় হলেম।

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

[গৃহস্বামীর প্রস্থান।

গৃহিণী। (স্বগতঃ) পতি-পুত্র যুদ্ধে পাঠালেম। (কন্যার প্রতি) কাঁদিস্ নে, চল আমরা সৎনামের পূজা করিগে।

কন্যা। না মা, আর কাঁদ্‌বো না, পিতাভ্রাতার অকল্যাণ হবে, সৎনামের কাছে অপরাধী হবো !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গস্থ উদ্যান।

গুলসানা ও সখিগণ।

সখিগণ।— গীত।

ফুলের কলি আপ্‌নি ফোটে ফুল তা জানে না।
আপ্‌নি বুকে যোগায় মধু কিনে আনে না॥

গোপনে ফোটে হৃদ্-কমল,
গোপনে যোগায় মধু কমল ঢল ঢল ;
সরস কমল উথ্‌লে মধু খায়, মধু বিলা'তে সে চায়,
আপন ভাবে ব্যাকুল কমল, বিকিয়ে যেতে বাসনা।
আবেগে মানা মানে না॥

১মা সখী। বিবি, আজ তুমি আমোদ ক'চ্ছ না কেন ? বাদ্‌সাজাদার সঙ্গে তোমার সাদী হবে—তুমি বিমর্ষ কেন ?

গুল। ভাই, কাল প্রাতে সহস্র হিন্দুর প্রাণবধ হবে, তারা নির্দ্দোষী।

১মা সখী। কেন ?

গুল। দুষ্টলোক শস্যক্ষেত্রে রাজদূতকে বধ করেছে। পিতা ফৌজ পাঠিয়ে সেই দুষ্টলোকের সন্ধান করেন। কিন্তু নিরীহ কৃষীরা সেই দুষ্ট লোক যে কে, তা জানে না। এই জন্য পিতার আদেশে এক সহস্র প্রজা দুর্গে আবদ্ধ হয়েছে, কাল প্রাতে তাদের প্রাণবধ হবে।

২য়া সখী। হ্যাঁ,—কাফের মার্‌বে তা'তে কি ? মুসলমানের হাতে মরে বেহেস্তে যাবে।

গুল। ছিঃ ছিঃ, আমরা নারী, আমাদের এ নির্দ্দয়তা ভাল নয়, কোমলতা নারীর পরিচয়।

১মা সখী। সে আজ নয় তো, এখন চাঁদবদনে একটু হাস দেখি

সখিগণ।—　　　　গীত।

দেখ্‌তে গালে লালী আভা গোলাপ-কলি চায়।
ঢ'লে তাই তোরে বলে তুলে দে খোঁপায়

গরব আর করে না লো গুল,
তোর সৌরভে আকুল,
সাদ ক'রে গুল মালা হ'তে চায়, দুল্‌বে তোর গলায়,
তোর সুবাস যদি পায়॥
মিঠি মিঠি চিড়িয়া ফুকারে, কথা কও কয় বারে বারে,
সাধ করে স্বর শিখ্‌তে যদি পায়,—হৃদয় খুলে গায়—গানে তোয় মাতায়॥

(কারতরফখাঁর প্রবেশ)

কারতরফ। মা, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছ? কি, বলো, আমায় এখনি দরবারে যেতে হবে। বাছা, তোম্‌রা যাও তো।

[সখিগণের প্রস্থান।

গুল। পিতা, দেহ ভিক্ষা তনয়ায়,
গোলাপ সমান তব প্রস্ফুটিত হৃদি
স্নেহমধু পরিপূর্ণ তায়।
কেন তবে নিদারুণ পণ?
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ করিবে নিধন?
বিরোধী নহে তো সে সকলে,
বিনা অপরাধে কেন করিবে সংহার?

কারতরফ। বৎসে, রাজকার্য্যে নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।
নহে রাজ্য হ'বে অশাসিত,
প্রবল হইবে হিন্দু সৎনামীর দল।
যথা তথা করে বাদ মুসলমান সনে,
হইয়াছে তাহে বহু স্বজাতি সংহার।

ঐক্য হ'য়ে অপরাধী রেখেছে গোপনে,
না হয় সন্ধান,
দোষীগণে পায় পরিত্রাণ।
বধি যদি এ সবার প্রাণ,
ভয়ে গ্রামবাসীগণে দিবে সমাচার,
অঙ্কুরে বিনাশ হবে বিদ্রোহ-মন্ত্রণা।
উপস্থিত নিষ্ঠুরতা ভাব যাহা মনে,
নহে নিষ্ঠুরতা, দয়া তাহা ;
নিষ্ঠুরতা—বহু প্রাণ রক্ষার কারণ।

গুল। নারীর ক্রন্দন, বালকের আর্ত্তনাদ,
বৃদ্ধের বিলাপ তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
সহিতে নারিব ;
বন্দী ক'রে রাখ' সবে—বধ' না জীবন।
কর যদি প্রাণবধ ফিরিবে না আর।
শুনেছি শ্রীমুখে তব পিতা,
মানবের হিত,
মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ।
বিপরীত অনুষ্ঠান তবে কি কারণ ?

কারতরফ। দিল্লীশ্বর সনে বাদ করে হিন্দুগণ।
জেনো স্থির, হিন্দুকুল হইবে নির্ম্মূল।
সম্রাট-আজ্ঞায়,
কোটী কোটী হিন্দু বধ হইবে ভারতে।
বিদ্রোহের এই মাত্র ফল।
নির্ব্বোধ সৎনামীগণে হয়েছে বিদ্রোহী,

পরিণাম করেনি গণনা।
বধি যদি বন্দীগণে, ভয় পাবে মনে,
পরিণাম ভাবি সবে নিরস্ত হইবে।

(করিমের প্রবেশ)

করিম। বিশেষ প্রয়োজনে মীরসাহেব আপনার দর্শন যাচ্ঞা কচ্চেন।

কারতরফ। মীরসাহেবকে সেলাম দাও! মা, তুমি একটু অন্তরালে যাও।

[গুলসানার প্রস্থান।

(স্বগতঃ) বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে মীর সাহেব অন্তঃপুরে খপর দিত না।

(মীরসাহেবের প্রবেশ)

মীরসাহেব, আজ রাত্রে খুব সতর্ক হ'য়ে দুর্গ-দ্বার রক্ষা কর্বেন। সম্ভবতঃ নবোৎসাহে সৎনামীগণ বন্দীদের উদ্ধারের চেষ্টা পাবে। প্রহরীদের আজ্ঞা দেবেন, যে, আজকের সঙ্কেত কথা—"আকব্বর"। এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসার পর যে না বল্‌তে পার্‌বে, তারে তৎক্ষণাৎ বধ কর্‌বে। যদি কোন হিন্দু গুলি বা তীরের আয়ত্ত মধ্যে আসে, তা হ'লে তখনই যেন তার প্রতি আয়ুধ নিক্ষিপ্ত হয়। এই নেন, ফৌজদারী মোহর অঙ্কিত হুকুম নেন। দরবারে সকলকে উপস্থিত হ'তে বলুন।

মীর। ফৌজদারের যেরূপ হুকুম

কারতরফ। আপনার কি প্রয়োজন?

মীর। সাহেব, একজন হিন্দু এইমাত্র সংবাদ দিলে, যে, এক সহস্র সৎনামী আজ একত্রিত হবে। যে স্থানে সকলে মিলিত হবে, সে স্থান সে জানে। গোপনে সৈন্য ল'য়ে তা'দের কি আক্রমণ আবশ্যক বিবেচনা করেন ?

কারতরফ। কে সে ? সে তো সৎনামীর চর নয় ?

মীর। তাঁবেদার স্থির বল্‌তে পারেনা। কিন্তু সে ব্যক্তি বল্‌লে যে, তার প্রতি, আর তার পরিবারবর্গের প্রতি সৎনামীরা বিশেষ অত্যাচার করেছে। তার কারণ, সে বিদ্রোহে যোগদান করতে অসম্মত ছিল।

কারতরফ। সে কোথায় ?

মীর। এইখানেই আছে। আজ্ঞা হলে, সম্মুখে উপস্থিত করি।

কারতরফ। আনুন, পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।

[মীরসাহেবের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) যদি দুরাভিসন্ধি থাকে, যন্ত্রণায় অবশ্য প্রকাশ করবে। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব নয়। অনেক হিন্দুই রাজপ্রসাদ লোভে স্বজাতির মন্ত্রণা ব্যক্ত করেছে, নতুবা ভারত জয় এত সুলভে হতো না।

(চরণদাসকে লইয়া মীরসাহেবের পুনঃ প্রবেশ)

আরে কাফের, তুই মিথ্যা বলিস্ নে, তুই সৎনামীর চর।

চরণ। হ্যাঁ জনাব।

কারতরফ। (স্বগতঃ) এ বাতুল না কি। (প্রকাশ্যে) তুই সন্ধান জান্‌তে এসেছিস্ ?

চরণ। হ্যাঁ জনাব।

কারতরফ। তুই নিজ মুখে স্বীকার পাচ্ছিস্, তুই সৎনামীর চর ?

চরণ। হুজুর, তাঁবেদার কি হুজুরের সাক্ষাতে মিথ্যা বল্‌তে পারে ?

মীর। তুমি কি বল্‌ছো ? তুমি সৎনামীর চর হ'য়ে এসেছ ?

চরণ। নইলে কি হুজুর, আপনার সাম্‌নে আস্‌তে পার্‌তেম,—যম-রাজের সাম্‌নে হাজির হতেম। কিসে তাদের হাত ছাড়াতেম ?

কারতরফ। তোমায় কে পাঠিয়েছে ?

চরণ। ঐ আধাগের ব্যাটা রণো।

মীর। তুমি বল্‌লে যে তুমি রাজদ্রোহী হ'তে চাও নাই, এজন্য তোমায় পীড়ন করেছে। তবে আবার সৎনামীর চর হ'য়ে এসেছ কেন ?

চরণ। হুজুর, বাগের মুখে আর কা'রে পাঠা'বে ? যদি ধরা পড়ি, আমি ম'র্‌বো, তাতে তাদের কি ?

মীর। আর যদি ফিরে সংবাদ দিতে পারো, তা হ'লে কি পুরস্কার পাবে ?

চরণ। এমনি আর কোথাও গর্দ্দানা দিতে পাঠাবেন।

কারতরফ। তুমি বিদ্রোহে যোগদান দিতে অস্বীকার করেছিলে কেন ?

চরণ। জনাব, প্রাণের দায়ে। বাপ-পিতাম'র যে সব টাকাকড়ি ছিল, সে সব তো লুট্‌লে, মাগ-ছেলেকে তো পথে বসা'লে,—তার পর বাদসাহি ফৌজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্দ্দানা দিতে বলে। আমি গরীব মানুষ, অতটা সখ কি আমার জোটে।

কারতরফ। আচ্ছা, তোমায় যদি তারা বিরোধী জানে, তা হ'লে তোমার কাছে মন্ত্রণা ব্যক্ত কর্‌লে কেন ?

চরণ। ওঃ বল্‌তে তাদের গরজ কেঁদেচে !

কারতরফ। তবে তুমি কি করে জান্‌লে ?

চরণ। আমি রণোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম,—"যদি কেল্লার খপর আন্‌তে পারি, কোথায় তোমার দেখা পাবো।" সে বল্লে,—"দক্ষিণের ময়দানে।" ভাব্‌লেম রণো ব্যাটাকে ধরিয়ে দেবো। এই ধান্দায় আস্‌ছি, দু'জন সৎনামীর সঙ্গে দেখা হলো। তাদের বোল্লেম,—'আমি কেল্লায় যাচ্ছ, খপর আন্‌তে।'—তারা বল্লে 'বেশ—বেশ! আমরাও আজ রাত্রে কেল্লায় যাব। মাঠে জমায়েৎ হতে যাচ্চি। হাজার জোয়ান জুটে, আজ কেল্লা নেব।' আমি বোল্লেম,—'ভ্যালা মোর বাপ, তবে আমি ফিরে আসি, যা'তে কেল্লার মধ্যে যেতে পারো, তার যোগাড় কচ্চি।'

কারতরফ। তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়?

চরণ। কাল যে জল্লাদ হাজার লোক কাট্‌বে, তার আমায় একটা চোট দিতে হাতে বেশী ব্যথা লাগ্‌বে না।

কারতরফ। যদি তোমার সংবাদ সত্য হয়, তুমি জায়গীর পাবে।

চরণ। হুজুর, জায়গীর চাই নে, মাগছেলে ফিরে পেলে বাঁচি। তাদের সব মুসলমানের সঙ্গে কয়েদ রেখেছে।

কারতরফ। মীরসাহেব, দশজন সতর্ক আসোয়ার সেনা এর সঙ্গে পাঠাও। একজন সুদক্ষ সেনানায়ক তাদের চালনা ক'রে নিয়ে যাক্। যে মুহূর্ত্তে এর মন্দ অভিপ্রায় বুঝ্‌বে, তৎক্ষণাৎ এরে বধ কর্‌বে। স্বরূপ অবস্থা জেনে আমায় সংবাদ দিও।

চরণ। হুজুর, জয় জয়কার হোক্! জয় জয়কার হোক্!

মীর। হুকুম পেলে তাঁবেদার যেতে প্রস্তুত।

কারতরফ। যেরূপ আপনার অভিরুচি।

[চরণকে লইয়া সেনানায়কের প্রস্থান।

(গুলসানার প্রবেশ)

মা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ কি—এ দয়ার সময় নয় ?

গুল। দয়ার সময়-অসময় কি পিতা ?

কারতরফ। বালিকা! রাজকার্য্য বড় কঠিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যস্থ কুটীর।

(চরণ দাস ও দশজন সৈন্যের সহিত মীরসাহেবের প্রবেশ)

চরণ। হুজুর, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে সব চম্পট দেবে।

মীর। ঠিক! কোন্ সময়ে জমায়েৎ হবে ?

চরণ। হুজুর, রাত্রি দশ ঘড়ির সময় জমায়েতের বাৎ। আমরা এই কুটীরের ভিতর থাকি, এখনো জমায়েৎ হ'তে দেরী আছে। ঐ বুঝি কে আস্‌ছে, এর মধ্যে সেঁদুন।

(কুটীর মধ্যে অগ্রে চরণদাস, পশ্চাতে মীরসাহেব ও
দশজন সৈনিকের প্রবেশ,
দুইজন সৎনামীর কুটীরের অপর পার্শ্বে প্রবেশ)

১ম সৎ। যেমন ব্যাটা পাজী, আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে চায় নি, তেমনি রণু ঠাকুর কেল্লায় পাঠিয়েছেন। খবর আন্‌তে পারে ভালো, ধরা পড়ে, কারতরফ খাঁ খুন করবে।

চরণ। (কুটীর মধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন।

২য় সৎ। আমরা ময়দানে যাই না কেন ?

১ম সৎ। না রণু ঠাকুর আর পরশুরাম ঠাকুর এই খানে পরামর্শ কর্‌তে আস্‌ছেন। এখানে ভূতের ভয়ে কেউ আসে না, পরামর্শ কর্‌বার উপযুক্ত জায়্‌গা।

চরণ। (কুটীর মধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) এলো ব'লে, ব্যাটাকে পিছ-মোড়া ক'রে বেঁধো।

মীর। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! কাফেরের কি হাল দেখ্‌বে।

চরণ। খুব রদ্দা দিও, আমার প্রাণটা জুড়ুবে।

মীর। সবুর—সবুর!

১ম সৎ। দেখ সময় অতীত হয়ে গেছে। তাঁরা বোধ হয় এদিক দিয়ে আস্‌বেন না, একেবারেই ময়দানে যাবেন ?

(তৃতীয় সৎনামীর প্রবেশ)

৩য় সৎ। ওহে এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?—চলো—চলো, ময়দানে চলো—জমায়েৎ হইগে। রণু ঠাকুর হুকুম দিলেন—তাঁরা আস্‌ছেন।

১ম সৎ। তবে চলো।

চরণ। হায় হায়, সব ফ'স্‌কে গেল, এদিকে আস্‌বে না।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি আস্‌ছে। মিঞা সাহেব, কারেও হুকুম দাও না, এগিয়ে দেখুক। ওঃ গাটা নিস্‌পিস কচ্ছে। যদি কেউ ধর্‌তে পারে, যেমন কীল মেরেছিল, তেম্‌নি কিল ঝাড়ি।

মীর। আমার লোক তো তাদের চেনে না।

চরণ। তা আমায় তো একা ছাড়্‌বে না. আমার সঙ্গে একজন লোক দাও।

মীর। না না, তুমি মুসলমানের খয়ের খাঁ, তুমি একাই এগিয়ে দেখে এসো

চরণ। যদি দু' একজন থাকে, ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে আস্‌বো ?

মীর। হ্যাঁ !

চরণ। ঐ এক ব্যাটা মশাল নিয়ে আস্‌ছে, দোরটা চেপে দেন, কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়।

(মীরসাহেবের দোর বন্ধ করন ও চরণের বাহিরে আসিয়া শিকলি দেওন)

মীর। এ কি, তুমি দোর দিচ্ছ কেন ?

চরণ। রোসনাই কর্‌বো ব'লে।

মীর। কি—কি ?

চরণ। এই তোমার বুনির সাদি হবে, তাই রোসনাই কর্‌বো।

মীর। নিমকহারামী—নিমকহারামী—দরজা ভাঙ্গো।

চরণ। না মিঞাসাহেব, তা'তো পার্‌বে না, কাবাব হবে। দোর দিয়ে তো দু'জনার বেশী বেরুতে পার্‌বে না। আমরা অনেকেই আছি।

(মশাল হস্তে সৎনামীগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় সৎনাম !

চরণ। শুন্‌লে মিঞাসাহেব ! এই দেখ সব মশাল জ্বেলেছি। তা কাবাব হবে, না একটা কথা শুন্‌বে ?

মীর। নেমকহারাম, তুই সৎনামীর চর !

চরণ। হ্যাঁ মিঞাসাহেব, সে তো কারতরফ্খাঁকে বলেছি।

মীর। বেইমানি!

চরণ। না ইমানের মতনই কাজ কচ্ছি। এস ভাই, রোসনাই করো,—এই শুক্নো জনার ডালে আগুন দাও। (কুটীরস্থ মীরসাহেবের প্রতি) আর দেয়াল ঠ্যালাঠেলি ক'চ্ছ কেন মিঞা সাহেব! বেশ শক্ত দেয়াল, শীগ্‌গির ভাঙ্‌বে না। অত ক'চ্ছ কেন? একটা কথা শোন না। "অস্ত্রগুলি দাও, উর্দ্দিগুলি দাও, তা হ'লে অবিশ্যি এখনই ছেড়ে দেবো না,—এইখানেই পাহারাবন্দী রাখ্‌বো, তবে কাবাবটা কর্‌বো না। কেল্লা দখল হ'লে ছেড়ে দেবো, মামানির কোলে ব'সে আমানি খেও।

মীর। আচ্ছা, এই অস্ত্র লও ছেড়ে দাও।

(জানালা গলাইয়া অস্ত্র দেওন)

চরণ। মিঞাসাহেব, অস্ত্র তো দিলে,—উর্দ্দিগুলিও দিতে হবে। ঐ ঘরের কোণে কতকগুলো ন্যাকড়া গাদি করা আছে—তোমাদের দৌরাত্মিতে প্রজাগুলো যা পরে,—সেইগুলি পর', উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। উর্দ্দি কি কর্‌বে? অস্ত্র তো দিয়েছি।

চরণ। কাজ আছে বই কি,—নৈলে খামকা কি নেড়ের উর্দ্দি চাই। এই সব উর্দ্দি প'রে কেল্লার ভেতর সেঁদুবো, কেউ কিছু বল্‌বে না।

কুটীরস্থ ১ম সৈনিক। (জনান্তিকে) মিঞাসাহেব, যা বল্‌ছে তা করুন, কেল্লার দোরে গিয়ে সঙ্কেত কথা তো বল্‌তে পার্‌বে না, তা হ'লেই সেপাইরা গুলি কর্‌বে।

মীর। আচ্ছা ভাই, কায়দায় পেয়েছো, কি করবো।

চরণ। তলোয়ার ক'খানি গুণে পেলুম। আর দেখ মিঞাসাহেব, পিস্তলগুলি আর ছোরাগুলি যা তোমাদের কোমরে বাঁধা আছে, তা দিতে হবে। কি কি অস্ত্র নিয়েছ, তা তো আমি দেখেছি।

মীর। নাও ভাই নাও, তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙ্গে।

চরণ। আমার ধর্ম্ম তো আমার কাছেই বটে, তা নইলে কি নেড়ের কাছে জিম্মা রেখেছি। মিঞাসাহেব, তুমি বড় দিলের লোক, তোমার বেটীকে আমি সাদী করবো।

মীর। (স্বগতঃ) শালা কাফের !

চরণ। এইবার ঐ কোণে ন্যাকড়াগুলি প'রে উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। ভাই বেইজ্জত করো না—বেইজ্জত করো না !

চরণ। মিঞাসাহেব, আমি যে মুসলমান হবো। বেইজ্জতি ক'রে মুসলমানী শিখ্‌বো। দাও—পিস্তল, ছোরা আর উর্দ্দিগুলি বা'র করে দাও ; এই কাটা দোর খুলে দিয়েছি।

(পিস্তল, ছোরা ও উর্দ্দি লইয়া চরণের কাটা দোর পুনরায় বন্ধ করন)

মীর। আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন ভাই ? আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন ?

চরণ। একটা সলা আছে যে চাচা ? আজ একটা কথার সঙ্কেত আছে, তা নৈলে কেল্লার দোর খুল্‌বে না,—আমি দোরের পাশ হ'তে শুনেছিলেম্—খাঁ সাহেব বলেছিল,—"আকব্বর"। তা সে কি ঠিক কথা ?

মীর। না—না—"সাতায়র"।

চরণ। না মিঞাসাহেব,—"আকব্বর"ই—আমার বোধ হচ্চে। তা

একজন সৎনামী যাচ্ছে,—"আকব্বর" ব'লে যদি দুর্গের দোর খোলা না পায়, তা হ'লে তোমাদের কাবাব হ'তে হচ্ছে। মিঞাসাহেব বোঝ', তোমার নানীকে সাদী করবার জন্য কি এতটা আর কচ্ছি!—কারতরফ খাঁ মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, জোয়ান এক হাজার লোককে কাল কাটবেন—তাদের তো কাল বাঁচাতে হবে!

মীর। "আকব্বর"ই বটে!

চরণ। কিসে বিশ্বাস করবো মিঞাসাহেব?

মীর। এই নাও, খাঁ সাহেবের সই-মোহর করা হুকুম নাও।

চরণ। বাঃ বাঃ, তুমি বেশ লোক, নইলে তোমার নানীকে এত পছন্দ!

১ম সৈনিক। আমাদের তো জান খোলোসা দেবে?

চরণ। ভেবো না, আমরা হিন্দু, বিশ্বাসঘাতকতা করি না। যদি হিন্দু-রাজাগণ বিশ্বাসঘাতক হতো, তা হ'লে কি তোমাদের রাজ্য হতো? রাজপুতের হাতে তোমার বাপ-দাদা কবরে যেতো, আর তোমার নানী কবরের পাশে ব'সে কাঁদতো।

(রণেন্দ্র ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। চরণ, তুমি সাধু! এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে, আমি দশজন সৎনামীকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করি।

চরণ। যেতে চাও যাও, কিন্তু দু' একটা সত্যি মিছে চরণের মত তোমাদের আসবে না।

রণেন্দ্র। চরণ, তুমিই আমাদের নেতা। তোমার যেরূপ পরামর্শ, আমরা সেইরূপ কার্য্য করবো

চরণ। ঐ বনে এদেরই ঘোড়া বাঁধা আছে। এই পোষাক প'রে এগার জন কেল্লার দিকে আসুক, এরাই ফিরেছে মনে ক'রে, কেল্লার দোর ছেড়ে দেবে। আমি আতসবাজী ছেড়ে দেবো,—জান্‌বেন কেল্লার দোর খোলা;—তারপর যা বোঝেন কর্‌বেন। এদের সকলকে জোড়া জোড়া পায়ে বেড়ী দিয়ে বন্দী করে রাখুন, কেউ না সংবাদ নিয়ে যায়।

মীর। পোড়াবে না তো বাপু?

চরণ। না আমার জোয়ানপুত,—পোড়ালে তো এখনই পোড়াতে পার্‌তেম, মল পায়ে দিয়ে জেনানা হ'য়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে থাক।

(দুইজন সৎনামী কর্তৃক সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করন)

চরণ। (কয়েকজন সৎনামীর প্রতি) এসো ভাই কে যাবে, উর্দ্দি প'রতে প'রতে এসো। বটতলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, আমি এগোই।

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। ভাই চেঁচিও না। ফটকে চার পাঁচজন প্রহরী আছে, নিঃশব্দে তাদের মার্‌তে হবে। তারপর অস্ত্রঘরের প্রহরীদের অমনি চুপি চুপি কবরে সরাতে হবে। সেই অস্ত্রগুলি নিয়ে, কয়েদখানার সেপাইকেও তার বাপদাদার কোলে পাঠাতে হবে। যুবাবন্দীদের হাতে সেই সব অস্ত্র দিয়ে, এই আতসবাজী ছাড়লে, যখন দেখ্‌বো, "জয় সৎনাম" বলে, সৎনামী কেল্লায় সেঁধুলো, তখন আমাদের কাজের আসান। চিল্লো না— চুপি চুপি চলো।

[চরণদাস ও কতিপয় সৎনামীর প্রস্থান।

(ফকীররামের প্রবেশ)

পরশু। ফকীররাম প্রভু কোথায় ?

ফকীর। এই যে বাবা, এইখানেই আছি।

পরশু। মহাশয়, লুক্কায়িত হয়েছিলেন কেন ?

ফকীর। বাপু, আমি এলে কি চরণের মুখে কথা সরতো। আমি যে কথা কইতেম, তাতেই বলতো—'হ্যাঁ তো বটে—তাই তো বটে !'

রণেন্দ্র। প্রভু, এর কারণ কি ? এমন কার্য্যকুশল ব্যক্তি তো আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আপনার সহিত এঁর প্রথম দর্শনে, আমার এঁকে নির্ব্বোধ ব'লে বোধ হয়েছিল। মহাশয় যা বলেন, বুঝুন আর না বুঝুন, যা তা একটা সায় দেয়।

ফকীর। চরণদাস একজন মহাপুরুষ। কি জানি, কেন আমায় গুরু জ্ঞান করে, আমি ওর শিষ্যানুশিষ্যের উপযুক্ত নই। আমায় গুরুজ্ঞানে দাসভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ, আমি যা বলি, বেদবাক্য জ্ঞান করে। বহু জন্ম সাধনে এরূপ দাস্যপ্রেম উদয় হয়। কিন্তু চরণদাস যথার্থ ভগবানের চরণদাস,—ভ্রান্তিশূন্য মুক্ত-পুরুষ ! বাবা, আমিও এগোই, রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনের সময় কাটবিড়ালী বালি মেখে গা ঝাড়া দিয়েছিল, আমিও সেতুতে দুটী বালি ফেলি।

পরশু। মহাশয়, আপনি আমাদের রুদ্র অবতার হনুমান।

ফকীর। হাঁ বাবা, বলে না হোক্, বাঁদুরে আক্কেলটা আছে বটে।

[ফকীররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। অস্ত্রধারী শত জন আছি উপস্থিত।

দুর্গ রক্ষা করে দুই সহস্র যবন,

বিংশতি বিধর্ম্মী এক বীরের বিরোধী।
হই অগ্রসর—
অন্য সৈন্য প্রতীক্ষায় নাহি প্রয়োজন—
কি জানি বিলম্বে যদি কার্য্য নষ্ট হয়।
পঞ্চজন আইস্ মোর সনে ;
রজনীর আবরণে
প্রাচীর করিব উল্লঙ্ঘণ।
রহ দুইজন বন্দীগণ রক্ষার কারণ।
অবশিষ্ট সৈন্য ল'য়ে ভ্রাতঃ পরশুরাম,
দেহ হানা দুর্গের দুয়ারে।

পরশু। সুরক্ষিত উন্নত প্রাচীর,
পঞ্চজনে কেমনে করিবে আক্রমণ ?
অমূল্য জীবন তব,
পতনে তোমার, সম্প্রদায় যাবে ছারখার।
প্রাচীর লঙ্ঘন যদি প্রয়োজন রণে,
দেহ আজ্ঞা দাসেরে তোমার,
যদ্যপি নিধন হই যবন-সমরে,
ক্ষতি মাত্র না হইবে এ অধম বিনা।

রণেন্দ্র। চিন্তা দূর কর ধীর আমার কারণ।
আক্রমণে—দৈব-বিড়ম্বনে—এ দেহ পতনে,
সেনা সৃষ্টি হইবে শোণিতে,
মম পঞ্চ সঙ্গী হবে পঞ্চশত জন ;
জানিহ নিশ্চয়
প্রাকার হইবে অধিকার।

(যুবতীগণসহ পতাকা-হস্তে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

যুবতীগণ।— গীত।

নীরবে বহিছে যামিনী।
দূর দুর্গে অরি, চল লো ত্বরাত্বরি, দামিনী-গামিনী কামিনী॥
গর্ব্বভরে উড়ে যবন-ধ্বজা,
প্রাণভয়ে কাঁদে বন্দী প্রজা;
চলো মুক্ত করি, স্মরি শক্তিভুজা
রক্তধারে হবে মাতৃপূজা;
বিধর্ম্মী কেতন চূর্ণীত চরণে,
উদিবে জাতীয় পতাকা গগনে;
আসন্ন আহব, গৌরব-উৎসব,
রণ-উন্মাদিনী, মত্ত আমোদিনী,
ভৈরবী-সহচরী ভারত-ভাবিনী॥

বৈষ্ণবী। শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু!
চলো দুর্গ অধিকার এখনি হইবে।
কার সাধ্য নিবারিবে সৎনামী প্রভাব।
এসো এসো!

[যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

রণেন্দ্র। নিঃশব্দে এ বনপথে হও অগ্রসর,
আগে আগে যায় ভীমা সংহাররূপিণী,
হও অনুগামী,
কর' সৈন্য চালিত হে ভ্রাতঃ!
আইস কেবা যাবে মোর সাথে।

[দুইজন সৎনামী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম সৎ। আমরা যুদ্ধে যেতে পেলেম না।

২য় সৎ। চল্ না, ঐ ক' ব্যাটাকে কেটে ফেলে চলে যাই।

১ম সৎ। না না, রণেন্দ্র ঠাকুর তা হ'লে প্রাণবধ করবেন।

২য় সৎ। আরে বুঝিস্ নে, বৈষ্ণবী দেবী খুব খুসী হবেন।

১ম সৎ। ছাখ, হিন্দু হ'য়ে কথা দিয়েছে, হিন্দুর কথা মিথ্যা হবে। হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি তো আছেই। আমার বউ আর আমার মেয়ের হাতে দু'খানা তলোয়ার দিয়ে আমরা যুদ্ধে যাই চল। তুই থাক্ আমি ডেকে আনিগে।

[প্রথম সৎনামীর প্রস্থান।

২য় সৎ। একটু লুকিয়ে থাকি ;— আমরা চলে গেছি মনে ক'রে যদি পালাবার চেষ্টা ক'রে, তখনই কোপাবো, কিছু দোষ হবে না।

[দ্বিতীয় সৎনামীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গস্থ কারতরফর্খাঁর গৃহ-সম্মুখ

গুলসানা ও কারতরফ খাঁ।

গুল। পিতা, দেখো—দেখো
দুর্গের মাঝারে উঠেছে আতসবাজী,
অগ্নিবর্ণে 'সৎনাম' লিখিত।

কারতরফ। দুর্গ মাঝে শত্রু আসি পশেছে নিশ্চিত।

গুল। পিতা পিতা,
দুর্গদ্বারে নেহার অনল শিখা।
কারতরফ। দেহ তরবারি,
বিপক্ষ করেছে আক্রমণ।
গুল। (তরবারি প্রদান করিয়া) এসো পিতা,
করি পলায়ন,
নহে সুলক্ষণ—চৌদিকে অনল!
হত যত প্রহরী নিশ্চয়,
কৌশলে করেছে রিপু দুর্গ করগত।
সৈন্যগণ নিদ্রিত সকলে,
নিশ্চয় এ দুর্গ তাত, শত্রু করগত।
রাখ মিনতি কন্যার,
এসো গুপ্তপথে দুর্গ হ'তে করি পলায়ন।
কারতরফ। দুর্গে অরি পশেছে নিশ্চয়।
গুপ্তপথে করহ প্রস্থান।
গুল। পিতা পিতা, তুমি এসো সাথে!
কারতরফ। মুসলমান ধর্ম্ম পরিহার
করিবে কি জনক তোমার?
পলাইবে হিন্দু ভয়ে?
যাও, পিতৃবাক্য করো না হেলন।
(রণেন্দ্র, ফকীররাম ও একজন সৎনামীর প্রবেশ)
রণেন্দ্র। ত্যজ অস্ত্র, নহে যাবে প্রাণ।
কারতরফ। তিন জন কাফেরে, না ডরে মুসলমান।
দেখ, ইসলাম-আশ্রিত প্রাণ ত্যজে কি প্রকারে?

রণেন্দ্র। কেহ অস্ত্র করো না আঘাত।
শুন মুসলমান,
হয় যদি মম পরাজয়,
রহিবে তোমার এই দুর্গ-অধিকার।
শুন হে সৎনামীগণে,
পরাস্ত যদ্যপি করে মুসলমান বীর,
জানাইও পরশুরামে মিনতি আমার,
উদ্ধার করিয়ে বন্দীগণে,
যান সবে দুর্গ ত্যজি।
পণ মম—
সৎনামী ত্যজিবে দুর্গ মম পরাজয়ে।

কারতরফ। আপনি আমার অস্ত্রের যোগ্য বটেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার ন্যায় সৎনামী কয় জন আছে?

রণেন্দ্র। অনেক! আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

কারতরফ। বীরবর যদি সত্য হয়, মুসলমানের বিপদ বটে। আসুন, আমি প্রস্তুত।

(উভয়ের যুদ্ধ, কারতরফ খাঁর নিরস্ত্র হওন ও
রিক্তহস্তে আক্রমণোদ্যোগ)

রণেন্দ্র। বীর, তব যৌবন অতীত,
বলহীন বাহু তব বার্দ্ধক্যবশতঃ;
মুষ্ট্যাঘাতে অস্ত্র নাহি হবে নিবারণ,
বন্দী হও, ক্ষমা দেহ রণে।

কারতরফ। বন্দী হ'বে মুসলমান কাফেরের করে?

ফকীর। সত্য, মরো তবে।

রণেন্দ্র। কে তুই পামর ?

(ফকীরের অস্ত্রাঘাত ও কারতরফ খাঁর পতন)

ফকীর। বাবা, আমি ফকীররাম।

গুল। হা পিতঃ ! (মৃত-পিতৃদেহ কোলে করিয়া উপবেশন)

রণেন্দ্র। প্রভু, এরূপ অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা সম্ভব, তা আমি জান্‌তেম না।

ফকীর। বাবা, তুমি নেতা, অন্যায় কার্য্য ক'রে থাকি, আমার প্রাণ-বধ করো। আমাদের ন্যায়-অন্যায় আর এক রকম। যদি তোমার একলার চেষ্টায় দুর্গ অধিকার হ'তো, তা হ'লে বীরত্ব জানিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা কর্‌তে, যে, তোমার পতনে মুসলমানের দুর্গ অধিকার থাক্‌বে, তথাপি সৎনামের কার্য্য হ'তো না। চরণদাস দোর খুলে রাখ্‌লে, অস্ত্রাগার অধিকার কর্‌লে, বন্দী যুবাগণকে মুক্ত ক'রে,যুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র দিলে,পরশু-রাম স্বদলে প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌লে,—তুমি এসে বীরত্ব জানালে যে, তোমায় পরাস্ত কর্‌লেই দুর্গ ছেড়ে যেতে হবে ! দেখ বাবা, এই অহঙ্কারেই ভারতের পতন হ'য়েছে। বীরত্ব ক'রে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার কর্‌তে চান নাই ; দূর হ'তে শত্রু বধ কর্‌লে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না। আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরিও চালালে, আর বীরত্বের গর্ব্ব না ক'রে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন ! রাজ্য দিলেন, ভগ্নী দিলেন, কন্যা দিলেন। কিন্তু যবনেরা আর এক রকম বোঝে। এই যে দুর্গ-অধিকারী, একে কি ভীরু

দেখ্‌লে? যদি পিস্তল সঙ্গে থাক্‌তো, তোমায় গুলি চালাতো। মুসলমানের গুণ কি জানো? তারা কার্য্য চায়, আত্মগৌরব খোঁজে না! ছলে-বলে-কৌশলে বাদ্‌সার কার্য্য হ'লেই হলে। তোমার মত বীরত্বের পরিচয় দেয় না। তোমার যদি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করতে সাধ থাকে, তা অতি সহজ;—রাজ্য জয় করে, দশবিশ জন মুসলমানকে একা আক্রমণ কর্‌লেই হ'ল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ কর্‌তে হবে?

ফকীর। না,—হিন্দুর কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে হব। বাঙ্গলায় এক বার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ শুনেছিলেম। তা'তে রাম-ভক্ত হনূমন্ত কৌশলে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাস কবির সার্থক কল্পনা। রামভক্ত কপীশ্বর হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত। রামকার্য্যে, ধর্ম্মের কার্য্যে এইরূপ আত্মা-ভিমান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বাপু, আমরা বুড়ো-হাবড়া, এই রকমই বুঝি। আর একটা মনের পাপ তোমায় বলি, আমি তলোয়ার খুলে প্রস্তুত ছিলেম। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তেম, যে, দুর্গাধিকারী যবন তোমা অপেক্ষা প্রবল হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা'র শিরশ্ছেদ কর্‌তেম। তোমার পণে সৎনামীর কার্য্যের ব্যাঘাত কর্‌তে দিতেম না।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো এসো,—

সহস্র যবন বন্দী সৎনামী-সমরে।

আছি সবে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
বিধর্ম্মীর বধিতে জীবন।
আজ্ঞা দেহ দহিতে অনলে,
হিন্দু-মনস্তাপ হবে কিঞ্চিৎ শীতল।
একি! কে এ যবনী?
(ফকীররামের প্রতি)
প্রভু অস্ত্র করে তুমি উপস্থিত,
মুক্ত অসি রণেন্দ্রের করে,
বুঝি এই যবন দুহিতা,
পিতৃশোক যবনীর কর' নিবারণ।

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবী, ভগিনী,
প্রফুল্ল কমল সম তুমি।
বন্দী মুসলমানগণে করিলে নিধন,
হিন্দু সনে যবনের প্রভেদ কি রবে?
শুন পুনঃ—যুক্তিসিদ্ধ নহে এই নিষ্ঠুরতা।
হয় যদি যবনের এ রূপ ধারণা,
অস্ত্র ত্যাগে নাহি পরিত্রাণ,
এক প্রাণী জীবিত থাকিতে
রণ না করিবে পরিহার।

বৈষ্ণবী। শুন শুন ইতিহাস করহ স্মরণ।
অভয় প্রদানি পুনঃ মুসলমানগণ,
বন্দী করি বধিয়াছে হিন্দুর জীবন।
যেই অস্ত্রধারী করে অস্ত্র পরিহার,
ধিক্ জীবনে তাহার!

ভীরু জন রাখিতে জীবন,
অস্ত্র ত্যাগ করিবে নিশ্চয়।
শতবার যবনের শঠতা আশ্বাসে,
প্রাণভয়ে অস্ত্র ত্যজি লইয়ে শরণ,
কাপুরুষ সম হত বন্দী হিন্দুগণ।
ভীরু ত্যজে অস্ত্র তার প্রকৃতি-প্রভাবে।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা কর' না লঙ্ঘন,
শোণিত-পিয়াসী ভীমা!
কর' ভাই মমতা বর্জ্জন,
দেহ আজ্ঞা যবন নিধনে;
কহ কা'রে বধিতে এ যবনীরে।

রণেন্দ্র। দেখ' দেখ' বিমলিনী বালা।
উন্মত্তা জনক-শোকে।
হের বিবশা কামিনী,
মুকুতার শ্রেণী ঝরিতেছে দু'নয়নে।
ক্ষান্ত হও, চল' ভগ্নি,—
বন্দীর সম্বন্ধে আজ্ঞা দিব যুক্তিমত।

বৈষ্ণবী। ভ্রাতা, মমতা নিষেধ জননীর।
করিলে যখন তুমি মুকুট গ্রহণ,
মেঘাবৃত হয়েছিল জননী-বদন;
আজি দূর দৃষ্টে নেহারি সে মেঘ-ছায়া।
কে জানে কি অঙ্কুরিত হয় কোন বীজে।
সৎনামের কাজে,
নারী-হত্যা-ঘৃণা ত্যাগ কর' বীরবর!

রণেন্দ্র। ভগিনী—ভগিনী,
অবলা নিধন নাহি প্রয়োজন।
বন্দী রবে,
অনিষ্ট কি হবে এই যবনী হইতে ?
চলো।

[বৈষ্ণবী ও গুলসানা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। (স্বগতঃ) নারী হ'তে অনিষ্ট কি হ'বে ?
রণ তবে কাহার স্বজন ?
বীর হয় ভীরু নর কার প্রেম-আশে ?
শত যোধে একা রোধে কার রক্ষা হেতু ?
কার প্রেমে সন্তানের মায়া,
পুত্রে করে জীবনের সম্পত্তি অর্পণ ?
ফেরে নর কাহার ইঙ্গিতে ?
ভাই রমণীরে ক'র ঘৃণা !

[গুলসানার প্রস্থান।

নেতা-বাক্য করি অতিক্রম—
বধিব এ নারীর জীবন।
(চমকিত হইয়া) চতুরা কুমারী,
পলা'য়েছে শোক পরিহরি।
অতি সুচতুরা, বুঝিয়াছে মনোভাব।
প্রাণভয়ে যবনী করেনি পলায়ন।
তা' হইলে যুদ্ধকালে,
পিতার পশ্চাতে রহিত না কদাচিৎ ;

বসিত না মৃত পিতা ল'য়ে কোলে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু করেছে প্রস্থান!
প্রতিবিধিৎসার অগ্নি রমণী-হৃদয়ে!
যবনীরে না করি নিধন,
কৌমারী মাতার আজ্ঞা হয়েছে লঙ্ঘন;—
বীজ হ'তে শত্রু নাশ আদেশ ভীমার।
হে রণেন্দ্র, সংশয় জন্মায় হৃদে মমতায় তব;
মমতায় প্রেমের সঞ্চার।
প্রেমের সঞ্চার হ'লে সৎনামী-হৃদয়ে,
সৎনামী-আশ্রয়দাত্রী কৌমারী জননী,
নিজ বল করিবেন হরণ অভয়া।
অল্প সৈন্য কি করিবে যবনবিগ্রহে,
সৎনামীর হইবে সংহার।
হে রণেন্দ্র, বীর তুমি,
কিন্তু হেরি, হৃদয় মমতাপূর্ণ তব।
কোমলতা, প্রেমে পাছে হয় পরিণত,
আশঙ্কায় হয় মম চিত বিচলিত!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নিভৃত স্থান।

গুলসানা ও করিম।

গুল। করিম, বাদসার ধনাগারে নাহি সে রতন,
সমতুল হয় যাহে প্রভুভক্তি তব!
যবে দুর্গের চৌদিকে অগ্নি জ্বালিল কাফের,
প্রভুকন্যা রক্ষার কারণ—
উপেক্ষি জীবন—
অনলের মুখে মোরে করিয়াছ ত্রাণ,
নহে গুপ্তপথে ভস্ম হতো কায়া।
বহু রত্ন আনিয়াছি আসিবার কালে,
লক্ষ মুদ্রা মূল্য হবে তার,
করহ গ্রহণ।

করিম। বিবি,
নফর করেছে নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
পুরস্কার কিবা তার আর?
তোমারে লইয়ে যবে দিল্লীতে পৌঁছিব,
তবে হব নিশ্চিন্ত-হৃদয়;
সে সময় দিও পুরস্কার।
হেথায় অপেক্ষা নহে কদাচ উচিত।
মুসলমান বলি কেহ পারিলে জানিতে,
তখনি বধিবে প্রাণ।

হিন্দু সম পরিচ্ছদ করেছ ধারণ,
কিন্তু অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাফের দুষমন।

গুল। করিম,
আমি তব প্রভুর কুমারী;
কর্ত্তব্য তোমার মম আদেশ পালন।
যাও লও এ রতন,
চিন্তা ত্যজ আমার কারণ।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম-অনুবর্ত্তী এ অধীনী,
দেখে যাব পিতৃহত্যা কাফেরের করে,
বিনা প্রতিশোধ দানে?

করিম। সাহেবজাদী,
গোলাম কদাপি নাহি যাবে তোমা ছাড়ি।
ছিল মনে, নিরাপদে রাখিয়ে তোমারে,
যত্নবান হ'ব দুষ্ট কাফের নিধনে।
অর্থ তব প্রয়োজন,
বহু কার্য্য সিদ্ধ হয় অর্থের প্রভাবে।
রহিল এ রত্ন মম পাশে,
হবে ব্যয় প্রতিবিধিৎসার প্রয়োজনে।

গুল। সত্য তব বাণী।
দুর্গ হ'তে করি পলায়ন,
জনশূন্য যে কুটীরে লইনু আশ্রয়,
রহ তথা।
আজি হ'তে পরিচয় তব
বিদেশী জনেক হিন্দু তুমি।

আমি করিব কি ভাণ,
পরে জানাবো তোমায়।

করিম। বিবি, সেলাম।

[করিমের প্রস্থান।

গুল। হেরিলাম পতাকাধারিণী—
রমণী সে বীরবালা !
শুনিলাম দুর্গ-মাঝে অগ্রে পশিয়াছে,
রমণী হিন্দুর নেতা !
কাফের-কামিনী যদি হেন শক্তি ধরে,
আমিও রমণী,
লভিয়াছি মুসলমান-ঔরসে জনম,
তবে কেন না করিব বৈরী-নির্য্যাতন ?
কে যুবা কে জানে,
দেখিলাম কোমলতা আছে প্রাণে।
পারি যদি
কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করি তার হৃদি।
বন্দী করি প্রেমের বন্ধনে,
ল'য়ে যা'ব সম্রাট সদনে,
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ করিব প্রদান।
মুসলমান-নারী
পরিচ্ছদে কেহ না বুঝিবে।
আসে কা'রা এ নির্জ্জন স্থানে ?
রহি গুল্ম-অন্তরালে।　　(লুকাইত হওন)

(রণেন্দ্র ও ফকীররামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। প্রভু, নেতাপদ অন্য জনে করুন প্রদান,
আমি হই অধীন তাহার।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করিতে নিপাত,
অধম, অক্ষম হেন আদেশ প্রদানে।
বন্দীগণে আশ্বাসবচনে
অস্ত্র ত্যজিয়াছে করি হিন্দুরে প্রত্যয় ;
হিন্দু হ'য়ে নিজ বাক্য কিরূপে ফিরাব ?

ফকীর। বাপু, তোমার মনে কি ধারণা, যে ধর্ম্মবিপ্লবের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন ? অশ্বত্থামা পাণ্ডবের গুরুপুত্র, অমর, তার প্রাণবধ হবে না, তাই বধ করেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদানে তার শিরোমণি ছেদ করেছেন। এ দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মাশ্রিত পাণ্ডব এ কঠিন কার্য্য ক'রে কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিল ? তুমি কি ভাব যে, যবনেরা যদি কোন হিন্দুকে বন্দী করতে পারে, তা হ'লে কি নিষ্কৃতি দান করবে ? কখনো করেছে ?

রণেন্দ্র। হিন্দুর আদর্শ নহে যবন কখনো।
মহাপাপ শরণাগতের প্রাণনাশে !
দয়া প্রদর্শন—কার্য্যে প্রয়োজন।
জানে যদি নিশ্চয় মরণ,
অস্ত্র ত্যাগে নাহি অব্যাহতি,
মরণ সংকল্প করি করিবে সংগ্রাম।
দুর্দ্দম হইবে সবে।

ফকীর। বন্দী যবনেরা কি শরণাগত ? অস্ত্র দিলে কি যবন বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করবে? কৃপা করলে কি তারা বন্ধু হবে? কায়মনোপ্রাণ অর্পণ ক'রে যে শরণাগত হয়, হিন্দুর সে অবধ্য বটে। আর একটা যুক্তি বড় বা'র করেছো। মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধ করবে, এ এক রকম বোঝান বটে। কিন্তু আর এক রকম বুঝে দেখ দেখি।—যদি বোঝে যে পরাজয় হ'লে অস্ত্রত্যাগেও প্রাণরক্ষা হবে না, একটু জোর আক্রমণ দেখ্‌লে তো বিনা যুদ্ধে পালাতে পারে। যেমন যবন-ভয়ে হিন্দুরা তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে ছুট দেয়। আরও বোঝ'—যবন অসংখ্য। কৌমারীর প্রসাদে বার বার যদি তোমার জয়লাভ হয়, সহস্র সহস্র যবন যদি বন্দী করতে পারো, তা'দের কোথায় স্থান দেবে? যে অর্থ সঞ্চয় হয়েছে, তা' দ্বারা সৎনামী-সৈন্যের কষ্টে আহার দিতে পারবে, বন্দীদের কি দেবে? রণব্যয়ের অর্থে কি যবনের ভোজ হবে? বন্দীর রক্ষার জন্য কত সৎনামী রেখে যাবে? যবন-সমরে এক ব্যক্তিকেও গৃহে রাখ্‌লে চল্‌বে না। কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট গ্রহণ করেছো;—যবনের মমতায় সৎনামীর সর্ব্বনাশ ক'রে সে মুকুট পরিত্যাগ করো না।

রণেন্দ্র। প্রভু, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য। আমি আদেশ দিলেম। কৃপা ক'রে এই আজ্ঞা দেন, আমি এই স্থানেই থাকি। মার্জ্জনা করুন, সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পারবো না।

ফকীর। দয়া অতি উচ্চ গুণ। কিন্তু জেনো, নির্ম্মম মুক্তপুরুষ ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্য হৃদয়ে কাম-বৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে। তোমার মনো-তৃপ্তির জন্য, তোমার কথা রক্ষা ক'রে, একাদশজন যারা

প্রথমে অস্ত্রত্যাগ করেছিলো, তাদের প্রাণদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি দেবো।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ঘোরতর নিষ্ঠুর আচার,

হৃদিকম্প হয় মম।

পিশাচের সম আচরণ—

মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন—

অস্ত্রহীন অরাতির নাহিক নিষ্কৃতি!

অন্যজন এ মুকুট করিলে ধারণ,

না করিতে হ'ত—হত্যাকার্য্যে আজ্ঞা দান।

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। প্রভু, প্রভু, বোধ হয় আপনি কোন সৎনামী বীরপুরুষ। দাসীকে বলুন, আত্মহত্যায় কি সৎনামীর পাপ আছে?

রণেন্দ্র। কে তুমি?

গুল। দাসী অতি অভাগিনী!

বিমলা, অমলা নামে যমজ ভগিনী

প্রসবি জননী মৃত সূতিকা-আগারে।

কত যত্নে পিতা দোঁহে করিলা পালন।

আমি অগ্রে ভূমিষ্ঠা অমলা জন্মে পরে,

সে কারণ 'দিদি' ব'লে করে সম্ভাষণ।

একক্ষণে যদিও জনম,

তথাপি বালিকা বলি জ্ঞান হয় তারে।

যদবধি জ্ঞানোদয় মম,

জ্যেষ্ঠা সম করিয়াছি ভগ্নীরে যতন ।
পিতৃদেব লোকান্তর গমন সময়,
সঁপিলেন হাতে হাতে ভগ্নীরে আমার ।
নন্দিনী সমান সেই ভগিনী আমার,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
মহম্মদীয় ধর্ম্মে চাহে হইতে দীক্ষিতা ।
কহে, 'হিন্দুধর্ম্ম প্রেত-উপাসনা,
মহম্মদীয় ধর্ম্ম মাত্র সার।'
বুঝি মতিগতি, কহিলাম করিয়া মিনতি,—
'নহে তো বিধান, নিজ ধর্ম্ম সহসা বর্জ্জন !
তর্ক কর, পণ্ডিতের সনে ।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করিতে স্থাপন,
পার যদি পণ্ডিতগণেরে পরাজয়ি,
মুসলমানধর্ম্ম দীক্ষা করিও গ্রহণ,
নিবারণ করিব না আর।'
বাক্য মম অমলা মানিল ;
সগর্ব্বে কহিল,—
'ভাল ছয় মাস অপেক্ষা করিব,
আন কেবা শাস্ত্র-সুপণ্ডিত,
ঈশ্বরের বাণী, বেদ অথবা কোরাণ,
সিদ্ধান্ত যা হবে, তাহা করিব গ্রহণ।'

রণেন্দ্র। অদ্ভুত রমণী ! কোথা ভগ্নী তব ?

গুল। নানা দেশ করি পর্য্যটন,
না পাইনু শাস্ত্রজ্ঞ এমন পরাজিতে অমলারে ।

আসিয়াছি শেষে এ প্রদেশে।
সপ্তাহে হইবে সেই সময় অতীত।
ইতিমধ্যে না হইলে তার পরাজয়,
প্রাণসমা সহোদরা যবনী হইবে।
হায় হায়, কলঙ্কিত হইবেন পিতৃদেবগণে।
বৃথা স্নেহময় পিতা করিলা পালন,
নারিলাম অনুরোধ রাখিতে তাঁহার।
শ্রেয়ঃ এ জীবন বিসর্জ্জন!
অন্য কিবা প্রায়শ্চিত্ত কহ মহামতি?

রণেন্দ্র। অবলারে বুঝাইতে কেহ না পারিল?
সোদরা তোমার হেন তর্ক-সুনিপুণা?
বিচার কি করিয়াছে সৎনামীর সনে?

গুল। না, পোড়া অদৃষ্টের দোষে
পাই নাই সৎনামী পণ্ডিত দরশন।

রণেন্দ্র। ত্যজহ বিষাদ,
শাস্ত্রজ্ঞ সৎনামী তারে বুঝা'বে নিশ্চিত।

গুল। দেব, তব আশ্বাসবচনে
মৃতদেহে হয় মম জীবন সঞ্চার।
বহুগুণসম্পন্না ভগিনী।
রূপবতী গুণবতী সোসর তাহার
নাহি কোন সম্রাট্-ভবনে।
দেব, রহে যেন দয়া এ দাসীর প্রতি;
কার্য্যে ব্যাপ্ত রহি যেন না হও বিস্মৃত।

রণেন্দ্র। গৃহে যাও, ভেবো না সুন্দরী।

গুল। প্রণাম চরণে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। বিস্তার করেছি মায়াজাল।
দুর্ভেদ্য নারীর মায়া জান না সৈনিক!
শাস্ত্রজ্ঞ কাহারে পাঠাইবে?
আপনি আসিবে!
মুখে হাসি, চোখে জল বিবশা ব্যথায়,
রুক্ষকেশা দয়া-আকাঙ্ক্ষিনী,
জানু পাতি কর জোড়ে করিয়ে মিনতি,
মুখ তুলি চাহিব বদন পানে!
সে মোহিনী ছবি যদি না স্পর্শে হৃদয়,
মুক্তকণ্ঠে কব' আমি সৎনামীর জয় --
দাসী হব প্রতিহিংসা-তৃষা ত্যজি।
বিকসিত কানন-কুসুম,
সৌরভ প্রদান' অঙ্গে মম ;
চন্দ্রমা, জ্যোৎস্না কর' দান ;
পাপিয়া বুল বুল, রবে যার হয় প্রাণাকুল,
ঋণ দেহ সে স্বরলহরী ;
নবীন নীরদ, ধারা দেহ দু'নয়নে ;
হাস, বসি গোলাপ অধরে ;
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরিমণ্ডল,
দেহ দেবদূতে ভুলাবার ছল,
ধর্ম্মাত্মা পিতার মৃত্যু, দিব প্রতিশোধ !

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

রণেন্দ্র, পরশুরাম ও সৎনামীগণ।

রণেন্দ্র। শত শত্রু-দুর্গ করগত সৎনামীর।
এ প্রদেশে উঠিয়াছে যবন-আবাস।
এতদিন করিলাম যত শ্রম সবে,
বাল্যখেলা সে সকলি জেনো বন্ধুগণ,
উপস্থিত কার্য্য-তুলনায়।
হের দূরে সম্রাটের সেনা
সাগরলহরীসম অগ্রসর রণে।
জমীদারগণ সবে নিজ দলবলে,
সম্মিলিত সম্রাটবাহিনী সনে।

বিষণ সিং কুলাঙ্গার রাজপুতবেষ্টিত
চালিছে যবন-অনীকীনী।
দক্ষতায় নির্ম্মিয়াছে ব্যূহ।
মধ্যস্থল দৃঢ়ীকৃত গোলন্দাজগণে,
দক্ষিণে পদাতি চমূ, বামে আসোয়ার।
পঞ্চাশৎ সহস্র অধিক এ অরাতি,
হিন্দু দশ সহস্র আমরা,
এস, বীরদন্তে করি আক্রমণ।
শত জন সহ রণ করি জনে জনে,
বার বার জিনেছি সমর।
এবে পঞ্চগুণ মাত্র শত্রুসেনা,
কিন্তু সুশিক্ষিত—
বহু রণে পরীক্ষিত সবে—
বহু আয়াসের প্রয়োজন।
হের ঐ উড্ডীন পতাকা;
ধূমকেতু সম ভাতে গগনমণ্ডলে,
আসিতেছে বৈষ্ণবীর সেনা।
রাজপুত্রগণ, সংহতি স্বগণ,
আগুয়ান বৈষ্ণবী পশ্চাতে,
আক্রমিবে অরি মধ্যশ্রেণী।
ভ্রাতঃ পরশুরাম,
যাও তুমি রোধ আসোয়ারে,
বৈষ্ণবীর পার্শ্ব নাহি করে আক্রমণ।
রোধি আমি পদাতিকগণে।

পরশু। ভাই,

সহস্র আসোয়ার আছে অধীনে আমার,
রোধিব বিপক্ষগণে পঞ্চশত জনে।
পদাতিক আক্রমণে
বহু সৈন্য হবে প্রয়োজন ;—
মম অৰ্দ্ধ সেনা তব রহুক সংহতি।

রণেন্দ্র। অরি সমাবেশ ভাই কর নিরীক্ষণ।
বৈষ্ণবীর সেনা
মধ্যভাগ ভেদিবারে করিছে উদ্যম।
পার্শ্বে যদি আসোয়ার করে আক্রমণ,
হিন্দুসেনা পরাস্ত হইবে।
প্রাণপণে রোধ' আসোয়ারে।
পার যদি বিমুখিতে বিপক্ষ সোয়ার,
পার্শ্ব হ'তে মধ্যভাগে দিও হানা।
তখনি হইবে রণজয়,
অর্পিত তোমার করে জয় পরাজয়।

পরশু। যাই বীর,
সম্মানিত তোমার আদেশে।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হের বীরগণ,
দুরাত্মা বিষণ
অশ্বপৃষ্ঠে পদাতিক করে উত্তেজিত,
বৈষ্ণবীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ হেতু।

উপস্থিত হেতা মোরা পঞ্চশত জন,
পঞ্চ সহস্রেক মাত্র চালিছে বিষণ,—
উড়াইব বাতে তুলা সম।

সকলে। জয় জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান

(যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। দেখ দেখ রণ-উন্মাদিনী কৌমারী-সঙ্গিনী!
ভেদি মধ্যদেশ
দুর্দ্দম সৎনামীশ্রেণী করিছে প্রবেশ।
পথ-প্রদর্শিনী সমর-অঙ্গনা তোরা সবে,
ছারখার এখনি হইবে মধ্যদেশ।
হের দূরে প্রায় পরাজিত হিন্দু অশ্বারোহী;
চল' করি আদর্শ প্রদান,
দিতে হয় যবনে কিরূপে বলিদান।

যুবতীগণ। জয় কৌমারীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবীর ধরি অবয়ব,
সাক্ষাৎ কি সমরে কৌমারী!
যথা রণ-সন্ধি তথা ভীমার উদয়;
সূর্য্যোদয়ে তমঃ নাশ প্রায়
যবন নিহত তথা।

ধাইছে ভীষণা,
নদী অতিক্রমি আক্রমিতে বিষণের দল।
চল শীঘ্র ভীমার পশ্চাতে।

[সকলের প্রস্থান।

(একজন সৈন্যের সহায়ে আহত অবস্থায় পরশুরামের প্রবেশ)

সৈন্য। বীরবর, হও স্থির হয়েছে সমর জয়।

পরশু। ত্যজ মোরে বন্ধু যদি তুমি,
দেহ প্রাণ ত্যজিতে আহবে।
লয়ে মহা ভার, আমি কুলাঙ্গার,
পড়িলাম অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু হইয়ে।
পশিয়াছে বৈষ্ণবী সমরে,
একাকিনী যুঝে বামা যবন মাঝারে!
দেহ মোরে যাইতে সাহায্যে তার।

(গমনোদ্যত ও পতন)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। শত শত জনে বধিনু বিষণ জ্ঞানে,
কিন্তু সে দুর্জ্জন, মম অস্ত্রে পাইয়াছে ত্রাণ।
ঐ পুনঃ বাহিনী করিছে সমাবেশ।

[প্রস্থান।

পরশু। (উত্থিত হইয়া) কোথা আমি—বৈষ্ণবী কোথায়?
ঐ শুনি সৎনামীর সিংহনাদ!
ঐ দূরে, বৈষ্ণবীর করে উড়িছে পতাকা।

[পরশুরাম ও পশ্চাতে সৈন্যের প্রস্থান।

(ফকীররাম ও চরণের প্রবেশ)

ফকীর। বাবা চরণ, বুড়ো হাবড়া আমি,—ম'লে কি এলো গেলো বল? যাও বাবা তুমি যুদ্ধে যাও। রণেন্দ্রের পাশে পাশে থেকো। ও প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে বিষণকে আক্রমণ ক'চ্চে। বাবা, ওর শত্রুর অস্ত্রের মাঝে বুক দাও গে। বাবা, কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার গুরুর আজ্ঞা।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[চরণের প্রস্থান।

(একজন আহত সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জয় সৎনামীর জয়!

ফকীর। বাবা তোমার এত স্ফূর্ত্তি কেন? তোমার তো সাংঘাতিক অস্ত্রের আঘাত দেখ্‌ছি।

সৈন্য। তেমন সাংঘাতিক আঘাত নয়, যুদ্ধে জয় হয়েছে, সৎনামী বিজয়ী হয়েছে। সে যুদ্ধে যদি যবনের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, এ অপেক্ষা আর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি হবে।

[প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, চরণ ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। ভাই, আমার মত অকর্ম্মণ্যকে আর কার্য্য ভার দিও না।

রণেন্দ্র। বীরবর, বোধ হয় সুরাসুর তোমার অমোঘ বীর্য্যে ঈর্ষিত। একা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ, শত অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে নিরস্ত হও নি।

ফকীর। পরশুরাম, তোমার বীরকার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও?

পরশু। বৈষ্ণবী কোথায় ?

চরণ। কোথায় কে আহত যবন জীবিত আছে, ছুঁড়ি বুঝি তাই মড়া উট্‌কে দেখ্‌ছে, একটা খোঁচা দেবে।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

এই যে।

বৈষ্ণবী। ভাই রণেন্দ্র, এখনও আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই, আজ রাত্রেই আমরা অগ্রসর হই। যখন এই সম্রাট-সৈন্য পরাজিত হয়েছে, তখন আগ্রার পথ মুক্ত। সম্রাট্‌-শিবিরে ভগ্ন-পাইক উপস্থিত হ'বার আগেই আমরা আগ্রা আক্রমণ করি।

রণেন্দ্র। যথার্থ বলেছ। চলো সৈন্যদের আদেশ দি, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রেই অগ্রসর হোক্।

সকলে। জয় সৎনামের জয় !

[রণেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের গমনোদ্যোগ, এমন সময় পশ্চাতে করিমের প্রবেশ)

করিম। মহাশয়, বিমলা দেবী আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি আজ যদি তাঁর ভগ্নীর সহিত দেখা না করেন, তা' হলে সর্ব্বনাশ, কাল তাঁর ভগ্নী মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন।

রণেন্দ্র। (স্বগতঃ) কি করি, প্রতিশ্রুত আছি যাবো। সৈন্যদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিয়ে, একবার দেখা করবো। তারপর দ্রুত-গমনে সৈন্যের সহিত মিলিত হবো। কি করবো, বিশ্রাম করা হলো না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি যাও, দেবী যে বনমধ্যস্থ শিবির দেখিয়েছিলেন, সেই খানেই তো আছেন ?

করিম। আজ্ঞে হাঁ।

[করিমের একদিকে ও রণেন্দ্রের অন্য দিকে প্রস্থান।

(ফকীররাম ও চরণের পুনঃ প্রবেশ)

ফকীর। বাবা চরণ, আমার কিছু মনটা উচাটন হয়েছে।

চরণ। আজ্ঞে তা হয়েছে।

ফকীর। ও লোকটা কে ? রণেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইলে, চেনো ?

চরণ। আজ্ঞে যেন চেনো চেনো কচ্ছি।

ফকীর। সন্ধান নিতে পারো ? চুপি চুপি পত্র দেয়, একটা ছুঁড়ি ফুঁড়ি কোথায় পেছুতে ঘাপ্‌টি মেরে আছে, নইলে ফুস্‌ফুস্নি খালি মরদে মরদে হয় না।

চরণ। আজ্ঞে হাঁ, বড় চুপিসাড়ে কথা।

ফকীর। তোমার বোধ হয় এ কি জাত ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো, কি জাত ?

ফকীর। দেখ' হিন্দু তো নয়ই। একটু বাকা ধরণের চালচুল দেখেছ ? ছেলাম করতে গিয়ে যেন নমস্কার করলে।

চরণ। আজ্ঞে হাঁ, ছেলাম করতে রুকে ছিল।

ফকীর। যাও বাবা, তুমি সন্ধান নাও।

চরণ। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোহিনীর বাটীর সম্মুখ।

দ্বারদেশে গুলসানা দণ্ডায়মানা।

(সৎনামী বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

ভন্ ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই।
না হ'লে জোর, বেঁধে কোমর, কি ক'রে করবো লড়াই॥
জোর না হ'লে গায়, লড়াই দেখে ছুটে সে পালায়,
সে ডুও খেয়ে যায় ;
খেলে না কেউ তারে নিয়ে, তারে নিয়ে খেলতে নাই॥
সে খালি করে ভয়, মিছি মিছি মিছে কথা কয়,
সে ভাল ছেলে নয় ;
ছি ছি এ মিথ্যেবাদী তালি দে বলে সবাই॥

[বালকগণের প্রস্থান।

(সোহিনীর বাটীর ভিতর হইতে আগমন।)

সোহিনী। নিষেধ মা, অন্যের পশিতে এই পুরে,
সেই হেতু ভৃত্যগণে করেছে নিষেধ।
দেবস্থান—
অজানিত নর-নারী প্রবেশে মা মানা।
কে তুমি ?
কি কার্য্য মা মোর সনে ?

গুল। মাগো, বৈশ্যজাতি, আগ্‌রায় আবাস আমার।
বাদ্‌সার অত্যাচার শুনেছ জননী।
রাজদূত আসি,
বন্দী করি পতিরে আমার
লয়ে গেল বিনা অপরাধে।
জাতি রক্ষা হেতু, আসিয়াছি সৎনামী-আশ্রয়ে।
পতির বন্ধুর বাস আছিল নাড়োলে,
রহিলাম কয় দিন আশ্রয়ে তাঁহার।
অধীনীরে দয়া করি বান্ধব সুজন,
স্বামীর আনিতে তত্ত্ব করেন গমন।
মাগো,
নিদারুণ পত্র তাঁর পাইলাম কালি ;—
দুষ্ট জনে রাজদ্রোহী করিল প্রমাণ,
প্রাণবধ হয়েছে তাঁহার :
শুনি গো জননী,
যবন নিধন হেতু সৎনামী সজ্জিত।
আছে গো কিঞ্চিৎ অর্থ পতির অর্জ্জিত,
সৎনামীর সৎকার্য্যে করিব সমর্পণ
বড় আকিঞ্চন মনে।
কৃতার্থ কর গো দুহিতায়,
যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এই করিয়ে গ্রহণ।

মোহিনী। অর্থ দান যদি বৎসে বাসনা তোমার,
আছে নেতাগণ,
বাসনা জানাও তব তাঁদের নিকটে।

গুল। কেবা নেতা জানিনে জননী।
করিয়াছি পণ গৃহে নাহি করিব প্রবেশ—
পতির বিয়োগে— সন্ন্যাসিনী,
বিধবার আচরণ করিতে কামনা।
বহু মূল্য রত্ন এ সকল কোথায় রাখিব!
কৃপা করি রাখ মাতা তোমার নিকটে।

সোহিনী। সত্য হেরি মহার্ঘ রতন এ সকল।
ভাল রাখি আমি তব তুষ্টি হেতু।
কিন্তু যুবতী মা তুমি,
নিরাশ্রয়ে কোথায় রহিবে?

গুল। মাগো, এ সংসারে স্থান আর নাহি বহুদিন।
পতির পাদুকা হেতু অপেক্ষা আমার!
পাইলে পাদুকা,
বুকে ধরি অগ্নি মাঝে করিব প্রবেশ।
ছিল সাধ, যবন বিনাশ দরশন।
কিন্তু নারী, নহি অস্ত্রধারী,
প্রতিবিধিৎসার সাধে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অনলে তাপিত দেহ ঢালি,
জুড়াব গো দারুণ সন্তাপ।
হায় হায়, মনে সাধ হয়,
পারিতাম যদি অস্ত্র করিতে ধারণ,
যবনশোণিতে করিতাম পতির তর্পণ।

সোহিনী। তবে কেন অস্ত্র নাহি ধর?
কি হইবে অনলে শরীর বিসর্জ্জনে?

তোমা সম সৎনামী যুবতীগণে,
পতাকা ধরিয়ে করে,
অসুরসংহারে যথা দেবী রণাঙ্গনা,
বিপক্ষশ্রেণীর মুখে হয় অগ্রসর।
জন্মভূমি-জননী কারণ,
বীর-ব্রতে কেন ব্রতী না হও যুবতী ?

গুল। মাতা, জানি না নিয়ম।
কেবা দেবে দীক্ষা মহাব্রতে,
কেমনে মিলিব যত বীরাঙ্গনা সনে ?

মোহিনী। দেখি বৎসে পতিব্রতা তুমি।
নাহি অপর নিয়ম।
যতদিন মহাকার্য্য না হয় উদ্ধার,
প্রণয় না পরশে অন্তরে।
যে রমণী ভুক্তা হবে সৎনামী সম্প্রদা'
প্রেম কথা নাহি আনে মুখে।

গুল। কহ মাতা অদ্ভুত কাহিনী।
একত্র মিলিত রহে যুবক-যুবতী,
প্রণয় সঞ্চার মনে অসম্ভব নয়।
কিন্তু দৃঢ়পণ যার,
প্রেমালাপে বিরত হইতে
নহে বটে অসম্ভব তার।
কিন্তু মনে মনে জন্মিলে প্রণয়,
মন নয় বশীভূত,
অমঙ্গল ঘটিবে কি ? কহ গুণবতী।

সোহিনী। কৌমারী-আশ্রিত এই সৎনামীবাহিনী ;
কৌমারীর প্রণয় নিষেধ।
কাহার' যদ্যপি দেখে প্রণয় লক্ষণ,
তখনি বর্জ্জন করে তারে।
দৈব-বিড়ম্বনে, সাধারণ জনে
প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ক্ষতি নাহিক অধিক।
কিন্তু যেই নেতা সৎনামীর,
হয় যদি মন্মথ-পীড়িত,
ভঙ্গ হবে সৎনামীর ব্রত ;
সর্ব্বনাশ হইবে নিশ্চয় !
করি কৌমারীর পূজা,
নেতা করিয়াছে শিরে মুকুট ধারণ।
কলঙ্কিত যদি নাহি হয় সে হৃদয়,
ত্রিভুবনে নাহি পরাজয়।
শক্তিকরে আগে আগে ময়ূর-বাহিনী,
ছারখার করিবেন বিপক্ষের শ্রেণী।

গুল। মাতা,
কোন মহাজন এই কার্য্যে নেতা ?

সোহিনী। রণেন্দ্র—কুমার সম নির্ম্মল-হৃদয়।

গুল। দাসীরে কি করিবে গ্রহণ ?

সোহিনী। কালি বৎসে, এসো এই স্থানে
বুঝ নিজ মন,
দৃঢ় যদি হয় তব পণ,
দীক্ষা তবে করিও গ্রহণ।

দীক্ষিতা বিহনে মানা প্রবেশিতে পুরে ;
যাও তুমি অদ্য নিজ স্থানে।

[মোহিনীর প্রস্থান।

গুল। বুঝেছি বুঝেছি—কৃতকার্য্য হব',
অরিকুল নিশ্চয় নাশিব।
প্রেতিনী কৌমারী, মুকুট তাহার
চূর্ণ হ'বে নারী-পদাঘাতে।
আরে মূঢ়, আরে হীন পুরুষ দাম্ভিক,
ফিরিতেছ নারীর ইঙ্গিতে,
নারী নেতা তোর পতাকাধারিণী,
তবু অহঙ্কার মনে,
রমণীর প্রেম না স্পর্শিবে !
আরে বুঝেও বোঝ না,
প্রতিহিংসা নারীর কেমন !
অঘটন ঘটায়েছে নারী,
করিয়াছে অস্ত্রধারী ভীরু হিন্দুগণে,
তবু পণ— রমণীর প্রেম বিসর্জ্জন !
নহ স্বদেশ-বৎসল,
উত্তেজিত নহ সবে মাতৃভূমি হেতু !
ধিক্ ধিক্ ঘৃণিত কাফের,
ধাও রমণীর পাছু পাছু,
ঘৃণা লজ্জা না হয় উদয়।
আরে হীণ-প্রাণ হিন্দুগণ,

দলিবারে চাহ মুসলমান—
কোরাণ জীবন যার!
যেই মুসলমান, ধর্ম্ম বিস্তারের তরে,
চন্দ্রকলা-অঙ্কিত-পতাকা ধার করে,
পৃথিবীর কাফের করেছে পদানত,
দ্বন্দ্ব তার সনে, রমণীর অঞ্চল ধরিয়ে!
ধিক্ তোর আস্পর্দ্ধায় সৎনামী-বর্ব্বর!

[প্রস্থান।

(করিমের প্রবেশ)

করিম। এই বাড়ীতে ভূতের পূজো হয়, গোউ কেটে লোউ দিতে পার্‌তেম্।

(চরণের প্রবেশ)

চরণ। আরে বাপধন, মুই কনে যাবো—মুই কনে যাবো?

করিম। কে তুই?

চরণ। হ্যাদে মুই চাটগাঁ হ'তে আইচি, মুনিবের সাথে এইএ এলাম। ইঁদুতে মুনিবডারে খুন কর্‌ছে, মুই পেলেইচি, দই বাবা!

করিম। তুই মুসলমান?

চরণ। হ্যাদে তুই কেডা? তুমি মুসলমান নও?

করিম। না আমি হিন্দু।

চরণ। দোই আল্লা, পরাণটা বধিস্ না চাচা,—পরাণটা বধিস্ নে। মুইও ইঁদু—মুইও ইঁদু! ঝুট বল্‌চি, মুই মুসলমান লয়,—মুই মুসলমান লয়।

করিম। তুই কে ঠিক বল্, যদি বাঁচ্‌তে চাস্; নৈলে আমি হিন্দু তোরে এখনই কেটে ফেল্‌বো।

চরণ। বাপধন, তোর চরণ ধরি, পরাণ বধিস্ নে—পরাণ বধিস্ নে! মুই হিঁদু মুই রাবায়ণ শুন্‌চি। দই আল্লা—না না, দই দুগ্‌গি দই দুগ্‌গি—মুই হিঁদু!

করিম। তুই হিন্দ, মুসলমান সেজেছিস্।

চরণ। হাঁ চাচা, মুই হিঁদ—মুই হিঁদু, মুই গাঙ্গের জলে নমাজ করি।

করিম। আমি হিন্দু, আমার কাছে কেন মিছে কথা কচ্ছিস্?

চরণ। না চাচা—না চাচা, মুই হিঁদু, মোর গলায় সুতি ছ্যাল চাচা, মুই মোল্লা ছ্যালুম চাচা, ঐ হালার পুত নেড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান।

চরণ। এই তাল্লাক দিচ্ছি চাচা, মুই হিঁদ চাচা! মুই মেটির দেবতা ক'রে পূজো করি চাচা!

করিম। তুই হিন্দ, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে ভাঁড়াচ্ছিস।

চরণ। হয় চাচা—ভারাচ্চি বটে চাচা, তোমায় বুঝে নিয়েছি চাচা, হিঁদ সাজ্‌চো চাচা। যাবা ক'নে চাচা, মোর সাথে আস্‌তি হবে চাচা, মুই কাবাব রাঁদ্‌চি চাচা দু' গরাস্ খাতি হবে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান আমি বুঝেছি, তোর কাছে আমি থাকবো না।

চরণ। না চাচা, মুই হিঁদ চাচা, তোমায় পরতি যাইচি চাচা!

(পদদ্বয় বন্ধন)

করিম। ছাড়।

চরণ। যাবা কনে চাচা, চরণ ধর্‌ছি চাচা !

করিম। কেন বাপু, আমি বিদেশী হিন্দু, আমায় কেন তাড়না ক'চ্ছ ?

চরণ। হ্যাদে কুটুম্বিতা কর্‌বো চাচা, হাতে দরি দেবো চাচা, সাথে সাথে আস্‌তি হচ্চে চাচা ! (হস্তদ্বয় বন্ধন)

করিম। আচ্ছা চলো—কোথা নিয়ে যাবে চলো।

চরণ। হ্যাদে এখন ঠাওর হলো চাচা ! তোমায় দেখ্‌ছি চাচা, তুমি কারতরফখাঁর নোকর চাচা !

করিম। তুমি কি বল্‌ছো আমি জানি নি। চল না, কোথায় নিয়ে যাবে।

চরণ। তোমায় মনিবের কাছে পাঠাবো চাচা। পা দুটো বাঁদচি, ধীরি ধীরি আসো চাচা !

করিম। চলো—বিনাদোষে হিন্দুর উপর অত্যাচার ক'চ্ছ। (স্বগতঃ) এ সেই সৎনামীর চর, আমি বুঝেছি।

চরণ। ভাবতিছ কি চাচা, আমি সেই বটে চাচা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গুলসানার শিবিরাভ্যন্তর ।

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় অন্যমনস্কভাবে গুলসানা ।

গীত ।

কে জানে হায় ভেসেছি কোথায় ।
আঁধারে নাই ধ্রুবতারা, ভাসি ধ'রে বাসনায় ॥
আতঙ্ক-উল্লাস সনে, বিপরীত ভাব মনে,
মগন আপন ধ্যানে, কূলে ফিরে নাহি চায় ॥
নিরাশায় আশা ধরি, বিষাদে যতন করি,
পারি হারি নাহি ডরি, জানিনে যাই কি আশায় ॥

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, এরূপ অবয়বের সাদৃশ্য তো দেখি নাই! কেবল বেশভূষার প্রভেদ। বিমলা মৃত্তিকাজড়িত হীরকখণ্ড, অমলা যেন সেই হীরকখণ্ড শিল্পীর কৌশলে মার্জ্জিত। মলিনবেশা বিমলা বা সুসজ্জিতা অমলা, কে অধিক লাবণ্যবতী, তা স্থির করা যায় না। গানটীর মর্ম্মে অনুভব হয়, যেন বালা হৃদয়ের আবেগ ঢেলে দিচ্ছে; ভয়জড়িত আকাঙ্ক্ষা স্বর-লহরীতে প্রকাশ পাচ্ছে। মুগ্ধকারিণী কে এ? আহা! এ নির্ম্মলা বালা যবনী হবে? সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ ক'রে রমণীর কাছে আসতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেম, কিন্তু আমার দ্বিধা দূর হয়েছে। এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। চন্দ্রের

কলঙ্ক কার প্রাণে সয়। কে জানে সুন্দরীর যবনধর্ম্মে কেন অনুরাগ!

গুল। (যেন চমকিতভাবে উঠিয়া) আপনি এসেছেন? রণকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আপনি যে পদাশ্রয় দেবেন, এতদূর সাহস দাসীর হয় নাই।

রণেন্দ্র। কেন, আমি তো তোমার ভগ্নীকে বলে পাঠিয়েছিলেম।

গুল। সত্য, তথাপি আমার মনের আশঙ্কা দূর হয় নাই। বসুন।

রণেন্দ্র। আমি অধিক বিলম্ব করতে পারবো না। তুমি হিন্দু-কুমারী, কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চাও? তুমি কি জান না, কোরাণ বেদের অন্তর্গত? কোরাণে এমন কিছুই নাই, যাহা বেদে নাই। বেদ পুরাতন, মহম্মদীয় ধর্ম্ম আধুনিক। পুরাতন আপ্তবাক্য পরিত্যাগ ক'রে কোরাণে তোমার কেন শ্রদ্ধা?

গুল। মহাশয়, আমার একটী কথার উত্তর দিলে আমি বুঝ্‌তে পারবো, যে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। কোরাণ বেদের অন্তর্গত কি বেদ কোরাণের অন্তর্গত আমার উপলব্ধি হবে।

রণেন্দ্র। কি বল।

গুল। বেদে কি এমন বিধি আছে, যে মুসলমানীকে হিন্দু করা যায়?

রণেন্দ্র। অবশ্য আছে।

গুল। লিপিবদ্ধ থাক্‌লে থাক্‌তে পারে। কিন্তু কার্য্যেতো দেখি, রন্ধন-গৃহে কুক্কুর, বিড়াল প্রবেশ করলে ভোজ্যবস্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। দেখ্‌তে পাই সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান

স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। যদি বেদে বিধি থাকে, তবে কার্য্যে সে পরিচয় কই? কিন্তু মুসলমানকে নির্দ্দয় বলেন, বিধর্ম্মী বলেন। মুসলমানের নির্দ্দয়তার কারণ কি? ধর্ম্ম প্রচার—মানবের হিত। মুসলমান কায়মনোবাক্যে জানে, যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে মনুষ্যের পরমার্থ লাভ হয়। সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করো নয় মরো। উদ্দেশ্য এই, যদি শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক, যা'তে হোক—একজনকেও যদি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের স্বর্গ কামনায় মুসলমানের নিষ্ঠুরতা। এই মহাকার্য্যে মুসলমান নদীর স্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুর বেদান্তে কি বলে? অপর জাতি দূরে থাক, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে, পর্ব্বতগুহায় বাস করো,—আপন মুক্তি সাধন করো। স্বার্থপরতা!—এর অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না! তবে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম কেন বলেন?

নগেন্দ্র। তুমি দেবী, তুমি অসাধারণ রমণী, তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু জেনো, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম তা নয়। ধূর্ত্ত, শঠ, নিশাচর, কপট, অর্থলোভী ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ মর্ম্ম প্রচার করেছে। তা'রা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু দেখ', চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভাব হ'য়ে যবনকেও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করেছেন। মুসলমান দরাফ্‌ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তোত্র, স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পাঠ করে। ধর্ম্মবিপ্লবেই ভারতের দুর্গতি

হয়েছে। সৎনামীর সেই কুসংস্কার দূর করবার জন্য অস্ত্রধারণ।

গুল। আপনি ত' সৎনামী?

রণেন্দ্র। হাঁ, অধম সৎনামীর দাস!

গুল। আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারেন? আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য পারি। প্রকৃত যে ধর্ম্মপিপাসু, সে হিন্দুর আদরণীয়।

গুল। প্রকৃত অপ্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানের সে কথা নাই। প্রকৃত হোক্, অপ্রকৃত হোক্, ভয়ে হোক্, মৈত্রতায় হোক্, প্রলোভনে হোক্, ধর্ম্মতৃষ্ণায় হোক্,—ধর্ম্মদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ব্বদা প্রস্তুত।

রণেন্দ্র। সুন্দরী, তুমি জান না, দয়াল নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন। দেশে দেশে সংকীর্ত্তন করে বলেছেন,—জান্তে অজান্তে, ভ্রান্তে, অভ্রান্তে যে হরি বলে, সেই ধন্য। তুমি সংশয় দূর কর'।

গুল। মহাশয়, নিত্যানন্দ, চৈতন্য এখন নাই, নানকও অন্তর্হিত, এখন কে যবনীকে হিন্দু করতে পারে বলুন;—আপনি পারেন?

রণেন্দ্র। সৎনামের দোহাই দিয়ে পারি।

গুল। কার্য্যে পরিচয় দিতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য।

গুল। দেখো দেখো বাক্য নাহি নড়ে,
বুঝি তব সৎনাম প্রভাব!
শুন গুণমণি, যবনী অধিনী

মৃত দুর্গাধিপ কারতরফখাঁর সুতা।
রাখ' বাক্য তব,
হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেহ পদাশ্রিতে ;—
হিন্দু বলি সমাজে হে করহ গ্রহণ,
তা' হইলে মানিব বচন,
নহে বাক্য আড়ম্বর বুঝিব কেবল।

রণেন্দ্র। এসো, করিব তোমারে
সনাতনধর্ম্ম দীক্ষা দান।

গুল। যাব? কোথা' যাব?
কহ কি নাম করিব উচ্চারণ?
যে নামে পবিত্র হয় যবনী-জনম,
সেই নাম উচ্চারণ করি শতবার।
সনাতন ধর্ম্ম যদি হিন্দু ধর্ম্ম হয়,
শুন মহাশয়,
দেহ তবে যবনীরে স্থান
এই দণ্ডে—এই ক্ষণে
নহে অস্ত্রধারী—বধ' যবনীর প্রাণ।
করেছি শ্রবণ,
রমণীর উপদেশে সৎনামীর পণ
আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ বধিতে যবনে।
বধ'—বধ' তবে মোরে।

রণেন্দ্র। শুন লো সুন্দরী,
দীক্ষাদান করিব এখনি।
কিন্তু কহ সুবদনী

হিন্দুধর্ম্মে কি হেতু তোমার অনুরাগ ?
সুশিক্ষিতা শাস্ত্রে তুমি বুঝেছি নিশ্চয়।
শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝি মনে মনে,
শাস্ত্র সত্য জ্ঞানে—
করকি সুন্দরী তুমি দীক্ষা আকিঞ্চন ?

গুল। জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন ?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহিলে এখন ;
কহিলে এখনি—
ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
উচ্চগতি হইবে তাহার ;
কহিলে এখনি
তব দেবতার নাম করি উচ্চারণ,
হিন্দু হবে যবন যবনী।
তবে কেন চাহ শুনিবারে,
হিন্দুধর্ম্ম কি কারণ করিব গ্রহণ ?
বুঝিবে কি, করি যদি স্বরূপ বর্ণন ?
অন্তর আমার তুমি কিরূপে দেখিবে ?
দেহ দীক্ষা এই ভিক্ষা চাহি।

রণেন্দ্র। শুন সুকেশিনী,
আছে হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম,
যাহার নিকটে দীক্ষা করিবে গ্রহণ,
মনোভাব গোপন নিষেধ তার ঠাঁই।

গুল। কহি শুন স্বরূপ বচন।
পিতৃশোকে বিহ্বলা কামিনী,

কাঁদিল বিবশা পিতৃশির লয়ে কোলে।
অনেক রমণী চাহিল বধিতে তারে।
তুমি মতিমান, হ'য়ে কৃপাবান
প্রাণরক্ষা করেছিলে অবলার।
পুরুষ হৃদয় তব, যোদ্ধা অস্ত্রধারী,
রমণীর মনোভাব বুঝিবে কেমনে?
সেইক্ষণে যবননন্দিনী,
করেছে তোমায় বীর পতিত্বে বরণ।
তুমি ধ্যান-জ্ঞান, তুমি মনোপ্রাণ,
যবনী মাগিছে পদ-সেবা অধিকার।
সেই হেতু করিয়ে ছলনা
আনিয়াছি তোমারে এ স্থানে।
অমলা-বিমলা নহে যমজ ভগিনী।
ছিন্নবেশা রুক্ষকেশা বিবশা বিমলা
সুবেশা অমলা এই শিবিরবাসিনী,
নহে ভিন্ন দুইজন।
হের রুক্ষকেশ—এই ছদ্মবেশ—
দেখ' দেখ' অমলা—বিমলা!

রণেন্দ্র। প্রেমবাক্য শুনিতে নিষেধ।

গুল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করহ প্রমাণ।
নহে রাখ' সৎনামীর পণ,
বধ' এই যবনীর প্রাণ।
চাহি নাই প্রেম-কথা কহিতে তোমায়।
কিন্তু করিয়াছি পতিত্বে বরণ,

শুনি হিন্দুরমণীর আছে এ নিয়ম,
কদাচিৎ না করিবে অন্তর গোপন
প্রাণপতি করিলে জিজ্ঞাসা।
তাই ব্যক্ত করিয়াছি প্রেম-কথা
জিজ্ঞাসিলে তুমি।
দিই নাই পরিচয় জানা'তে সোহাগ।
দাসী মাত্র, চাহি তব সেবিতে চরণ;
নাহি চাই আলিঙ্গন বদন-চুম্বন।
প্রেম-কথা—প্রেম-ভাবে কে সম্ভাষে তোমা?
গুরু তুমি, দীক্ষা দাও, শিষ্যা আমি তব।
শুন ধনরত্ন যা ছিল দাসীর,
সৎনামীর কার্য্যে তাহা করেছে অর্পণ।
কালি কৌমারীব্রতের দীক্ষা করিয়া গ্রহণ,
পতিকার্য্যে মিলিব সৎনামী-নারী সনে।
দেহ হিন্দু, যবনীরে দেহ তব ধর্ম্ম সনাতন।

রণেন্দ্র। লহ সৎনামের নাম পবিত্র হইবে।

গুল। জয় সৎনাম! হয়েছে কি নাম উচ্চারণ?
হিন্দু আমি আজি হ'তে?

রণেন্দ্র। হাঁ।

গুল। দেখ' অস্ত্রধারী,
হিন্দু বলি দিও পরিচয়,
কথা তব মিথ্যা নাহি হয়।
তব সহধর্ম্মিনী অধিনী,
বিশ্বাসে তাহার যেন করো না আঘাত।

রণেন্দ্র। না—না।

গুল। সমস্বরে বলো তবে সৎনামের জয়!

জয় সৎনাম!

উভয়ে। জয় সৎনাম!

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। সত্য স্বামী তুমি মম,

মিথ্যা নাহি বলেছে যবনী।

কিন্তু কি করিব,

পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিয়াছি পণ।

স্পর্শিয়াছি তোমার অন্তর।

যাও যাও—বোঝনি আঘাত,

তীক্ষ্ণ তীর পশেছে হৃদয়ে,

বুঝিবে দারুণ ব্যথা নির্জ্জনে বসিয়ে।

ব্রত ভঙ্গ করেছি সৎনামী!

মহাব্রতে ব্রতী জেনো তব প্রেমাধিনী;

জীবনের ব্রত সাঙ্গ হবে তব পায়!

নাহিক উপায়,

চলেছি যে পথে আর ফিরিবারে নারি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সৎনামী-শিবির-সম্মুখ।

সোহিনী ও চরণদাস।

সোহিনী। চরণ—চরণ! তোমার প্রভুকে ব'লো, এখন আর পুরুষ মানুষকে গায়ে হাতটী দিতে দিই না।

চরণ। হাতে হাড় ফোট্‌বার ভয়ে কেউ গায়ে হাত দেয় না। তা বেশ করো। এখন আমায় ডেকেছ কেন বলো?

সোহিনী। তোমার প্রভুরও তো আর নবযৌবন নাই।

চরণ। তবু হোক্ বাছা, অত নয়। আয়না-টায়না তো ঢের আছে, মুখখানি পোড়া দোকো বেগুন হয়েছে, তা কি বোঝ' না?

সোহিনী। নাও নাও, গুমোর করো না, তোমার প্রভুর রূপের ছটায় তো বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে।

চরণ। বিদ্যুৎ না চম্‌কাক্—মাথায় শকুনি উড়ে না।

সোহিনী। চরণ, তুমি আমার একটী কথা শুন্‌বে বলেছিলে।

চরণ। সেই ইস্তক তো লাখ্ কথার উপর শুনেছি।

সোহিনী। তার জন্যই তো বল্‌ছিলেম, লাখ্ কথা হ'য়ে গেছে, আমাদের বে দিয়ে দাও।

চরণ। প্রভুর ঘরে এক্‌টী মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলে। তুমি গিন্নী হ'য়ে ঘরে নড়্‌লে চড়্‌লে পেত্নীর ভয়ে সে পথে আর মানুষ চল্‌বে না।

সোহিনী। শোনো চরণ, আমার একটী মিনতি রাখ', এই রত্নগুলি লও, এ কোন সাধ্বির সম্পত্তি, আমার রোজগারের নয়।

তোমার প্রভুর কাছে যেতে আমার সাহস হয় না। তুমি এই রত্নগুলি রাখো, তাঁরে দিও। এই লও, আমি চল্লেম, ঐ কে আসচে।

চরণ। আমি প্রভুকে সব গুছিয়ে বলতে পারবো না। তুমি নিজে বলবে এসো। ভয় নাই, প্রভু বলেন, যে সোহিনী তা'র বাল্যচপলতার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

সোহিনী। চরণ, সৎনাম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, বৈষ্ণবী ও পরশুরামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বাদ্‌সা অতি সতর্ক। ভেবেছিলেম যুদ্ধের সংবাদ তাঁর নিকট না যেতে যেতে আমরা আগ্রা আক্রমণ করতে পারবো। কিন্তু তাহিরখাঁ দুই ক্রোশ অন্তরে লক্ষ সৈন্য লয়ে, আমাদের গতি রোধ ক'চ্ছে। আমার ইচ্ছা, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কল্য প্রাতে তা'রে আক্রমণ করবো।

(ফকীররামের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। আমার ইচ্ছা ছিল, অদ্য রাত্রেই যুদ্ধ দান করি।

পরশু। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধে সকলে ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। কাল সূর্য্যোদয় না হ'তে হ'তে আক্রমণ করা যাবে। (রণেন্দ্রের প্রতি) শত্রুশিবির কিরূপে সংস্থাপিত, সে সংবাদ কি পাওয়া গেছে?

বৈষ্ণবী। হাঁ, আমি এইমাত্র তথা হ'তে আস্‌ছি। আমাদের অল্প সংখ্যা জ্ঞানে নদী পার হ'য়ে বাদ্‌সা-সৈন্য এসেছে। বোধ হয়

তাহিরখাঁর কল্পনা, যে, কল্য প্রাতে সেই-ই আক্রমণ করবে। সৈন্য-সমাবেশ আমি চিত্রিত করেছি ; এই মানচিত্র দেখ।

ফকীর। অবশ্য সকলেই পরিশ্রান্ত, কিন্তু এক প্রহর বিশ্রাম ক'রে কি সৎনামীর ক্লান্তি দূর হবে না ?

রণেন্দ্র। ভগ্নি, তুমি প্রকৃত সৎনামীর নেতা, আমায় সেনাপতি সাজিয়েছ মাত্র। (ফকীররামের প্রতি) মহাশয়, আপনি বামে আর আমি মধ্যদেশ আক্রমণ করি ; ভ্রাতঃ পরশুরাম, তুমি দক্ষিণে। শত্রু অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে, এ সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয় ;—এসো নেতাদের আদেশ দিই।

বৈষ্ণবী। আমি একবার মহামায়ীর পূজা ক'রে আসি। ভ্রাতা পরশু-রাম, সেনাপতি তোমার উপর গুরুতর ভার অর্পণ করলেন। যুদ্ধকালে তোমার নিজ সৈন্য সঞ্চালন দিকে দৃষ্টি রেখো। আমার ন্যায় শত শত রমণীর মৃত্যুতে সৎনামীর কার্য্যের বিঘ্ন হবে না। আমার মিনতি, তুমি আমার উপর লক্ষ্য রেখো না।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। (স্বগতঃ) তোমার শত্রুর অস্ত্র যদি তোমার রক্ষার্থে বুকে ধারণ করতে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমার আর নাই, জান না তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী !

[পরশুরামের প্রস্থান।

ফকীর। রণেন্দ্র যেও না, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রণেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

ফকীর। তুমি জান কি, তোমার নিকট পত্র লয়ে যে বাহক এসেছিল,

সে হিন্দু নয়—সে যবন। তোমায় বিপন্ন করবে, এই তার অভিপ্রায়। নিশ্চয় জেন' সে শত্রুর চর।

রণেন্দ্র। প্রভু, যবন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু শত্রুর চর নয়।

ফকীর। সে কি কোন রমণীর দূত? সেই রমণীর সহিত তুমি কি সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে?

রণেন্দ্র। প্রভু, যবনী যদি হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তার সহিত সাক্ষাৎ করায় কি দোষ আছে?

ফকীর। কিন্তু যদি সে যবনী, ভান ক'রে তোমায় ডেকে থাকে, তা হ'লে সে শত্রু নিশ্চয়। শোন, সে নারী অতি চতুরা! সে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে, রত্ন দানে মোহিনীকে প্রতারণা করেছে। সে মোহিনীর নিকট কৌশলে অবগত হয়েছে, যে সৎনামীর নেতাকে প্রণয়ে আবদ্ধ করতে পারলে, সৎনামী সম্প্রদায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে। যখন তুমি আমার নিকট তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানাও, আমি তোমায় নারীসংসর্গ কাল-সর্পের ন্যায় ত্যাগ করতে বলেছিলেম। যদি তুমি সে বাক্য হেলন কর', তোমার গুরুহত্যার প্রতিশোধ হবে না।

রণেন্দ্র। কিন্তু সকলকেই তো দয়া করা কর্ত্তব্য। নারী দয়ার পাত্রী নয় কেন?

ফকীর। আমার চিরধারণা, যে প্রত্যেক নারী মহামায়ার রূপান্তর। দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তি মানবজীবনে আর নাই। নারী এমনই মায়াবী, সেই বৃত্তি অবলম্বনে পুরুষ-হৃদয় মুগ্ধ করে। বৎস, শত শত দৃষ্টান্ত পাবে, যে, মৃতবন্ধুর পত্নীকে আশ্রয়দান করতে গিয়ে আশ্রয়দাতার যুবতীসংসর্গে মন বিচলিত হয়েছে। ক্রমে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্য—সকলই বিস্মৃত হ'য়ে

সেই বন্ধু-পত্নীর সহিত নিরয়গামী হয়েছে। নির্ম্মল দয়ার লক্ষণ শুন। কদাকার, বহু পুত্রভারে পীড়িতা রমণী সম্পূর্ণ দয়ার পাত্রী। কিন্তু দেখ, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সুন্দরী রমণী অনেকের দয়ার ভাজন। তুমি আমায় প্রভু বল, প্রকৃত দয়ার লক্ষণ শুন। যদি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মলাবৃত, কুষ্ঠরোগগ্রস্তজীবকে পরমাসুন্দরী রমণীর ন্যায় বিমলচক্ষে দর্শন ক'রে, সমভাবে উভয়ের শুশ্রূষা সাধনে নিযুক্ত থাকে, সেই মহাপুরুষই প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত। দয়ার এই লক্ষণ যার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই, যার কুষ্ঠগ্রস্ত আর সুন্দরীতে সমদৃষ্টি নাই, আমার সামান্য অনুমানে, সে ব্যক্তি যথার্থ দয়ার অধিকারী নয়। দেখ তুমি উচ্চাশয়, মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রো, যে, তিনি দয়ার বেশ-ভূষায় কামকে না সজ্জিত ক'রে, তোমায় প্রতারিত করেন। তোমায় বার বার বলেছি, মহামায়া নারী-রূপা। নারী বল, আর স্বয়ং মহামায়া বল—একই। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রে নারী হ'তে দূরে অবস্থান ক'রো, এই আমার মিনতি। বৎস, উপস্থিত যে প্রস্তাব তোমার নিকট করছিলেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্চি। অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

[ফকীররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ছল সত্য ; যবনী অকপটে তা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু সে শত্রু কখনই নয়। আমার প্রতি তা'র প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চিত। নচেৎ কেন সৎনামী-কার্য্যে অর্থ দান করবে ? কেন হিন্দু হ'বার আকাঙ্ক্ষা করবে ? আমি পরশুরাম ঠাকুরকে সমস্ত

বৃত্তান্ত কি ক'রে বল্‌বো। নারী, লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে, অন্তরের কথা আমায় স্বরূপ বর্ণনা করেছে। সে কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করা কাপুরুষত্ব। ভাল, উনি নিষেধ করেন, আর তার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো না।

(চরণ ও করিমের সহিত ফকীররামের প্রবেশ)

ফকীর। তুমি জিজ্ঞাসা করো—এ কে?

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

করিম। আপনার নিকট আমার আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান।

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?

করিম। তা না হ'লে হিন্দুরা আমায় বধ করতো, আমার কর্ত্রীর কার্য্য হতো না।

ফকীর। তোমার কর্ত্রীর কি কাজ?

করিম। কি কাজ তিনিই জানেন, আমি ভৃত্য।

ফকীর। তোম্‌রা শত্রু।

করিম। আমি শত্রু বটে, কিন্তু তিনি কি আমি জানি না।

রণেন্দ্র। তিনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এখন তিনি হিন্দুর পক্ষ। আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি কি করবে?

করিম। আমি মুসলমান, হিন্দুর সেবা করবো না। আর তাঁর রুণ-কুটীর প্রত্যাশা রাখ্‌বো না।

ফকীর। তোমার যে বেইমানী হবে?

করিম। ইমান ধর্ম্ম নিয়ে; বিধর্ম্মীর দাসত্ব স্বীকার না কর্‌লে আমি বেইমান হবো না।

ফকীর। এর প্রতি কি কর্ত্তব্য ?

রণেন্দ্র। আপনি যেরূপ বিবেচনা করেন ; আমি সৈনা সজ্জিত করিগে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

ফকীর। তুমি মুক্ত, তোমার যথায় ইচ্ছা গমন করো। (চরণ কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন) যাও, অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন ?

করিম। আমার ইচ্ছা।

ফকীর। তোমার ভয় নাই। তোমার যথায় ইচ্ছা, আমার লোক তোমায় রেখে আস্‌বে। যাও। চরণ, এর সঙ্গে যাও, বুঝেছ ?

[ফকীররামের প্রস্থান।

করিম। তোমার প্রভুর আজ্ঞা বুঝেছ কি ? না বুঝে থাকো, আমি বুঝিয়ে দিই। আমার কর্ত্রী কোথায় থাকেন, সেই সন্ধান তোমায় নিতে বলেছেন। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম কর্‌বে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না। আমায় বন্দী ক'রে বিশেষ কাজ করেছ। বন্দী না ক'রে যদি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে, হয় তো সন্ধান পেতে আমার কর্ত্রী কোথায়। কিন্তু তুমি আমার পরম বন্ধু, আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েছি। ইচ্ছা হয় সঙ্গে এসো।

চরণ। নেড়ে ভাই, কাণ মলে দিয়ে যাও, এমন ঝকমারী আর কখনো কর্‌বো না। যাও দাদা যাও, ছেলাম।

করিম। ছেলাম দাদা, এবার তুমি পেছন পেছন এলে, যদি তোমার পায়ের শব্দ শুন্‌তে না পাই, তা হ'লে তুমি আমার কাণ মলো।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তর।

আরঙ্গজেব, হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও পারিষদগণ।

আরঙ্গ। সৎনামী—সৎনামী,
আছে মাধ্যি সম্প্রদায়,
অনুমানি সৎনামী তাহারা।
কৃষিকার্য্যে রত,
ত্যজি হল, অস্ত্রধারী বিরুদ্ধে আমার ;
মশক হইল বলবান।
সৎনামী—সৎনামী -
সত্য এ সংবাদ,
অগ্রসর রণে দিল্লী-সিংহাসন আকিঞ্চন।
সুকৌশলী সবে ;
ভুলা'য়েছে দুর্গাধিপগণে
মুসলমান ফকীরের বেশে।
প্রতি দুর্গ-মানচিত্র করিয়ে গ্রহণ,
অনায়াসে অসতর্ক সেনা পরাজয়ি,
মুসলমান সুরক্ষিত দৃঢ় দুর্গ শত
হস্তগত হীন-প্রাণী কৃষকের।
হে হামিদ, পৃষ্ঠ দেছ কাফের-সমরে।
রাজন বিষণ সিংহ,

শুনেছি রাজপুত-বংশে জনম তোমার,
ভিখারীর যুদ্ধে ভঙ্গীয়ান !
অদ্ভুত সকলি—অদ্ভুত সকলি !!

হামিদ। জাঁহাপনা !
সবিনয় করি নিবেদন,
শত্রু অতি সমরকুশল।
অদ্ভুত কাহিনী,
অশ্বপৃষ্ঠে নারীদল পতাকাধারিনী !
সহস্র কামানে নাহি ভাঙ্গে অরিশ্রেণী,
গুলি করে বারিধারা জ্ঞান ;
বর্শা, অসি অঙ্গে নাহি পশে।
অসীম সাহসে
শত জনে একজন করে আক্রমণ।
অরি-করে খেলে অসি দামিনীর প্রায়,
শত শত আঘাতে লুটায়।
ভীমকায় সলিল যেমন
মহাবেগে করে আক্রমণ ;
প্রবল প্রবাহে তার স্থির কেহ নহে।
সেনানী বিষণ সিং অসীম বিক্রমে,
পুনঃ পুনঃ ভগ্নশ্রেণী করি উত্তেজিত,
দিল রণ অরাতিরে ;
সকলি বিফল হলো বিপক্ষ-বিগ্রহে।

বিষণ। জাঁহাপনা,
বীরবর হামিদ, লইয়ে আসোয়ার

করিলেন অসাধ্য সাধন ;
মনুষ্যের সাধ্য যাহা করেছিল সুর।
কিন্তু সৎনামীর অশ্বারোহী ঝটিকা সমান
দিল হানা হুহুঙ্কারে।
বাদ্‌সার আসোয়ার জীবিত থাকিতে একজন
না ত্যজিল রণ।
সমরান্তে দেখিলাম, শব মাঝে মুমূর্ষুর প্রায়,
পতিত হামিদ মহাবীর;
যাদু এ নিশ্চয়!
মুসলমান রাজপুত অসংখ্য বাহিনী,
মাত্র দশ সহস্র সৎনামী বিমুখিল মুহূর্ত্তেকে।

আরঙ্গ। হাঁ—হামিদ খাঁ বল্লেন,—'আপনি মহাবীর'; আপনার মুখে শুন্‌লেম,—'হামিদ খাঁ মহাবীর।' উভয়েই স্থির করেছেন, যাদু। কিন্তু যাদুতে আমার সৈন্য নষ্ট হয়েছে। আপনারাও বোধ হয় যাদু-বিদ্যা জানেন, নচেৎ কিরূপে পরিত্রাণ পেলেন?

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা, রণস্থল হ'তে দূত এসেছে

আরঙ্গ। আনো।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(পারিষদগণের প্রতি) জ্ঞান হয় দূত মহাশয় আপনাদের মত কোন' সুন্দর গল্প শোনাবেন।

(দূতের প্রবেশ)

বুঝেছি, পরাজয় হয়েছে।

দূত। সরমে না জুয়ায় বচন,
দুর্জ্জয় অরাতি, হত সমস্ত বাহিনী,
জীবিত নফর মাত্র ভীষণ সমরে।
রাজ্যময় বিদ্রোহ উদয়।
একা নাহি যুঝে আর সৎনামী বর্ব্বর;
জমীদার, তালুকদার, বহু রাজাগণ,
মিলিত বিপক্ষ সনে রণে।
কেবা নাহি জানি,
শুনি এক কাফের কামিনী, বৈষ্ণবী তাহার নাম,
কুহকিনী সেই নারী,
কুহকে তাহার,
ভুলেছে নির্ব্বোধ হিন্দুগণে।
জাঁহাপনা, করুন মার্জ্জনা,
দেখেছি সে ভীষণারে।
পতাকা লইয়া করে,
অশ্ব' পরে, অরি-সেনা-অগ্রগামী,
জ্ঞান হয় সয়তানের নারী।
অসি হস্তে শত শত কাফের-কামিনী,
সহচরী সম সঙ্গে তার,
হুঙ্কারে প্রবেশে রণে।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে বীর একজন,
ঝলসে নয়ন সেই মুকুট-প্রভাবে,
উপস্থিত হয় সে যথায়,
অস্ত্রধারী নিস্তার না পায়।

সেনাগণে উৎসাহ প্রদানে
নায়ক ফিরাতে নারে।
অগ্রসর শত্রু আশুগতি ;
হেন লয় মন
অদ্য রাত্রে নগর করিবে আক্রমণ।

আরঙ্গ। যাদু—যাদু—সয়তানি ! শত সমরজয়ী ক্ষত্রঃপুত্র ও মুসলমান বীর উপস্থিত আছ, কে যুদ্ধে যাবে? এখানে লক্ষ সৈন্য আছে, দিল্লী হ'তে লক্ষ সৈন্য আগত প্রায়, এই সমস্ত সৈন্য লয়ে কোন্ বীর কাফের যুদ্ধে যাবে ? সকলেই নীরব ; ভাল স্বয়ং বাদসা-ই যাবে। বাদসা দর্শনে স্বয়ং সয়তানও অসি কোষমুক্ত করতে অক্ষম হবে। বাদসার পশ্চাতে যেতে কেহ কি সাহস করেন ?

১ম পারিষদ। জাঁহাপনা,
যাদু এ নিশ্চয়।
অমূল্য জীবন বাদ্‌সার।
প্রাণপণ করিব আমরা ;
জানু পাতি প্রনতি চরণে,
আজ্ঞা দেহ নফর সকলে।

আরঙ্গ। হাঁ—আর আমি দিল্লী প্রত্যাগমন ক'রে, অন্তঃপুরে লুকাইত হইগে ; এই তো আপনাদের মন্ত্রণা ? উপদেশের অপেক্ষা করতেম না। হামিদ খাঁ বাহাদুর ও রাজা বিষণ সিংহের পরাজয় সংবাদ অগ্রেই এসে পৌঁছেছিল। আমি তাহিরখাঁকে শত্রুর গতিরোধ কর্‌বার আজ্ঞা প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলেম না ; কেবলমাত্র রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে

অপেক্ষা করচি, যে কয়জন যথার্থ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত বাদ্‌সার কার্য্য ভার গ্রহণ করেছে; কয়জন কোরাণ বলে, সয়তান উপাসক, ভূতের উপাসক কাফেরকে ভয় করে না, তাই পরীক্ষা কচ্ছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, কোরাণে বিশ্বাস আছে, পাঁচবার নমাজ করে, বোধ হয়, এরূপ মহম্মদীয় বীর-পুরুষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত নাই। তিন দিবস বাদ্‌সার আজ্ঞা প্রচার হয়েছে, যে কেহ শত্রুদমনে প্রস্তুত, তাকে বাদসা আলিঙ্গন-দানে বাদসাই তরবারী অর্পণ কর্‌বেন; সমর জয় হ'লে বাদসার দক্ষিণ-পার্শ্বে তার আসন হবে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দূত এসে সংবাদ দিচ্চে যে, ভূতের আশঙ্কায়, সয়তানের আশঙ্কায়, কোন মুসলমান বাদ্‌সার প্রসাদলাভে প্রস্তুত নয়। অতএব ইসলাম ধর্ম্মের সম্মান স্বয়ং বাদসা-ই রক্ষা কর্‌বে। যদি কেহ বাদ্‌সার পশ্চাতে যেতে সাহসী থাকেন, তিনি শীঘ্র প্রস্তুত হোন্‌। তাহিরখাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। যদিচ তিনি বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধ দিয়েছেন,— তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, কেবলমাত্র পথ রোধ কর্‌বেন, যুদ্ধ দেবেন না, শত্রু যা'তে না আহার পায়, তার চেষ্টা পাবেন,— তথাপি যে তিনি পরাজিত হ'য়ে আমার নিকট সংবাদ আনেন নাই, জীবন-সত্বে রণস্থল তাগ করেন নাই, এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

দূত। জাঁহাপনা, তাহিরখাঁ বিপক্ষ সৈন্য অল্প দেখে, নিশ্চয় যুদ্ধে জয় হবে অনুমানে, আক্রমণ করেছিলেন।

আরঙ্গ। বাদ্‌সা অপেক্ষা স্বয়ং অধিক জ্ঞানী বিবেচনা করা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, বোধ হয় মৃত্যুকালে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়ে

থাকবে। সকলে যান। বাদসা কিরূপ যুদ্ধ করে যদি দেখ্‌বার সাধ থাকে, প্রস্তুত হোন।

সকলে। জাঁহাপনা, আমরা প্রাণদানে প্রস্তুত।

আরঙ্গ। কার্য্যে পরিচয় পাবো।

[আরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অন্য দূতের প্রবেশ)

আরঙ্গ। কি সংবাদ? কোন' কি মুসলমান-কুলতিলক বাদসাহের প্রসাদ লাভে প্রস্তুত?

দূত। জাঁহাপনা, নিবেদন করতে শঙ্কা হয়, সমস্ত রাজ্য ঘোর আশ-ঙ্কায় পরিপূর্ণ। সকলের ধারণা যে, সয়তানচালিত সৎনামী অগ্রসর হ'লে নিশ্চয় পরাজয়। কেবল একটী মুসলমান রমণী শিবির-দ্বারে উপস্থিত আছে।

আরঙ্গ। তারে সত্বর লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে সৈন্যগণ ভীত। এ ভয় না দূর করলে জয়লাভের আশা নাই। যেমন হিন্দুরা শশীকলা-অঙ্কিত মোগল-পতাকা দৃষ্টে হীনবল হয়, সৎনামী-যুদ্ধে আমার সেনাদেরও সেইরূপ অবস্থা। কোরাণ হ'তে বয়েৎ উদ্ধৃত ক'রে পতাকায় দেবো; প্রচার করবো, আমার প্রতি স্বপ্নে মহম্মদের আজ্ঞা হয়েছে,—'কোরাণের বয়েৎ কেতনে থাকলে যাদু দূর হবে'। যাদুই স্বীকার পাবো। সকলেরই কুহক ব'লে

বিশ্বাস হয়েছে, সে বিশ্বাস কথায় দূর হবে না। সকলের ধারণা, আমি প্যাগম্বরের প্রিয়; তাঁর আদেশে আমি স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছি, এ কথা জান্‌লে যাদুর ভয় দূর হবে।

(গুলসানার প্রবেশ)

কে তুমি ?

গুল। মৃত দুর্গাধিপ কারতরফখাঁর কন্যা।

আরঙ্গ। যে কার্য্যে শত-রণজয়ী মহা মহা বীরগণ প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করে না, সে কার্য্যে তুমি বালিকা, কিরূপে অগ্রসর হ'চ্ছ ?

গুল। স্বচক্ষে দেখেছে বাঁদী পিতার নিধন।
নিরস্ত্র যখন, কাফের করিল অস্ত্রাঘাত,
বজ্রপাত হইল হৃদয়ে,
শত্রুর শোণিত-তৃষা দহে নিরন্তর ;
তৃষা বলবতী—তৃপ্ত না হইবে
শত্রুর শোণিত-স্রোত বিনা।

আরঙ্গ। শুন লো যুবতী, তুমি কুলবতী,
দেখ নাই সমর কেমন।
জান না কেমনে করে সৈন্য সঞ্চালন।
তব' পরে গুরুভার করিব অর্পণ,
যুক্তিযুক্ত কথা নহে বালা।
বিশেষতঃ যে শত্রু-প্রভাবে,
বার বার পরাজয় পাইয়া আহবে,
যাদু জ্ঞানে সৈন্যগণে নাহি হয় স্থির,
কেমনে করিবে তুমি উৎসাহ প্রদান ?

গুল। জাঁহাপনা, দেখি নাই সংগ্রাম কেমন?
মত্ত যত হইল সমর,
উপেক্ষি গুলির শ্রেণী, কামান গর্জ্জন,
প্রতি রণে উপস্থিত ছিল এ অধীনী।
বুঝিয়াছি, কি কৌশলে করে আক্রমণ,
কি উপায় আক্রমণ নিবারণ হেতু;
কোন্ স্থানে কেমনে সৈন্যের সমাবেশ,
সবিশেষ অবগত বাদ্‌সা-কিঙ্করী।
কোন্ দীক্ষা বলে রণস্থলে দুর্দ্দম সৎনামী,
সবিশেষ বাঁদী অবগত।
কি কুহকে চালিত সৎনামী-অনীকিনী,
জানিয়াছে ইসলাম-কামিনী;
নারীজ্ঞানে কর ঘৃণা জাঁহাপনা!
সংবাদ কি দানে নাই আসি দূতগণে.
বিপক্ষ কেতন করে অগ্রগামী নারী?
নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষিত?
আরঙ্গ। কহ বালা, নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষিত?
গুল। সৎনামী-শ্রেণীর নেত্রী জনেক রমণী।
পিতৃ-বৈরী প্রতিবিধিৎসার হেতু বালা,
রমণীর মোহিনী প্রভাবে,
উৎসাহিত করিয়াছে হল-জীবিগণে।
শুন শুন জাঁহাপনা, কিবা মন্ত্রবলে
হীন কৃষিগণ এবে মোগলবিজয়ী।
হিন্দু মাঝে হয় এক দানবীর পূজা;

শক্তিধরা ময়ূর-বাহিনী সে আকার।
পূজা করি তার,
করিয়াছে অঙ্গীকার সৎনামী সকলে,
যত দিন নাহি হয় মোগল পতন,
করিবে অরাতিগণ প্রণয় বর্জ্জন।
কিন্তু যবে প্রণয় স্পর্শিবে সৎনামী-নেতার হৃদে,
সৎনামী-উপাস্য, নাম কৌমারী রাক্ষসী,
নিজ বল করিবে হরণ ;
সমূলে নির্ম্মূল হবে সৎনামী সম্প্রদা'।
বিস্তারিয়া নারীর চাতুরী,
সৎনামী-নেতারে মুগ্ধ করেছে কিঙ্করী।
হইয়াছে প্রেমের সঞ্চার,
কিন্তু সে প্রণয় পায় নাই সম্পূর্ণ বিকাশ।
মজাইতে তারে, পুনঃ করিব কৌশল,
চাতুরী না হইবে বিফল,
অসংশয় অরিদল হবে ছারখার।
জাঁহাপনা,
যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার কারণে,
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,
দেশ হিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত,
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত প্রতাপ রাণা প্রমাণ তাহার :
অটল স্বদেশভক্ত আকবর প্রভাবে।

শিবজী, মারহাট্টা দস্যু, দ্বিতীয় প্রমাণ .
শিক সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ !
মনুষ্যত্ব হেতু নহে হিন্দু অস্ত্রধারা .
মনুষ্যত্ব হেতু কেহ অস্ত্র নাহি ধরে .
নিজ মনুষ্যত্ব পরে নাহিক নির্ভর ।
হবে জয় কৌমারীর বরে,
এ বিশ্বাস রাখিয়া অন্তরে,
শত অরি জনে জনে করে আক্রমণ ·
বিশ্বাস প্রভাবে জয় লভে অনায়াসে,
হইলে বিশ্বাসভঙ্গ নিধন নিশ্চয় ।

আরঙ্গ । বয়সে নবীনা, কিন্তু প্রবীণা সমান
ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত ।
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি.
কিরূপে প্রবল অরি বিশ্বাস-প্রভাবে ?
জয়ী শত্রু বিশ্বাসের বলে
এই কি তোমার অনুমাণ ?
শুনি অস্ত্র নাহি পশে শত্রুকায়.
কামানি গর্জ্জন, গুলির বর্ষণ
নিষ্ফল অরাতি রণে ।
এ সংবাদ সত্য যদি হয়,
বিনা সয়তান আশ্রয়,
কহ বালা কিরূপে সম্ভব ?

গুল । জাঁহাপনা, করহ মার্জ্জনা, অধোন কিঙ্করী,
বুঝাতে ভারতস্বামী,

কি কুহক করিয়ে আশ্রয়,
কোন সয়তানের দীক্ষা বলে,
বন্দী ক'রে জনকে বসেছ সিংহাসনে ?
অগ্রজ তব ভুবন বিখ্যাত দারা,
কোন মন্ত্রবলে জয়ী তার রণে ?
সহায়-সম্পত্তিহীন একলা যুবক,
কার মন্ত্রে করিলে মন্ত্রণা,
ভারতের রাজছত্র ধরাইবে শিরে ?
হৃদয়ের বিশ্বাস তোমার !
ঘোর রণসন্ধি মাঝে করিয়ে প্রবেশ,
অরি-অস্ত্র স্পর্শেনি শরীরে ;
বিপক্ষের গুলি বরিষণ, কামান গর্জ্জন,
বিশ্বাস-প্রভাবে তব সকলি বিফল।
বুঝিয়াছ আপন জীবন পরীক্ষায়,
অসম্ভব সম্ভব বিশ্বাসে !
তবে কেন নাহি মান বিশ্বাস-প্রভাব ?

আরঙ্গ। বৎসে, আজি হ'তে কন্যা তুমি বাদসার।
মনে মনে অবশ্য মা করেছ বিচার,
বাদসার প্রকৃতি কেমন !
নহে তুমি হেতায় না হ'তে উপস্থিত।
জানো তুমি বিধিমতে,
আরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
সুত, সুতা, জায়া
অবিশ্বাস সকলের পরে।

কিন্তু কহি স্বরূপ তোমারে,
চাহ যদি লয়ে যেতে সয়তান সম্মুখে,
না হ'ব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয় ।
এস মাতা, নহে ইহা মন্ত্রণার স্থান
প্রতি ইষ্টকের আছে কাণ ।
মন্ত্রণা করিব বৎসে মৃত্তিকা-গহ্বরে,
যথা করি দেব-উপাসনা
ময়ূর-আসন ত্যজি,
ধার্ম্মিক জানা'তে মুসলমানে ।
অন্তরের কথা ব্যক্ত করিনু তোমায়,
না জানে দ্বিতীয় প্রাণী এ মনের ভাব ।

গুণ । আছে কার্য্য বহুতর, যাইব সত্বর,
রেখেছি ঘোটকশ্রেণী পথে ।
না হইতে চন্দ্রমা উদয়,
অরাতি সৈন্যের পার্শ্বে যাইতে হইবে ।
শিবিরে আসিয়ে পুনঃ জানাব সেলাম ।

আরঙ্গ । বৎসে তব যথা অভিরুচি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গুলসানার শিবির।

(রণেন্দ্র প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এই তো শিবির, কিন্তু কাহারে না হেরি।
পত্রে বামা করিয়াছে অঙ্গীকার,
বারেক যদ্যাপি মম পায় দরশন,
দেখা দিতে অনুরোধ না করিবে আর।
লিখিয়াছে,—'এই শেষ দেখা',
অর্থ কিবা ?
মনোখেদে যাইবে কি বিদায় লইয়ে ?
কিম্বা আত্ম-বিসর্জ্জন পণ,
প্রেমের সন্তাপে কিছু নহে অসম্ভব।
দ্রুত অশ্ব চালনে কে আসে ?
আসিয়াছি বহুক্ষণ,
আসে কি সংনামী কেহ কোন বার্ত্তা লয়ে ?
অধীর হৃদয়, ফলাফল বুঝিতে না পারি।
চিত্ত বিচলিত,
নিজ চিত্তে স্থাপিতে প্রত্যয় সাহস না হয়।
মনে জাগে যবনীর মুখ,
জাগে মনে রুক্ষ-কেশা মলিন-বসনা,
জাগে মনে নয়নে নীরদধারা,

জাগে মনে জানুপাতি তুলিয়ে বদন,
যোড়করে মিনতি আমায়।
পশিয়াছে প্রেম কি হৃদয়ে ?
অন্তর কি করে প্রতারণা ?
ধরি দয়ার আকার,
প্রেম কি করেছে ছার হৃদি অধিকার ?
এই শেষ, আর না আসিব ;—
যত দিন শত্রু নাহি নাশি,
আর দেখা নাহি দিব।

(গুলসানার প্রবেশ)

এ কি !
শ্রমবারি বহে তব কায়,
দৃষ্টি তব উন্মাদিনী প্রায়,
কোথা ছিলে ?—বহুক্ষণ আছি প্রতীক্ষায়।

গুল। দেখি বিলম্ব তোমার,
মনে মনে করিনু বিচার,
তুমি না আসিবে, মম শেষ আশা না পূরিবে,
দরশন আর না পাইব।
সে কারণ করেছি যে পণ,
কতদূর সে সঙ্কল্প শাস্ত্রের সঙ্গত,
চিন্তা করিলাম বসি বিজন প্রদেশে।
পুনঃ হলো মনে, নিদয় নহতো তুমি—
অধীনীরে করিয়ে স্মরণ,

বুঝিবা দানিবে দরশন।
দেখি মিথ্যা বলে নি হৃদয়।
রণেন্দ্র। শীঘ্র কহ তব প্রয়োজন।
সুসজ্জিত সম্রাট স্বয়ং,
আসিয়াছি বহু কার্য্য ত্যজি।
গুল। ওহে মহাজন, কিছু আর নাহি প্রয়োজন,
পেয়েছি দর্শন, সফল জীবন মম।
বড় সাধ ছিল মনে বারেক হেরিব,
পূর্ণ আশা বীরবর কৃপায় তোমার।
যাও ফিরে, হ'লে রণজয়,
কভু মনে করো অভাগীরে।
নিষেধ তোমার—প্রেম নাহি চাই।
যদি দয়া গুণে, তিলমাত্র স্থান পাই তব মনে,
প্রেত-আত্মা তৃপ্ত হবে এ দাসীর।
যাও বীর, পূর্ণ সাধ তোমার প্রসাদে।
রণেন্দ্র। বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কহ লো সুন্দরী,
শেষ সাধ—প্রেত-আত্মা—একি কথা শুনি?
গুল। মহাব্রতে ব্রতী মহাশয়,
ছার রমণীর পণ কে শুনিবে আর।
সিদ্ধ মনস্কাম, গুণধাম, নিজ কার্য্যে করহ গমন।
রণেন্দ্র। কহ কি কারণ,
করিয়াছ কি কঠিন পণ?
কহ কেন শেষ সাধ পূর্ণ তব?

গুল। শুন বীরমণি,

হৃদি দহে প্রবল অনলে ;

কে জানে মরণে বহ্নি হবে কি শীতল !

প্রাণ বিসর্জ্জন বিনা নাহিক উপায়।

তুমি হে কুমার, আশ্রয় কৌমার-ব্রত,

দৃঢ়পণ তুমি গুণধাম,

তব মনে না পাইব স্থান,

তবে কেন সহি দারুণ যন্ত্রণা।

নরকে নাহিক অগ্নি হেন,

তাপ যার প্রেমাগ্নি হইতে।

শাস্ত্রে কয়,—'নিশ্চয় নিরয়গামী আত্মঘাতী প্রাণী।'

খেদ নাহি তায়,

শীতল নরক-বহ্নি এ বহ্নি হইতে !

স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর ! প্রণাম চরণে।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। শুন, শুন, কোথা যাও ?

[প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

বনপথ।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। কোথা গেল ? মিশা'ল অনিলে।

হইলাম রমণীর নিধন কারণ।

অহো বুঝেছি হৃদয়,
সর্ব্বনাশ, ভালবাসি যবনীরে !
হায় কেন করিলাম মুকুট গ্রহণ।
স্বজাতির ধ্বংশের কারণ, জনম কি অভাগার
গুরুদেব, গুরুদেব ! দেখা দাও,
অন্তরের কলুষ করহ দূর।
মজিল মজিল, ব্রত ভঙ্গ হলো,
ছিঃ ছিঃ কোনমতে মন নাহি বুঝে।
ধন, প্রাণ, মন, করি সমর্পণ,
নিজ ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
হিন্দু-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিতা আমার প্রণয় আশে।
রাখিবারে সৎনামীর পণ,
সযতনে মনোভাব করেছে গোপন,
দিল শেষে আত্ম-বিসর্জ্জন দারুণ প্রেমের দায়।
ফুলশর ! তব শর তীক্ষ্ণ অতিশয়,
অস্থির পুরুষ-হৃদি !
কোমল নারীর প্রাণ সহিবে কেমনে !

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। কহ ভাই নির্জনে বসিয়ে কি কারণ ?
সজ্জিত সম্রাট্ রণে।
উৎসাহিত সৎনামী-বাহিনী,
উল্লসিত আসন্ন বিগ্রহে,
আছে তব আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়।

নেতাবৃন্দ অধীর সকলে,
দিতে হানা করিছে মন্ত্রণা ।
এসো এসো, নিশ্চেষ্ট কি হেতু ভ্রাতঃ ?

নগেন্দ্র । ভগ্নি, হেরি তরবারি আছে তব করে,
বিদরি হৃদয় যন্ত্রণা করহ অবসান ।
যোগ্য নহি সৎনামীর নামে আর ;
কৌমারী মাতার অভিশাপগ্রস্ত এ অভাগা,
স্পর্শিয়াছে প্রণয় অন্তরে ।
অক্ষম অধম ।
বিমল সৎনামী-অনীকিনী—
চালিবার নাহি শক্তি আর ।
হৃদয়ে হুতাশ, নাহি প্রতিহিংসা-আশ,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উচ্চ-ব্রত দিছি বিসর্জ্জন ;
যবনী-প্রণয়-মুগ্ধ, বধ পাপীষ্ঠেরে ।

বৈষ্ণবী । মিথ্যা কথা !
দয়া-মধু-পূর্ণ তব হৃদ,
তাই ভাব প্রণয়-আসক্ত তুমি ।
শুন ভ্রাতঃ, কুটিলা যবনী ।
তোমারে মজা'তে,
উচ্চ-ব্রত ভঙ্গের কারণ,
পাপীয়সী করিয়াছে ভাণ ।
অন্তরের দুর্ব্বলতা করি পরিহার,
যাও ভ্রাতা যাও ।
মার্জ্জনা মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়,

বীরমণি, সাজা'য়ে বাহিনী,
বিনাশ সম্রাট-চমূ।
ময়ূর-আসনে—
তব শিরোমুকুট করহ সংস্থাপন।
পাপিষ্ঠ যবন নাশ এখনি হইবে।
মুগ্ধ প্রায় নাহি রহ আর;
রণনাদে হৃদি-দুর্ব্বলতা যাবে দূরে।
যাও শীঘ্র বাহিনী-মাঝারে,
নহে সবে হবে ভগ্নোদ্যম।
যাও যাও, বিলম্ব করহ কি কারণ?

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি,
তবে বাক্যে যাইব সমরে।
কিন্তু শুন, অন্যে করো মুকুট অর্পণ।
আমি অভাজন;
ভার লাগে বীর-পরিচ্ছদ,
অসিভার বহিতে অক্ষম ভুজ।
কহিছে অন্তর, আমি মহা অপরাধী!
তুমি কৌমারীর প্রধানা কিঙ্করী,
তব বাক্যে হয় যদি কলুষ মোচন,
তবে শ্রেয়, নহে হায় সকলি মজিবে।

কুরঙ্গী। যাও যাও, বিলম্ব না কর,
নির্ম্মল কুমার সম তুমি,
বিধর্ম্মী যবন নাশ এখনি হইবে।
কহি সত্য, প্রেমে মুগ্ধ নহে তব চিত্ত।

রণেন্দ্র। দেবি তুমি, যাই তব বাক্য অনুসারে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। মাতা কৌমারী জননী,
　বিচঞ্চল দাসীর অন্তর।
　বুঝেছি গো বুঝেছি মা শক্তি-সঞ্চারিণী!
　কলুষিত রণেন্দ্র-হৃদয়।
　প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার উর শুভঙ্করী!
　কোটী জন্ম তব পায় করি মা অর্পণ।
　সেই শাস্তি নাহক নরকে,
　কোটী জন্ম সেই শাস্তি দেহ তাহি তায়।
　হও মা সদয়া,
　রণজয় দেহ মাতা সমর-অঙ্গনা!

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। শুন শুন শুন বীরাঙ্গনা!
　কোটী জন্ম করিয়ে অর্পণ,
　প্রেম-স্মৃতি হবে না মোচন।
　নাহি-শক্তি আর দেবীর তোমার,
　রোধিবারে মোগলের বল।
　চিন্তা কিবা কর' মনে?
　কর' তব অসি উন্মোচন,
　বধ ক'র নবনীরে!
　কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে আমার,
　জীবনের নাহি সাধ আর।

হয় যদি তব করে আমার সংহার,
আছে দূত মম জানাইতে সেই সমাচার।
শুনি মম মরণ সংবাদ,
সৎনামী-নেতার, শত গুণে বৃদ্ধি হবে মনের বিকার।
নহে আসি নাই তব অস্ত্রমুখে।
শুন, কিবা হেতু মম আগমন,
জ্বালাইতে তব অনুতাপ।
চিনেছ কি কেবা এ যবনী?
দুর্গমাঝে, বিবসা পিতার শোকে দেখেছিলে যারে।
জয় আশা করহ বর্জ্জন,
ফিরাও সৎনামীশ্রেণী,
বহু হত্যা দেখিবে কি হেতু?
যা চাহিব বাদ্‌সা দানিবে,
মার্জ্জনা চাহিব আমি সৎনামীর তরে।
ফিরাও সৎনামীগণে ঘরে।
দারা-পুত্র অনাথ কাঁদিবে,
কোপে মোগল সম্রাট,
বিভ্রাট ঘটাবে হিন্দুস্থানে।
হিন্দু হবে অধিক পীড়িত!
রণেন্দ্রেরে করেছি বরণ,
হিন্দু আমি, নহিক যবনী,
তাই কহি হিন্দুগণ কল্যাণ কারণ।
যাও ফিরে, সমরে না হবে কভু জয়।
বুঝে দেখ, তব মনে জন্মেছে সংশয়।

বিপরীত হবে তায় হিতে।
জান, কি বুঝিবে নেতা তব?
পূর্ব্বে ছল করিয়াছি যাহা,
তাহা না বুঝিবে,
এবে করি ছল তার কল্যাণ কারণ
মধুর বচনে বুঝাবে অন্তর তার;
শতগুণে প্রেম বৃদ্ধি পাবে।
জান না—জান না ভগ্নি, প্রেমের চরিত,
নহে তুমি বুঝিতে নিশ্চিত,
কি হেতু পরশুরাম আসিয়াছে রণে?
তোমার কারণে!
ভগ্নী বলি করে সম্ভাষণ,
প্রত্যয় না কর সে বচন।
কেশ ছিন্ন হইলে তোমার,
দারুণ আঘাত বাজে অন্তরে তাহার।
দেখনি সমরে,
যথা তুমি তথায় পরশুরাম?
তব প্রেমশূন্য হৃদি,
বুঝ নাই সে কারণ।

বৈষ্ণবী। কহ ভগ্নি, আছে কি উপায়।
এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার।
হিন্দুস্থান হিন্দুর বসতি,
হিন্দু তুমি গুণবতী,
তবে কেন সাধ ভগ্নী হিন্দুর অহিত?

গুল। শুন ভগ্নি, ছিলে উন্মাদিনী,
সমরে কি হেতু আজ পতাকাধারিণী ?
প্রতিবিধিৎসার হেতু !
বুঝ' আপন হৃদয়ে পরের অন্তর দাহ।
নাহি কি অন্তর-তাপ মম ?
অস্ত্রহীন স্নেহময় জনক নিহত,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিধর্ম্মীর করে,
দেখিয়াছি মরণ-যন্ত্রণা।
মৃতদেহ মাত্র তুমি দেখেছ পিতার,
পিতৃ-মৃত্যু দেখেছি সম্মুখে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু করি পলায়ন,
নহে প্রাণভয়ে,
করেছিলে মনে মম বধের কামনা,
কর' নাই পিতার সৎকার,
মৃত-পিতা করি পরিহার,
আমিও করেছি পলায়ন।
করিয়াছি পণ।
জানি ভাল রমণীর মন,
সাগর শুষিবে, সুমেরু টলিবে,
নারী প্রতিহিংসানল না হবে নির্ব্বাণ !

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। মা কোমারা—মা কোমারী ! কি হলো !

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

রণেন্দ্র ও বৈষ্ণবী।

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি, সফল প্রার্থনা,
ক'রেছেন মহাদেবী মার্জ্জনা আমায়.
পুনঃ হৃদে সাহস সঞ্চার।
কিন্তু সত্য কহি,
এখনো হৃদয়ে আছে নবনীর ছবি :
স্মৃতি মাঝে বিরাজে মূরতি :--
রাখি প্রাণ সুদৃঢ় বন্ধনে।
কিন্তু হ'লে অন্য মন—
সেই চিন্তা উঠে চিতে।
সেই হেতু মিনতি তোমায়,
পুনঃ যদি হই আকর্ষিত,

যাই যদি যবনী সদন,
উপেক্ষিয়ে ভ্রাতৃ-স্নেহ ব'ধো এ অধমে।
মাতার নিকটে চেয়েছি মার্জ্জনা।
স্মরি মায়ের চরণ করিয়াছি পণ,
যগুপি স্বচক্ষে দেখি বধে কেহ তারে,
প্রাণভয়ে যগুপি সে ডাকে সকাতরে,
ফিরে নাহি চা'ব,—অন্য পথে যা'ব।
আসন্ন সময়ে তুমি রহ মোর সাথে।
তিল মাত্র বিচলিত দেখিবে যখন,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করিও নিধন।

বৈষ্ণবী। ভাব কেন হে বীরকেশরী?
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়,
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত।
ফুলশরে কম্পিত শঙ্কর
যোগভঙ্গ হয়েছিল তাঁর;
কিন্তু যোগীশ্বর —
মদন দাহন করিলেন নয়ন-অনলে।
স্মরহর নাম সে কারণ।
মন্মথের শরাঘাতে না হয় কাতর,
অধিক মাহাত্ম্য জেনো তার।
সুসিদ্ধ-সঙ্কল্প যেই, বীর—দৃঢ়পণ,
হৃদয়দৌর্ব্বল্য পারে করিতে বর্জ্জন,
তা হ'তে মহৎ কেবা এ তিন ভুবনে?
অস্ত্রাঘাত বিনা কেহ না হয় কাতর;

কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্থির,
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাঁহার।
কৌমারীর প্রিয়পুত্র তুমি মহামতি,
এস' আশুগতি ভেদ করি বিপক্ষের শ্রেণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। চারিদিকে অরি।
কোথায় বৈষ্ণবী, পতাকা না হেরি তার?
অসংখ্য বিপক্ষদল সাগরের প্রায়।
অধীর অন্তর মম বৈষ্ণবী কারণ;
একাকী কামিনী, ভেদিয়াছে বিপক্ষের শ্রেণী।
ঐ দূরে নেহারি পতাকা,
চারিদিকে অরাতিবেষ্টিত।
এস'—এস' সবে দ্রুতগতি
পতাকা অরাতি যেন না করে গ্রহণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

(সদলে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। হে সাঙ্গনা, সমররাঙ্গণা,
ছারখার বিপক্ষবাহিনী।
বামপক্ষ নেহারি দুর্ব্বল,
অরিদল প্রবল নেহার।
বিদ্যুৎগমনে—অসি-সঞ্চালনে—
এসো বামপার্শ্ব ভেদি অরাতির।

(পরশুরামের প্রবেশ)

ভীরু, ত্যজি সেনাদল,
আসিয়াছ ধরিবারে নারীর অঞ্চল।
তাই বামপক্ষ হীনবল।
শক্তি যদি নাহি তব ভেটিতে যবন,
কোষে অসি করিয়া স্থাপন, কর দরশন,
বীরাঙ্গনাগণে, কেমনে চরণে,
দলে যত বিধর্ম্মী মোগল।

(সদলে বৈষ্ণবীর প্রস্থান)

পরশু। পার্শ্বে তব জীবন ত্যজিব,
এই মাত্র কামনা আমার।

(পরশুরামের প্রস্থান)

(চরণ ও ফকীররামের প্রবেশ)

ফকীর। বাপ্ চরণ, বৃদ্ধ হয়েছি, দৃষ্টি ভাল চলে না, ঠাউরে দেখো দেখি, বাঁদসার ছত্র কোথায়? ঐ না ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে হে?

চরণ। আজ্ঞে ঠাওর কচ্ছি বটে, ঝক্‌চে বটে।

ফকীর। অনেকগুল' যবন চারিদিকে ঘেরে রয়েছে না?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো বটে—রয়েছে বটে!

ফকীর। তা দেখ, আমাদের সেনারা যেমন দক্ষিণপার্শ্বে লড়্‌চে লড়ুক। ও যবনগুলো তুলোর মত উড়্‌লো বলে। জন পঞ্চাশ এ দিক ও দিক হ'তে টেনে নিয়ে' বাদসার দেখা পাবো না?

চরণ। আজ্ঞে আমি দেখা ক'রে আস্‌ছি, আপনি দাঁড়ান।

ফকীর। তা বাপধন, দোষ কি? বুড়ো হয়েছি, একলা থাক্‌তে পারি না,—যাই না তোমার পাছু পাছু।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

আরঙ্গজেব।

আরঙ্গ। অভয় হৃদয় মোগলনিচয়,

কোরাণ-বয়েত হের অঙ্কিত কেতনে,

কতক্ষণ দেওগণ সহিবে সমর?

সয়তানি-কুহকে কি পতাকা গুড়াইবে?

হের ধূমকেতু সম চন্দ্রকলা-অঙ্কিত পতাকা,

করিবে অনল বরিষণ,

হবে শত্রু এখনি নিধন।

প্রাণসম পাতসার তোমরা সকলে,

অসংখ্য সমরে সাথী,

তুচ্ছ এ অরাতি,

দল বীরবৃন্দ বাহুবলে।

হিন্দুস্থানে হিন্দু নাম আর না থাকিবে,

ইসলামের মহিমা বহিবে

কিবা ভয় হও অগ্রসর।
কিন্তু যদি সমর-কাতর,
অটল মোগল অনীকিনী,
দেখ' একা পাতসা তোমার,—
হস্তী-সঞ্চালনে নাশিবে বিপক্ষগণে।
হে হামিদ, রক্ষা কর' বাহিনী তোমাব ;
পাতি জানু দৃঢ় করে বন্দুক ধরিয়ে,
সঙ্গীন কণ্টকে
ছিন্ন কর' বিপক্ষের আসোয়ার ;
শ্রেণী মাঝে যেন নাহি পশে।
হে বিষণ সিং, সমরে প্রবীণ,
বজ্রের সমান সহস্র কামান
আছে তব আজ্ঞা অপেক্ষায়
ভস্মিবারে অরিগণে অনল জৃম্ভণে।
(স্বগতঃ) মজিল মজিল রণে নাহি পরিত্রাণ
অতি বলবান্ এই ভিক্ষুকমণ্ডলী।
দেখিয়াছি অনেক সংগ্রাম ;—
সমরে রাজপুত করে প্রাণ তৃণজ্ঞান,
মহারাষ্ট্র মৃত্যু নাহি গণে,
কিন্তু কেহ নহে সৎনামী সোসর ;
চূর্ণ সেনা ঘোর আক্রমণে।
অদ্ভুত ঘটনা ! সমরে অঙ্গনা
কেতনধারিনী, আয়ুধচালিনী,
মত্ত মাতঙ্গিনী সম দলে দলবল।

হেথায় সেথায়,
কোটী কোটী দামিনীর প্রায়,
ঝলকি ঝলকি খেলে বীরবামাশ্রেণী।
কঠোর নাদিনী!
গর্জ্জনে চমকে মম চম্‌।
যাই আমি বিপক্ষ সম্মুখে,
নহে শ্রেণীভঙ্গ ভগ্নোৎসাহ সেনা না ফিরিবে।
জনকে করিয়ে বন্দী, বধি ভ্রাতৃগণে,
করেছি কি দিল্লী সিংহাসন উপার্জ্জন,—
মোগলের ময়ূর আসন—অর্পিতে সৎনামী করে?

(গুলসানার প্রবেশ)

দেখ' সর্ব্বনাশ! বিফল কৌশল তব.
মুহূর্ত্তে মজিব, হবে সৎনামীর জয়।
গুল। জাঁহাপনা, ক্ষণমাত্র স্থির হয়ে কর' দরশন।
দেহ পঞ্চজন মোগল আমায়।
হিন্দুবেশ করিয়া ধারণ
যথা আমি করিব গমন,
যায় যেন পাছু পাছু মোর;
যেন বন্দী করিবারে, অথবা লইতে প্রাণ।
হিন্দুগণে ভাবে মোরে সৎনামী রমণী।
হের গুপ্ত সৎনামীর বেশ,
প্রতারিত মোগল না হয় অরিজ্ঞানে।

(মরতরজখাঁর প্রবেশ)

আরঙ্গ। মরতরজখাঁ, হও মোর কন্যার অধীন।

[মরতরজখাঁ সহ জুলমানার প্রস্থান।

নিশ্চিন্ত হইতে নারি নারীর বচনে,
যায় যাবে প্রাণ, হই অগ্রসর রণে।

[ঔরঙ্গজেবের প্রস্থান।

(সেনাগণসহ রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। দেখ দেখ, মোগল-রাজপতি
শিবা সম করে পলায়ন।
ধাও পশ্চাতে সবারে,
জনেক না ত্যজে রণস্থল।

[দুইজন ব্যতীত সেনাগণের প্রস্থান।

সম্রাটের যোগ্য আরঙ্গজেব,
এ বৃদ্ধ বয়সে ধরে অসীম সাহস।
নিজ হস্তী করিল নিধন,
না যাইবে সমর ত্যজিয়ে।
বাদসার রক্ষা হেতু
শ্রেণীবদ্ধ মোগল আবার;
দৃঢ় অস্ত্রে করি আক্রমণ
বন্দী করি মোগল-ঈশ্বরে।

(হামিদ খাঁ ও রিবম সিংহের প্রবেশ)

উভয়ে। রণ-সাধ দেহ বিসর্জ্জন।

রণেন্দ্র। বাতুল যবন—বাতুল রাজপুত কুলাঙ্গার!

(স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়ের প্রতি)

দেখ, কেহ না হও সহায়,

বুঝুক যবন কত বল সৎনামীর করে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁর পতন ও রণেন্দ্রের বিষণসিংহের বক্ষের উপর উপবেশন)

(সৎনামী সৈনিকবেশে করিমের প্রবেশ)

করিম। প্রভু, হেরিলাম দূর হ'তে—

যুঝে একাকিনী নারী পঞ্চদশ মোগলের সনে।

রণেন্দ্র। নিশ্চয় শমন করেছে স্মরণ

সেই পঞ্চদশ জনে।

(রক্ষীদ্বয়ের প্রতি) এস বীরদ্বয়, রক্ষা করি অবলায়।

[পতিত বিষণসিংহ ও হামিদ খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষণ। (উত্থিত হইয়া) মৃত্যু কি ভুলেছে অভাগায়,

হই নাই হত, এখনো জীবিত?

লেপিতু কলঙ্ক-কালি রাজপুত নামে!

[প্রস্থান।

হামিদ। (উত্থিত হইয়া) দৃঢ়করে ধরে অসি আর।

ঘৃণিত বদন পাতসায় আর না দেখা'ব।

ঐ সেই বীর, কোথা গেল! করি অন্বেষণ।

[হামিদখাঁর প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

যুদ্ধক্ষেত্র।

(পঞ্চজন মোগলসহ কপট যুদ্ধ করিতে করিতে ফুলসোনার প্রবেশ ও পতন)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ ও মোগলসৈন্যগণকে পরাস্ত করণ)

রণেন্দ্র। উঠ উঠ সুবদনী,
　　পতিত যবন হের তব পদতলে।

ফুল। কে রণেন্দ্র, তব ধর্ম্ম ভঙ্গ হবে,
　　যাও যাও—থেকো না হেথায়,
　　শত্রু আমি কহে তব বন্ধুগণে।
　　শত্রু—শত্রু, নাহি রহ শত্রুর নিকটে।
　　যাও—যাও,
　　ত্যজি প্রাণ জয় জয় সংগ্রাম বলিয়ে।

রণেন্দ্র। নহ শত্রু!
　　একাকিনী রণস্থলে রাখিয়া তোমারে
　　কেমনে যাইব?
　　এস' এস' সুবদনী,
　　শত্রু জ্ঞান আর না করিবে,
　　মহা সমাদরে, বৈষ্ণবী তোমারে দিবে স্থান।

ফুল। জর জর অঙ্গ মম অস্ত্রের আঘাতে,
　　উঠিবার নাহিক শকতি।

রণেন্দ্র। এস' চন্দ্রাননী করি তোমারে বহন।

(গুলসানাকে উত্তোলন, দুর্ব্বলতা ভানে গুলসানা
রণেন্দ্রকে আলিঙ্গন)

এ কি, বিদ্যুৎ-ঝলক সম উত্থিত প্রবাহ শিরে;
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ বামার পরশে,
যায় যাক্ প্রাণ,—করি বদন চুম্বন!

(চুম্বন ও মস্তক হইতে মুকুট স্খলিত হওন)

(হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও করিমের প্রবেশ)

করিম। আর তব নাহিক নিস্তার।

রণেন্দ্র। এ কি জীবিত কি মৃত!
সকলি সম্ভব, খসেছে মুকুট শিরে!
বলহীন বাহু পুনঃ আয়ুধ ধারণে!

গুল। ত্যজ অস্ত্র, নাহি আর কৌমারী সহায়।
নহে প্রতারণা,
সত্য কহি পতি তুমি মম,
সত্য মুসলমান ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
তব ধর্ম্ম করেছি গ্রহণ।
বধ' মোরে নিজ করে।
জানি তব শাস্ত্রের বচন,
মরিলে পতির করে হয় ঊর্দ্ধগতি!

রণেন্দ্র। শুন শুন, যে হও সে হও,
তব মুখচন্দ্র হেরি আঘাতিতে নারি,
তব ছবি পূর্ণ মম আপাদ মস্তক!
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গৌরব সকলি পরিহরি

হৃদি মাঝে স্থান দান করেছি তোমায়;
নাহিক উপায়,
তুমি মোর হৃদয়-ঈশ্বরী!

গুল। (স্বগণের প্রতি) কর বাদসার কার্য্য, নিরস্ত কি হেতু?

করিম। (রণেন্দ্রের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ম'শায়, আসুন।

[রণেন্দ্রকে লইয়া গুলসানা, বিষণসিং, হামিদখাঁ ও করিমের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। গেল গেল, সকলি মজিল,
ছিন্ন ভিন্ন সৎনামীর শ্রেণী!
আরে ভীরু সেনাগণ,
পলায়ন কর কি কারণ?

নেপথ্যে। পলাও, পলাও,
নহে ত যবন,—সাক্ষাৎ শমন।

বৈষ্ণবী। হায় বুঝিলাম এতক্ষণে,
কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট লুণ্ঠিত ধরণীতলে! (মূর্চ্ছা)

(ফকীররামকে ধরিয়া চরণের প্রবেশ)

ফকীর। ছাড় পামর, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিস্ নে, তোর নরক হবে। ছাড় বর্ব্বর! চরণ—চরণ, তোরে মিনতি কচ্ছি, আমায় বোঝা, এ ছার প্রাণের প্রয়োজন কি? চরণ, তোর হাতে অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আর যন্ত্রণা সয় না—আর যন্ত্রণা সয় না! (মূর্চ্ছা)

বৈষ্ণবী। (উত্থিত হইয়া) পিতা—পিতা,
আছে এখনও উপায়,—
ধরি মুকুট মাথায়, আমি যাব রণে।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। (স্বগতঃ) নহে একা, আমি যাব পার্শ্বে তব !

[বৈষ্ণবীর পশ্চাতে পরশুরামের প্রস্থান।

ফকীর। (উঠিয়া) চরণ—চরণ, কি আনন্দের দিন ! জয়লাভ হয়েছে, স্বহস্তে বিধর্ম্মী বাদ্‌সার মুণ্ড ছেদন কর্‌বো !!

[বেগে প্রস্থান।

চরণ। (স্বগতঃ) ভয় কি চরণ, আপনার মাথা আপনি কাটিবি।

[প্রস্থান।

(কয়েকজন যবন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হও, যারে পাও বধ কর', আহতকে বধ করতে ঘৃণা ক'রো না।

(ফকীর ও পশ্চাতে চরণের প্রবেশ)

ফকীর। তবে আপনি মরো।

(যবনকে অস্ত্রাঘাত, যবনের মৃত্যু, ফকীরের মূর্চ্ছা)

২য় সৈনিক। তবে রে কাফের !

চরণ। ওঃ তোমাদের বাপ-দাদা ডেকেছে।

[চরণের সহিত যুদ্ধে সৈন্যগণের পলায়ন।

চতুর্দ্দিকে যবন, কোথায় নিরাপদ স্থান ? প্রভুকে কোথায় লয়ে যাই ? সৎনাম ! তোমার চরণে ভিক্ষা, গুরুহত্যা না দেখ্‌তে হয় ! দোহাই সৎনাম ! দোহাই সৎনাম !— ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও !! (ফকীরদাসকে উত্তোলন

ফকীর। চরণ—চরণ, আমি বন্দী হয়েছি ?

চরণ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

ফকীর। দে'খ চরণ, তুমি সরে যাও, আমায় নরকে নুয়ে যাবে, দেখে তোমায় প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে।

চরণ। প্রভু—প্রভু, দাসের বুকে বজ্রাঘাত করবেন না। ইন্দ্রের আসন আপনার জন্য প্রস্তুত, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসন আপনার জন্য শূন্য, প্রভু, এরূপ দুর্নীত-বাক্য কেন আপনি বল্‌ছেন?

ফকীর। চরণ—চরণ, তুমি তো একদিনের জন্যও আমায় ব্যথা দাও নাই! তবে কেন ব্যথা দিচ্চ, নরকে যেতে কেন আমায় বাধা দিচ্চ? বলো—বলো, কোথা গেলে আমি শান্তি পাবো বল? নরকে যেতে কেন নিষেধ কচ্ছ? দেখ'—বিষে বিষক্ষয় হয়, তাপে তাপ হরণ হয়, নরকের অগ্নিকুণ্ডে বোধ হয় কিছু শীতল হব'। চরণ, তুমি তো সঙ্গে ছিলে: দেখেছ, সৎনামীশ্রেণী ভঙ্গ, মুসলমান সৎনামীর পৃষ্ঠে আঘাত করছে, হাহাকার রবে ভূতলে পতিত হচ্ছে! তুমি দেখেছ, আমার হাতে অস্ত্র ছিল, সৎনামীর নেতা যবনীর প্রণয়ের অনুরাগ দেখেও বধ করি নাই—নারকীয় স্নেহে আমায় বদ্ধ করেছিল। চরণ! কৌমারী দেবীর প্রসাদ-মুকুট কেন তোমার শিরে স্থাপন করি নাই। দেখো, বিবেচনা করো, রণেন্দ্রকে বধ করি নাই, নারী বধে ঘৃণা ক'রে সেই যবনীকে বধ করি নাই, তোমার শিরে মুকুট দিই নাই;—এ মহাপাতকীর স্থান নরক বই আর কোথায়? ভেবো না, নরকে আমার যন্ত্রণা হবে না, কথঞ্চিৎ শান্তি হবে। গেল—গেল—স্বপ্নের ন্যায় ফুরুলো! চরণ চরণ, আমি কি জাগ্রত? তুমি সত্যবাদী, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হবে। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নয়?

চরণ। প্রভু, সন্তান অপেক্ষা দাসকে স্নেহ করেন, দাসের মুখ চেয়ে স্থির হোন্।

ফকীর। চরণ, তোমার কাছে অস্ত্র আছে? আছে—আছে,—তুমি হীন নও, আমার মত ভীরু নও, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হয় না, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তুমি মুমূর্ষু হও না। আছে—আছে—তোমার নিকট অস্ত্র আছে।

চরণ। প্রভু, চরণের আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। প্রভু! তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি অস্ত্র ধরেছিলে ব'লে অস্ত্র ধরেছিলেম। প্রভু, যত-ক্ষণ না তোমায় নিরাপদ স্থানে লয়ে যাই, ততক্ষণ অস্ত্রের প্রয়োজন।

ফকীর। তবে মূঢ়! তবে পামর! কেন তুই আমায় যবন হাত হ'তে উদ্ধার কর্‌লি? কেন তুই বিংশতি নরহত্যা ক'রে আমায় নরক যন্ত্রণা দিলি? তুই দূর হ। চরণ, তোর মনে কি এই ছিল,—এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিবি? চরণ, তোর বাহুতে শত হস্তীর বল, আমায় অস্ত্রাঘাত না করিস্, গলা টিপে বধ কর। আমার হাতে অস্ত্র নাই, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে পাচ্ছি না। চরণ—চরণ, সমর জয় হয়েছে—সমর জয় হয়েছে! এসো—এসো, মহা উল্লাসের দিন!

[বেগে ফকীররামের প্রস্থান, পশ্চাতে চরণের দ্রুতগমন।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো পুনঃ বিস্মৃতি হৃদয়ে;
অমৃতের ধারা বরিষণে
স্মৃতি-অগ্নি করহ নির্ব্বাণ।

দারুণ অনল,
তুলনায় চিতানল সুশীতল!
বৃথা নারী-করে ধরিলাম অসি,
স্রোতস্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত,
বৃথা উচ্চ কুলোদ্ভব নিরীহ যুবক,
উত্তেজিত পাপ মন্ত্রে মম
প্রাণ দিল এ কাল সমরে।
পিতা, মাতা, স্বদেশী, স্বধর্ম্মী, বন্ধু-আত্মীয় স্বজন,
ভাসিল এ রণস্রোতে!
বৃথা এ বিদ্রোহ।
রাজ-রোষানল উদ্দীপনা হেতু,
ছারখার করিতে ভারত,
নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী।
করিলাম মাতৃ-অপমান,
প্রসাদ-মকুট তাঁর দানি হীনজনে।
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার,
না হইল পিতার তর্পণ!
এসো মমতা হৃদয়ে,
নাহে অরি-অস্ত্রাঘাতে হয় প্রাণনাশ।
কোথা মা কৌমারী,
এ কি দণ্ড দাও নন্দিনীরে?
শত্রু-অস্ত্র ভঙ্গ হয় কায়,
মৃত্যুরূপী কামান-অনল
বিফল নাশিতে অভাগীরে।

নাহি হেন যন্ত্রণা নরকে,
যাহে সমুচিত শাস্তি হয় মম।
যাই যাই—ধরি গিয়ে বাদ্‌সার পায়;
ভিক্ষা মাগি করিয়া মিনতি,
নিদারুণ দণ্ডে যাহে তনু হয় নাশ।
এসো এসো এসো রে যবন;
শত্রু আমি—শত্রু আমি—
বধ' বধ' শীঘ্র—কেন কর পলায়ন ?
এস ত্বরা নাহি ভয়,
নির্ভয়ে করহ অস্ত্রাঘাত,
না করিব অসি-সঞ্চালন।
এসো এসো এসো রে যবন—
ধৃত কর—বধহ আমায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সম্রাট্-সভা।

আরঙ্গজেব ও মন্ত্রী।

আরঙ্গ। কি কি আজ্ঞা দিয়েছ ? হিন্দুমন্দির নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়েছ ? শুনেছি লক্ষ নরশির ব্যতীত কাফেরের দেবীর বেদী প্রস্তুত হয় না। লক্ষ লক্ষ কাফেরের শিরশ্ছেদ ক'রে গত

পার' মন্দির রচনা করো, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ করো' মুসলমানের নিষ্টিবন ত্যাগের স্থান তো চাই। বধ করো—বধ করো, কত হত্যা হলো, তার তালিকা দাও।

মন্ত্রী। নফরে অভয়-আজ্ঞা দেহ জাঁহাপনা।

তব কঠিন শাসনে,

উত্থিত বিদ্রোহী-শির এ ভারত ভূমে।

রাজনীতি-বিশারদ স্বর্গীয় আকবর,

করিলেন সুনীতি-সঙ্গত যে নিয়ম,

কেন প্রভু কর ব্যতিক্রম?

রাজকার্য্য-সুদক্ষ আকবর মহামতি,

হিন্দুসনে করিয়ে সম্প্রীতি

ক'রেছেন সাম্রাজ্য বিস্তার।

করি তার বিরুদ্ধ আচার,

কুফল ফলেছে জাঁহাপনা।

আরঙ্গ। কি—কি মন্ত্রী, তুমি কি মনে স্থান দিয়েছ, আকবরসার হিন্দু-মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতহীন দৃষ্টি ছিল? আশ্চর্য্য। তাঁর রাজনীতি কোনও মুসলমানের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। শুন মন্ত্রী, স্থির চিত্তে বিবেচনা করো,—মহামতি আকবরসা দেখেছিলেন, যে, তখনও হিন্দুজাতি মহাবলশালী। সেই জন্য সদ্ভাব করে তা'দের বশতাপন্ন করেছিলেন। তুমি যা বলেছ, তা সত্য। হিন্দুদের ভূতের ধর্ম্মের প্রতি বড় অনুরাগ; হিন্দুরা সকলি সহ্য করতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করলে অস্ত্রধারণ করে। দেখ' আকবরসার কি সুকৌশল। রাজপুত কামিনীগণকে বেগম ক'রে, রাজপুত মানসিংহের দ্বারা বাঙ্গালা হ'তে

কাবুল পরাজয় করেছেন। সেই জাতিভ্রষ্টা রাজপুত-কামিনীগণ, মুসলমানকে আলিঙ্গন দান করেও বেগমমহলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন ক'রে ভেবেছে, তথাপি তা'রা হিন্দু। যদি তিনি কাফের-কামিনী না গ্রহণ করতেন, তা হ'লে রাজপুতনায় জাতীয়-বিদ্বেষ জন্মা'ত না, তা হ'লে হয় তো কাফের রাণা প্রতাপ, রাজদণ্ড মোগলকর হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতো। কিন্তু দেখ, রাজপুতনায় গৃহবিচ্ছেদ হলো, হলদীঘাটের যুদ্ধে রাণা একা, আর সকল রাজপুতই আকবরের পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ করলে। মন্ত্রী, তোমার ধারণা হিন্দুর প্রতি আকবরের স্নেহ ছিল। হিন্দুরা পত্র লেখে দেখেছ কি? পত্র মোড়ক ক'রে ৭৪॥০ লেখে, তার অর্থ কি জানো? জান না। চিতোর-যুদ্ধে হিন্দুর উপবীত তৌল ক'রে ৭৪॥ মন হয়। সেই জন্য হিন্দুরা ইঙ্গিতে তাল্লাক দেয়, মালিক ভিন্ন যে পত্র খুলবে, চিতোর-যুদ্ধে যত হিন্দু নিহত হয়েছে, সেই সমস্ত হিন্দুহত্যার পাতকী হবে। ঐ সমস্ত হিন্দুই আকবরের আজ্ঞায় নিহত হয়েছিল। আকবর মিছরির ছুরী; তিনি শঠ। আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই;—আমি কাফের-ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু। রাজকার্য্যে তাঁকে শঠতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমস্ত কাফেরই পদানত, আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। তিনি যে হিন্দুদের উচ্চপদ প্রদান করতেন, তার অর্থ—হিন্দুরা বশীভূত হোক্, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর সে রাজনিয়ম যদি পিতা বুঝ্‌তেন, তা হ'লে আমি তাঁরে সিংহাসনচ্যুত করতেম না, ভ্রাতৃবর্গ হত্যা ক'রে রাজদণ্ড গ্রহণ করতেম না। সাজিহান সা

আকবরের রাজনীতি বোঝেন নাই, তাই হিন্দু-মুসলমানকে সমান করেছিলেন। যাও, কুণ্ঠিত হয়ো না, প্রকৃত মুসলমানের যা কর্ত্তব্য, তোমার বাদ্‌সা তাই কচ্চে। নতুবা মহম্মদ তাঁর দাসকে সিংহাসনচ্যুত করতেন।

মন্ত্রী। বাদসার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

(বন্দী অবস্থায় রণেন্দ্রকে লইয়া

বিমণসিং, হামিদখাঁ, করিম ও গুলসানার প্রবেশ)

আরঙ্গ। ইনি সৎনামীর সেনাপতি? বসবার স্থান দাও। (গুলসানার প্রতি) বেটী, তুমি সিংহাসনের পার্শ্বে এসো। আপনারাও আসন গ্রহণ করুন। বন্দী করেছেন? এঁর নাম রণেন্দ্র?

হামিদ খাঁ। হাঁ জাঁহাপনা, এঁরই নাম রণেন্দ্র।

আরঙ্গ। হামিদখাঁ, বিমণসিং, বুঝলেম তোমরা কার্য্যদক্ষ। (করিমের প্রতি) তুমি কে?

করিম। জাঁহাপনা, আমি গুলসানার ভৃত্য।

আরঙ্গ। ভৃত্য নও, তুমি ওমরাও, তোমার বাদ্‌সার আজ্ঞা।

করিম। (মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া) জাঁহাপনা, বাদ্‌সার প্রসাদে দাস কৃতার্থ। ভৃত্য, বাদ্‌সার প্রসাদে মহা গৌরবান্বিত। কিন্তু মিনতি, জাঁহাপনা প্যাগম্বরের প্রিয়পাত্র! আমার এই প্রভুকন্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, পুনর্ব্বার এঁরে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রদান করুন, তা হ'লেই দাস কৃতার্থ হবে, নচেৎ প্রভু আমায় স্বর্গ হ'তে তিরস্কার করবেন!

আরঙ্গ। স্থির হও, আর তোমার প্রভুকন্যা নয়, বাদসার দুহিতা। তার

বাদ্‌সা-পিতার ন্যায় কৌশলনিপুণা ; তুমি চিন্তা দূর কর ;— ওমরাও, তুমি চিন্তা দূর কর। (গুলসানার প্রতি) বসো মা।

গুল। ময়ূর-সিংহাসন দাসীর যোগ্যা নয়।

আরঙ্গ। হুঁ ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তোমার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ হয় নাই, কেমন—না ?

গুল। হাঁ জাঁহাপনা। (স্বগতঃ) হৃদয়, স্থির হও ! উপায় নাই, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। প্রাণ-বিসর্জ্জনে তোমায় শান্তি দান কর্‌বো !

আরঙ্গ। হুঁ ! মর্‌বে—মর্‌বে, কে মর্‌বে ? রণেন্দ্র। হুঁ ! এসো হামিদ, এসো বিষণ। মর্‌বে, মর্‌বে সৎনামীর সেনাপতি মর্‌বে ; কেমন ? যোদ্ধা—আমি যোদ্ধা ভালবাসি। তোমাদের নিকট পিস্তল আছে। দেখ', নিরস্ত্র বীরপুরুষকে বধ করা ভাল নয়, কি বল ? এসো, আমরা তিন জনেই এক সময়ে গুলি নিক্ষেপ করি, তা' হ'লে কার গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে, তা নির্ণয় হবে না, সুতরাং নিরস্ত্র যোদ্ধৃহত্যা আমাদের কারো দ্বারা হবে না। কি আজ্ঞা করেন সৎনামীর সেনাপতি ? নীরব কেন ? আপনি তো ভীরু নন !

রণেন্দ্র। (গুলসানার প্রতি) শোন' তুমি যে হও, আমার মৃত্যু দেখো এই আমার প্রার্থনা। যদিচ বার বার ফকীররাম প্রভু আমায় সতর্ক করেছেন, যদিচ বার বার তিনি তোমায় শত্রু বলে, আমায় তোমা হ'তে দূরে অবস্থান করতে আদেশ ক'রেছেন, তথাপিও মৃত্যুকালে আমার ধারণা হচ্ছে না, তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী নও। দেখ, এখনও তোমার বদনে, নয়নে, হাব-ভাবে আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ আসক্তি বোধ হচ্ছে। কি জানি কেন ? এখনও আমার মনে হয় যে,

তুমি সত্য সত্যই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছ, এখনও মনে হয়, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী তুমি আমার পত্নী। কি জানি কেন? ছিঃ ছিঃ মনের এ কি বিষম ভ্রম!

গুল। ভ্রম নয়, সত্য, স্বর্গে তোমার চরণে নিবেদন করবো।

রণেন্দ্র। (বাদসার প্রতি) যবন, আমি প্রস্তুত।

আরঙ্গ। যবন—যবন! (সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি) আমার পিস্তলে গুলি আছে, আপনারা প্রস্তুত?

বিষণ। জাঁহাপনা, এরে বন্দী করে রাখুন, বধ করবেন না।

আরঙ্গ। রাজপুতবীর, পার্ব্বতীয়-মূষিক শিবজীর ন্যায় তা হ'লে কাফের পলায়ন করবে। ইনি পুনর্ব্বার হিন্দুসৈন্যের নেতা হ'লে, বোধ হয় নিরস্ত্র আর এঁরে বন্দী করতে পারবেন না। শত্রু-সংহারই প্রয়োজন, কি বলেন? হিন্দু-সেনাপতির কি আজ্ঞা?

রণেন্দ্র। যবন, তোমার নারকীয় হৃদয়ে পরিহাস আসে, এ আমার ধারণা ছিল না।

আরঙ্গ। আজ্ঞে না, পরিহাস নয়। ভারতবর্ষের সম্রাট বীরত্বের গৌরব জানে, নচেৎ স্বহস্তে তোমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করতে সঙ্কল্প করতো না। বিষণ সিং, হামিদ খাঁ, আমি প্রস্তুত, তোমরা প্রস্তুত হও। তিনবার বাদসা পদশব্দ করলে, শত্রুর প্রতি গুলি নিক্ষিপ্ত হবে। এক—দুই——তিন

(আরঙ্গজেব, বিষণসিংহ ও হামিদ খাঁ তিনজনের একসঙ্গে গুলি নিক্ষেপ ও রণেন্দ্রের পতন ও মৃত্যু)

গুল। প্রাণনাথ, মার্জ্জনা করো, আমি সত্যে আবদ্ধ। সত্যভঙ্গ তোমারই শাস্ত্রে নিষেধ। সত্য পালন করেছি, স্বর্গে তোমার পাদ-সেবার অধিকার দিও। আরঙ্গজেবের প্রতি

প্রতিশ্রুত জাঁহাপানা, দাসীর নিকটে,—
যা চাহিব্‌ করিবে প্রদান।
দেহ মোরে স্বামী-সৎকারের অধিকার।
হে বিষণ সিং, হিন্দু তুমি,
আছে তব হিন্দু-ভৃত্যগণ,—
লইতে শ্মশানভূমে স্বামীরে আমার
আজ্ঞা দেহ তব ভৃত্যগণে।
জাঁহাপনা, বিদায় মাগিছে তব দুহিতা চরণে ;
হিন্দুর নিয়মে হ'ব স্বামী-সহগামী।
জাঁহাপনা, দুহিতা বিদায় মাগে পায়।

আরঙ্গ। সত্যই প্রতিশ্রুত—সত্যই প্রতিশ্রুত, কপটতা ছিল না, কপটতা ছিল না। ভাল যাহা অভিরুচি! নারী চরিত্র—নারী চরিত্র! সকলি বিপরীত-ভাবপূর্ণ! বোধ হয় সমস্ত হিন্দু-ললনা কৃতসংকল্প হ'লে ভারত-সিংহাসনে হিন্দু উপবেশন করে। রমণীর সকলি বিচিত্র, আরঙ্গজেবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত! মর্‌বে—কাফেরের সঙ্গে মর্‌বে। (করিমের প্রতি) দেখ ওমরাও, তোমার প্রভুকন্যাকে বধ কর্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে? বাদ্‌সার হুকুমে নিরস্ত হও। দেখ—দেখ, নারীচরিত্র শেষ পর্য্যন্ত দেখ, একটা জ্ঞান লাভ হবে। নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, কোরাণের বাক্য, সে বাক্য সফল হবে।

গুল। জাঁহাপনা, বিদায়! প্রাণেশ্বর, স্থান দাও পায়। (রণেন্দ্রের চরণতলে গুলসানার পতন ও মৃত্যু)

আরঙ্গ। (করিমের প্রতি) ওমরাও, তোমার অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করে নাই, প্রাণত্যাগ করেছে।

করিম। হা, কারতরফ খাঁ, তোমার কন্যার ভার কেন এ অধমকে দিয়েছিলে? স্বর্গ হ'তে দেখ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া করিমের মৃত্যু)

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। যবন! আমিই প্রধান বিদ্রোহী। কারে ইঙ্গিত কচ্ছ? আমার প্রেমশূন্য হৃদয়, কেউ আমার নিকটে আসতে সাহসী হবে না। আমার হৃদয়-তাপ, কালানল সম আমার লোমকূপ হ'তে বহির্গত হচ্ছে। আমার চতুর্দ্দিকে অনল, আমায় কেউ আবদ্ধ করবে না। ভয় করো না, আমি দণ্ড গ্রহণ করতে তোমার নিকট এসেছি।

আরঙ্গ। আমি ইঙ্গিত করি নাই। তোমার মনোভাব আমি সকলই বুঝেছি। তোমার সম্প্রদায় ছিন্ন, তুমি আশাশূন্য, হৃদয়ের শান্তির জন্য যবনের শাস্তি গ্রহণ করতে এসেছ। আমি বুঝেছি, নৈলে ভারতবর্ষের সিংহাসন কিরূপে বা আমার অধিকৃত! অবশ্যই তোমাকে গুরুতর দণ্ড দেবো। আমার বৃত্তিভোজী অনেক বৈজ্ঞানিক, মহাকষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয়, তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত। কিয়ৎ পরিমাণে তারা কৃতকার্য্যও হয়েছে। অনাহারে মৃত্যু, দেহ হ'তে চর্ম্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা প্রদান, অনিদ্রায় জীবন নাশ করণ, এ অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টকর মৃত্যু তারা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তোমার প্রতি কষ্টকর মৃত্যু-আজ্ঞা দেব না। তুমি সত্যবাদিনী, আমি তোমার প্রাণ-দণ্ড আজ্ঞা দিলে, বল-- সত্য কথা বল, কারে যবন বল—

সে ভারতবর্ষ শাসনের উপযুক্ত কি না? আমার আজ্ঞায় তুমি যথা-তথা ভ্রমণ কর। তোমার নিমিত্ত অট্টালিকা প্রস্তুত, তোমার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজকোষ মুক্ত, যত বিলাস ইচ্ছা তুমি ভোগ কর, কেবল হিন্দুদের উত্তেজনাকারিণী-শক্তি তোমার হরণ করলেম। দেখ', তোমার বাহুতে বল নাই। তুমি যথায় যাবে, বাদ্‌সার দূত তোমার সঙ্গে থাক্‌বে, কোন হিন্দুকে আর তুমি জাতীয়-স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত করতে পার্‌বে না।

বৈষ্ণবী। যবন, তোমায় সেলাম কচ্ছি, জানু পেতে তোমায় জাঁহা-পনা স্বীকার কচ্ছি, আমার প্রাণদণ্ড করো। স্বহস্তে আত্ম-হত্যা করবার চেষ্টা করেছি, অসি হস্তচ্যুত হয়। যবন, বাদ্‌সা, জাঁহাপনা, আমার মৃত্যু আজ্ঞা দাও।

আ'ঙ্গ। না সুন্দরী। যদি সম্ভব হতো, যদি তুমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে, তুমি আমার প্রধানা বেগম হ'তে; কিন্তু তা সম্ভব নয়। তোমার কি দণ্ড, তা আমি আপনার প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। শুন্‌বে?—যখন পিতাকে বন্দী কর্‌বার কল্পনা করি, যখন জ্যেষ্ঠ দারাকে পরাজয় করবার মানস করি, তখন একবার মনে হলো, যদি কৃতকার্য্য না হই! ভাব্‌লেম, তা'তে ক্ষতি কি? যদি বন্দী হই, আমার মৃত্যু আজ্ঞা হবে, নর-কল্পনায় যাতে কঠোর মৃত্যু হয়, সেই আজ্ঞা হবে; তাতে ভয় কি? তুমি হিন্দু, জানো—আত্মা দেহ নয়, দেহ মৃত্তিকা মাত্র। কোরাণের উক্তিও তদ্রূপ। জেনেছিলেম আমি দেহ হ'তে স্বতন্ত্র। যখন দেহ পীড়িত হবে, আমি স্বতন্ত্র হ'য়ে অবস্থান করবো, আমার আঘাত লাগ্‌বে না। সুন্দরী, দেহ-আত্মায়

প্রভেদ তোমারও অনুভূত। যতদিন দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকো ততদিনই তোমার যন্ত্রণা; দেহনাশে তুমি যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হবে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে, স্বচক্ষে স্বদেশী, স্বধর্ম্মীর পীড়ন দেখ, তোমার এই শাস্তি। "জিজিয়া" কর পুনর্ব্বার সংস্থাপিত দেখ।

বৈষ্ণবী। ওই ওই বিমানচারিণী, ময়ূরবাহিনী,
শক্তি-সঞ্চারিণী আবাহন করেন কন্যায়;
ওই অট্টহাস, দিক সুপ্রকাশ,
ওই ভীমা রণাঙ্গণা, ওই পরাৎপরা,
ওই হাস্যাধরা, ওই ওই মধুরভাষিণী
আবির্ভাব নন্দিনীর তরে।
সহ মাতা, তাপিতা দুঃখিতা।
শুন শুন জননীর ভবিষ্যৎ বাণী :—
আরে হিন্দু-পীড়ক যবন,
তোমা হ'তে যে জাতি অধম,
বংশনাশ হ'বে তব সেই শ্বেত-করে।
ওই মাতার সঙ্গিনী, ওই মহাপ্রভাবশালিনী,
ভুবনমোহিনী সিতাধরা,
সাগরতরঙ্গ মাঝে বিরাজিতা বামা,
শ্বেতপুত্রগণে সুবেষ্টিতা!
নেহার যবন, ওই তব বংশহন্তা শ্বেত বীরগণ,
মাতার সঙ্গিনী শ্বেতাম্বুজা সরোজ-অঙ্গিনী,
বীর্য্যবলে ভারত করিবে অধিকার।
যতদিন কামিনী-কাঞ্চন

হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন,
না করিবে দীন ভ্রাতৃসেবা,—
ততদিন কামিনীকাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বর নিকর
রবে সবে পরাধীন —বিধর্ম্মী-কিঙ্কর !
যাই, যাই, যাই গো জননী !

(পতন ও মৃত্যু)

আরঙ্গ। বিষণ সিংহ, তুমি হিন্দু-প্রথামত এদের সৎকার করো। যে হিন্দু এ কার্য্যে যোগদান করবে, সে বিদ্রোহী হ'লেও কেউ না তারে ধৃত করে। এই আমার মোহরাঙ্কিত হুকুমনামা গ্রহণ করো। আমি স্বয়ং মন্ত্রীকে রাজ্যে ঘোষণা দিতে আজ্ঞা দিচ্ছি। (হামিদ খাঁর প্রতি) হামিদ, এই ওম-রাওর অন্তিমকার্য্য তোমার উপর ভার। (স্বগতঃ) শ্বেত-নারী ভারতের ভবিষ্যৎ অধিকারিণী। সত্য—সত্য, আমার প্রাণ বলছে সত্য ; কাফের-নন্দিনী সত্যবাদিনী।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

হামিদ। নারীচরিত্র অতি অদ্ভুত !

বিষণ। হাঁ খাঁ সাহেব, নারীচরিত্র দেবতারাও অবগত নন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানের পথ।

মোহিনী ও যুবতীগণ

যুবতীগণ। গীত।

রবি শশী তারকা উঠ না গগনে,
শ্মশান আমার পুণ্য নিকেতনে,
মগনা নবীনা যোগিনে।
কৌমারী চিরসঙ্গিনী, বরাঙ্গে প্রেমাঙ্গিনী,
বংশায় রণ-রঙ্গিণী ;
পতিত বিজয়-ধ্বজা পতাকাধারিণী সনে।
বিফল এ বীরব্রত, বিফল শোণিতস্রোত,
ঘোরা নিশা, গৌরব বিগত ;
শ্মশান এ পুণ্যধাম, বিলুণ্ঠিত বীরগণে ॥

১মা যুবতী। (সোহিনীর প্রতি) কোথায় যাও—কোথায় যাও ?

সোহিনী। আমার যা'বার যায়গা আছে, আমার মনের মানুষ আছে ;—কোথায় যাই, দেখ্‌বি আয়। এ দারুণ জ্বালা, এ দারুণ জ্বালা ! তার কাছে না গেলে এ জ্বালা নিভ্‌বে না !

[প্রস্থান।

২য়া যুবতী। ভাই আম্‌রা এখন কি ক'র্‌বো ?

১মা যুবতী। কেন ? যে কাজ কচ্ছি ! যতদিন দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততদিন যবনের অনিষ্ট কর্‌তে নিরস্ত হবো না।

২য়া যুবতী। চলো, দেখি বৈষ্ণবী কোথায়? বীরবালা আবার সৈন্য সৃজন করবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

(রণেন্দ্র ও গুলসানা এক চিতায় শায়িত ও অপর চিতায় বৈষ্ণবী)

বিষণসিংহ ও হিন্দু-সৈন্যগণ।

বিষণ। হায় হায়! স্বজাতীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেম! হায় মাতৃভূমি, আমার কি পরিত্রাণ আছে?

জনৈক সৈন্য। মা ভারতভূমি, সামান্য বেতনের জন্য বিধর্ম্মীর পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ করি। স্বজাতি, স্বধর্ম্মী, পিতা, ভ্রাতার প্রতি গুলি নিক্ষেপ ক'রে যবনকে জয় সংবাদ প্রদান করি। সে সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত বিধর্ম্মীরা হয় তো হিন্দু-মাতা, হিন্দু-পত্নী, হিন্দু-দুহিতার বলাৎকারে প্রবৃত্ত। সে সময় জয় হয়েছে ব'লে উল্লাস করি, আপনাকে বীর ব'লে গণ্য করি। মাগো, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যতীত সুজল সুফলা ভারতভূমি দীনহীনা কেন হবে!!

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। শুন শুন,

মমতা-বিহীন এই শ্মশান-প্রান্তরে

হিন্দুপুত্র যেইজন আছ উপস্থিত,
শুন মম কলুষিত চিত্তের আখ্যান।
সেই বিমলা বৈষ্ণবী,
হের চিতায় শায়িত,
ভগ্নী বলি সম্ভাষণ করিতাম তারে ;
কিন্তু কলুষ-অন্তরে কাম-তৃষা আছিল প্রবল
সে চারু বদন বারেক চুম্বন,
শয়নে স্বপনে মম ধ্যান।
শায়িত চিতায়, তবু প্রাণ চায়—
দৃঢ় পাশে করি আলিঙ্গন।
প্রায়শ্চিত্ত জান কেহ এ হিন্দুসমাজে ?
প্রায়শ্চিত্ত নাহি মম।
কিন্তু তবু নরকের ডরে,
বাসনা না হয় দূর পিপাসী-অন্তরে।
কর' বৈষ্ণবীর চিতা প্রজ্বলিত,
প্রায়শ্চিত্ত করিবে অধম।
অগ্নিদেব, প্রজ্বলিত তুমি,
পার যদি কর' তুমি বাসনা হরণ !
মৃতদেহে দানি আলিঙ্গন
করি বদন চুম্বন,
হয় যদি হয় হোক তৃপ্ত এ বাসনা

(বৈষ্ণবীর চিতায় ঝম্প প্রদান)
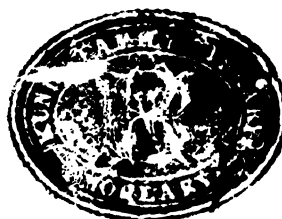
(ফকীররাম, চরণদাস, রঘুরাম, মোহিনী ও সৎনামী যুবা ও যুবতীগণের প্রবেশ)

ফকীর। চরণ চরণ, দেখ দেখ, সৎনামী পুড়্ছে নয়? দেখ, যদি মর্‌তে হয় ম'রো, গুরুর সৎকার ক'রে মরো। এই দুটো চিতা জ্বল্‌ছে, যেখানে হোক্ একটায় আমায় টেনে ফেলে দিও,—সকলেই আমার সন্তান। শ্মশান বড় মায়া-শূন্য স্থান, এখানে লজ্জা-ঘৃণা নাই, আমায় একপার্শ্বে স্থান দেবে। চরণ, কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার গুরু আত্মহত্যা করে নাই। সৎনাম, আমায় নরক-যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ দিচ্ছেন। চরণ, বিদায় দাও। (পতন ও মৃত্যু)

মোহিনী। তোমায় আমি চিরদিন ভালবাস্‌তেম; কিন্তু ধনের লোভে তোমার কথা না শুনে কুপথগামিনী হয়েছিলেম, সেই হ'তে তুমি আমার পানে ফিরে চাও নাই। তুমি বলেছ, আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তবে আর পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে লও।

(পতন ও মৃত্যু)

চরণ। প্রভু, আমি রোদন কর্‌বো না, তোমার সৎকার ক'রে আমি শিখ-সম্প্রদায়ে মিলিত হবো। যদি একজনও বিধর্ম্মী বধ কর্‌তে পারি, আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় স্বর্গ হ'তে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। যবন-অনুগত হিন্দু, কেউ আমার গুরু-দেবের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করো না, আমি স্বহস্তে আমার গুরুদেবের সৎকার কর্‌বো।

২য়া-যুবতী। সই, আম্‌রা কেন আর বিলম্ব করি। রাজপুতবালারা চিতারোহণ করে, এসো বৈষ্ণবীর সাথী হই।

১মা-যুবতী। না, তাতে বৈষ্ণবী ক্রুদ্ধা হবে। প্রভুভক্ত বীরবব

চরণ আজ হ'তে আমাদের নেতা। যবন-হত্যা সঙ্কল্প ক'রে অস্ত্র ধরেছি, প্রাণত্যাগে সে অস্ত্র ত্যাগ করবো। আমরাও শিখ-সম্প্রদায়ে মিলিত হবো।

রঘুরাম। বৈষ্ণবী, তোমার উপদেশে আমি প্রেম বর্জ্জন করেছি; যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছ, আমার মৃত্যু-ভয় নাই। আমি চরণের অনুগামী হ'লে, অন্তকালে তুমি আমার সঙ্গে হেসে কথা কইবে!

১মা-যুবতী। হে যুবকবৃন্দ, মাতৃভূমির নিমিত্ত সকলে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছ। শোনো এখনও ভারতের আশা আছে;— পাঞ্জাবে শিখ-সৈন্য মাতৃভূমির উদ্ধারে রতা, আমরা তাদের সহিত মিলিত হই, সংনামের কথঞ্চিৎ কার্য্য হবে। হায় মহারাষ্ট্র, যদি বর্গী নামে না বিখ্যাত হ'তে, যদি হিন্দু-সন্তান-সমষ্টি তোমার আগমনে দস্যু ব'লে না পলায়ন করতো, যদি রাজপুত বিরোধী না হ'তে, শিখসৈন্যে সম্মিলিত হ'য়ে যবন-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে, যদি এই সংনামী-বিগ্রহে সহায় হ'তে,— হিন্দুস্থান হিন্দুর হ'ত!!

সমবেত সঙ্গীত।

দুলে সোণার কায় বিমল সুকোমল,
সোণার বরণ তাইতে চিতানল,
বিমল বিভায় দিশা সমুজ্জ্বল।
উন্মাদ মাতান, নাই তো কিছু আর,
মনমোহন শ্মশান, চিতানলে দীপ্ত [illegible];
নিভেছে সকল, নিভে নি চিতানল
অনলে [illegible] মাখা [illegible] বলো কেমন।

যবনিকা।

নাট্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত,
থিয়েটারে অভিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক।

১। পাণ্ডব-গৌরব। দণ্ডীপর্ব্ব সংক্রান্ত হৃদয়োন্মত্ত-কারী নাটক। অভিনয় দর্শনে মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বলেন,—"অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত শ্রবণে আমরা (সস্ত্রীক) কেবল কাঁদিয়াছি। গিরিশের আমরা গোলাম হইয়া রহিলাম।" মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। ম্যাক্‌বেথ। মহাকবি সেক্‌সপীয়র প্রণীত সর্ব্ব-প্রধান নাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। অভিনয় দর্শনে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় এক যোগে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"সেক্‌সপীয়রের অননুকরণীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্তু গিরিশবাবু অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। নানাস্থলে তাঁহার অনুবাদ মূল বলিয়াই ভ্রম হয়।"

সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান নেসন" পত্রিকার সম্পাদক, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল, ব্যারিষ্টার এন, ঘোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সেক্‌সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটক, ফরাসীভাষায় সুন্দররূপ অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর বঙ্গানুবাদ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

মিনার্ভা থিয়েটার, "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট ইংরাজী "রয়েল থিয়েটারের" ন্যায় প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার রূপে পরিগণিত হয়। এ সৌভাগ্য দেশীয় অন্য কোন রঙ্গালয়ের হয় নাই। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। সেলদার। বিশুদ্ধ প্রেমের জলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দীপ্তিমান। তবে বুঝিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে; নচেৎ পুস্তক ক্রয় বিড়ম্বনা। সেলদারের একখানি গীতের মূল্য লক্ষ টাকা। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।